উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৭৭,৬০৬.৪৩ (+৩১৭.৯৩)
নিফটি : ২৩,৫৯১.৯৫ (+১০৫.১০)

বাংলাকে শাহি তোপ
ভুয়ো ভোটার নিয়ে বঙ্গে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এর পালটা হিসেবে অনুপ্রবেশ অস্ত্রে শান দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর কটাক্ষ, রাজ্যের জন্যই কাঁটাতার দেওয়া যাচ্ছে না সীমান্তে। ▸▸ ৯

ধান নেবে না কেন্দ্র
রাজ্যের কেনা ধান নেবে না এফসিআই। ধান কেনার মরশুমে কেন্দ্রের এই আচমকা সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছে রাজ্য সরকার। বিপাকে পড়ার আশঙ্কা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কৃষকের। ▸▸ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৮°	৩৮°	৩৮°	৩৭°
সর্বনিম্ন	২৩°	২২°	২২°	২২°

বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরছেন শ্রেয়স ▸▸ ১৩

১৪ চৈত্র ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 28 March 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 307

উত্তরের খোঁজে

দার্জিলিং মেল আর রকেটের ইতিহাসের সম্মান প্রাপ্য

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

কীভাবে যাচ্ছিস রে তুই নর্থবেঙ্গল?

বছর পঁয়তিরিশ-চল্লিশ আগে কলকাতা বা শিলিগুড়িতে এমন প্রশ্ন বন্ধুমহলে উঠলে দুটো উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তার চোখ গোল গোল হওয়া অবধারিত ছিল। মুখেচোখের অভিব্যক্তিতে তখন বাড়তি সমীহ।

-দার্জিলিং মেলে যাচ্ছি।

-রকেটে যাচ্ছি।

রকেটে মানে রকেট বাসে।

এখন যেভাবে সাদা বিদ্যুৎরেখা হয়ে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলে যাওয়ার মুহূর্তে পথে, খেতে, স্টেশনে, লেভেল ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ সেলফি তুলতে আকুল হয়ে ওঠে, রকেট বাস যাওয়ার মুহূর্তেও অপলক তাকিয়ে থাকত অনেকে। এই রকেট মানে তখন যেন মহাকাশের রকেট। অত্যাশ্চর্য পথে তার চলা।

আর দার্জিলিং মেল? সন্ধেয় কাটিহার-মালদা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের একটা বগি থাকত দার্জিলিং মেলে জোড়ার জন্য। সেটা জ্যোৎস্নারাতে পড়ে থাকত নির্জন কুমেদপুর স্টেশনে। পরের দিকে মালদায়। দার্জিলিং মেল মধ্যরাতে এলে লাগানো হত ইঞ্জিনের সঙ্গে। কত এগোনো, পেছোনোর খেলা সেই মাঝরাতের রেল কাব্যে। কলকাতা থেকে ফেরার সময় আবার একই দৃশ্য। মালদায় কেটে রাখা হত একটা বগি। সেটা ফিরত সকালে মালদা-কাটিহার লোকাল ট্রেনের সঙ্গে।

আমি তো আরও আগে, বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে যাওয়ার মোহময় দৃশ্যমালার কথা বলছিই না। শিয়ালদা থেকে রানাঘাট-ভেরামারা-ঈশ্বরদি-সান্তাহার-হিলি-পার্বতীপুর-নীলফামারি-হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি। মাঝখানে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পেরোনোর নস্টালজিয়া প্রবীণদের সম্পদ।

দার্জিলিং মেল ও রকেট উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের অংশীদার, আপাতত উপেক্ষিত। ইন্টারনেট-মোবাইল-সোশ্যাল মিডিয়াহীন পৃথিবী ছিল ছোট অনেক। এবং মানুষের অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতায় কোনও দোষ ছিল না। শুধু দার্জিলিং মেল নয়, কামরূপ এক্সপ্রেস বা গৌড় এক্সপ্রেস চালুর সময়ও তারা হয়ে উঠেছিল গতির প্রতীক। আজ ঘরেই উপেক্ষিত।

গ্রামের স্টেশনমাস্টারমশাইয়ের ছেলে মৃণালদা তখন ফুটবল মাঠে উইং দিয়ে বিদেশ বসু-মানস ভট্টাচার্যের স্টাইলে গতিময় হয়ে উঠত। গ্রামীণ ফুটবলে মৃণালদার নামই হয়ে যায় 'কামরূপ'। বল তাঁর পায়ে পড়লেই মাঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের মধ্যে আওয়াজ উঠত-- কামরূপ, কামরূপ।

সকালের দিকে এনজেপি স্টেশনের ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন হয়তো। কামরূপ কেন,

এরপর দশের পাতায়

চকোলেটের আঁতুড় হবে জলপাইগুড়ি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : ম্যাচের শেষ বল। জয়ের জন্য লাগবে ছয় রান। ব্যাটসম্যানের শট বাউন্ডারি রোপ পেরিয়ে মাটিতে পড়তেই গ্যালারিতে উদ্বেল প্রেমিকা। নিরাপত্তারক্ষীদের এড়িয়ে মাঠে ঢুকে সে সোজা প্রেমিকের কণ্ঠলগ্না। প্রেমিকার হাতে ডেয়ারি মিল্ক চকোলেট। প্রখ্যাত বহুজাতিক সংস্থার এই বিজ্ঞাপন অনেকেরই জানা। তাঁরা জানেন না, আগামীদিনে এমন অনেক প্রেমিকার হাতে থাকা মিল্ক চকোলেটের কোকোর বীজ বপন হবে জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের ফার্মে।

বহুজাতিক এই কোম্পানির চকোলেট উৎপাদন হবে গুয়াহাটিতে। আর তার জন্য কোকোর জোগান পেতে ইতিমধ্যেই সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে কোকো চাষের দাদন দিয়েছে ওই কোম্পানি। ওই কোকো চাষের জন্য কলমের চারা যাচ্ছে মোহিতনগরের কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণাকেন্দ্র থেকে।

সেন্ট্রাল ক্রপ প্ল্যান্টেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ভারতে তাদের চকোলেট উৎপাদনে মোহিতনগরে অবস্থিত এই কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উপরই পুরোপুরি নির্ভর করছে ক্যাডবেরির অধিগ্রহণকারী সংস্থা মন্ডেলেজ ইন্টারন্যাশনাল। কেন্দ্রীয় কাজু ও কোকো উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করার পর চকোলেট তৈরিতে গুয়াহাটিতে কারখানা তৈরি করছে এই বহুজাতিক কোম্পানি। আর সেই চুক্তির সুবাদেই মোহিতনগরের কেন্দ্রীয় গবেষণাকেন্দ্রে বরাত এসেছে কোকো চারা তৈরির।

গবেষণাকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী জুন মাসে ৩০০০ কোকো গ্রাফটেড অর্থাৎ কলম চারা পাঠানো হচ্ছে মেঘালয়ে। দ্বিতীয় দফায় আরও ৫০০০ চারার বরাতও পাবে জলপাইগুড়ির এই কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর ৫০ হাজার কোকো চারার কলম উত্তর-পূর্ব ভারতে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানি।

আশির দশক থেকে জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে কেন্দ্রীয় এই ইনস্টিটিউটে কোকো, পাম অয়েল, সুপারি ও নারকেল চাষের উপর গবেষণা শুরু হয়েছিল। উন্নতমানের কোকো চাষের উপর নিরন্তর গবেষণার ফসল এসেছে এতদিনে। ইনস্টিটিউটের প্রধান বিজ্ঞানী অরুণ শীট বলেন, 'বাজারে পাকা কোকো ফলের বীজের দাম কেজি প্রতি ৫০০ টাকা।

এরপর দশের পাতায়

কোকো-কথা

- গুয়াহাটিতে কারখানা তৈরি করেছে চকোলেট প্রস্তুতকারক বহুজাতিক সংস্থা
- তার জন্য কোকো আসবে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি থেকে
- সেখানে কোকো চাষের জন্য উন্নতমানের চারা জোগান দেওয়ার একচ্ছত্র বরাত পেয়েছে মোহিতনগরে সরকারি গবেষণাকেন্দ্র

লন্ডনে হোটেলের লবিতে পিয়ানোবাদক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অক্সফোর্ডে অস্বস্তি

পালটা জবাব মুখ্যমন্ত্রীর

লন্ডন, ২৭ মার্চ : অক্সফোর্ডেও আরজি কর ছাড়ল না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রশ্ন ধেয়ে এল সিঙ্গুর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েও। এমনকি মুখের ওপর মিথ্যাবাদী বলে আক্রমণ শুনতে হল বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে। এতে অক্সফোর্ডে তাঁর ভাষণে ছন্দপতন ঘটল বটে। কিন্তু মেজাজ হারিয়ে রণে ভঙ্গ দিলেন না তিনি। বরং ক্রমাগত টক্কর দিয়ে চললেন সমালোচকদের। বাম-অতিবাম ও সাম্প্রদায়িক বলে পালটা আক্রমণ করলেন তাঁদের।

শেষপর্যন্ত বিশৃঙ্খলা বন্ধ হলে তিনি নিজের ভাষণ শেষ করলেন কলকাতায় ক্যাম্পাস করার জন্য অক্সফোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানিয়ে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজের আমন্ত্রণে বৃহস্পতিবার মমতার ভাষণ নির্ধারিত ছিল। ভারতীয় সময় রাত ১১টায় ওই ভাষণের প্রথম দিকে তিনি বাংলায় তৃণমূল সরকারের কৃতিত্বের বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরছিলেন। কলকাতা-লন্ডন সরাসরি উড়ান চালুর জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে তিনি আবেদন জানানোর পরপরই দর্শকাসন থেকে পরপর প্রশ্ন ধেয়ে আসতে থাকে।

প্রথম প্রশ্নটিই ছিল আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন প্রসঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনাধীন, কেন্দ্র দেখছে বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু দর্শকদের একাংশ তখন পুরো আক্রমণাত্মক মেজাজে। চরম অস্বস্তিতে অক্সফোর্ড কর্তৃপক্ষও। তারা মঞ্চের চেয়ারে বসে পড়ার অনুরোধ জানালেও মুখ্যমন্ত্রী রাজি হননি। বরং সমালোচকদের উদ্দেশে টানা কথা বলে যেতে থাকেন। তিনি বলেন, 'রাজনীতি করার চেষ্টা করবেন না। এতে শুধু আমাকে নয়, আপনারা নিজেদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও অপমান করছেন।'

তাঁর কথায়, 'আমি সবার জন্য। আপনারা নন।' নিজেকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলে উল্লেখ করে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছোড়েন মমতা। তিনি বলেন, 'পারলে আমাকে স্পর্শ করুন। এটা ওদের (সমালোচকদের) অভ্যাস। আপনারা সমালোচনা করতেই পারেন। তাতে আমি উৎসাহ পাই।' *এরপর দশের পাতায়*

সবুজ নিধনে তদন্তের নির্দেশ বনমন্ত্রীর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : তাজ ট্রাপিজিয়াম অঞ্চলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ৪৫৪টি গাছ কাটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নজিরবিহীন নির্দেশিকার পর উত্তরের বিভিন্ন জঙ্গলের গা ঘেঁষে তৈরি হওয়া রিসর্টের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার বার্তা দিয়েছেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। মূলত জঙ্গলের গাছ কেটে সেই এলাকায় তৈরি হয়েছে ওই রিসর্টগুলি। তাই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বনকর্তাদের পাশে বসিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বীরবাহা। পরবর্তী উত্তরবঙ্গ সফরে এসে তিনি নিজে ওই সমস্ত এলাকাগুলিতে পরিদর্শনে যাবেন বলে এদিন জানিয়েছেন বনমন্ত্রী।

বীরবাহার ওই নির্দেশিকার পরেই হঠাৎ করে তৎপর হয়ে ওঠেন বৈকুণ্ঠপুরের ডিএফও রাজা এম। তাঁর এলাকায় কোথায় জঙ্গল ঘেঁষে এভাবে নির্মাণ হয়েছে সেই বিষয়ে খোঁজখবর শুরু করেন। বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনে এই ধরনের একাধিক অবৈধ রিসর্ট রয়েছে। তবে শুধু ডিএফও নয়, মন্ত্রীর সঙ্গে থাকা উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপাল রাজেশ কুমারও তড়িঘড়ি দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জঙ্গল ঘেঁষে রিসর্ট তৈরির বিষয়ে বনমন্ত্রীর বক্তব্য, 'জঙ্গলের গা ঘেঁষে বা জঙ্গলের মধ্যে কেউ রিসর্ট তৈরি করলে আমরা রেয়াত করব না। সে যেই হোক আমরা দল, রং দেখব না। আধিকারিকদের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলছি।'

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের ফুসফুস বিভিন্ন জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ড রুখতে এবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা নিতে চাইছেন বনমন্ত্রী। বিধায়ক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সদস্য সকলের সহযোগিতা নেবেন তিনি। জঙ্গলে আগুন লাগলে কী করতে হবে সেই সমস্ত বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জানান দেবে বন দপ্তর। বীরবাহার বক্তব্য, 'উত্তরের জঙ্গলে আগুন লাগার বিষয়টি আমি শুনেছি।

এরপর দশের পাতায়

তিস্তা সেতুতে বৃহস্পতিবার সকালে দুটি গাড়ির সংঘর্ষের পর যানজট। এদিন সবজি বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। পিকআপ ভ্যানের চালক জখম হন। ছবি : সৌরভ দেব

মনের কথা থেকে মাটির কথা

জনতার চার্জশিট

খোলা জানালা

শোভাম যদি সিংহাসন

আমাদের ছোট নদী

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এখন থেকে এক ঝাঁক নতুন বিভাগ

এডিশন স্পেশাল

টোটো নিয়ে সংঘাত

▸▸ *চারের পাতায়*

জঙ্গল সাফাইয়ে মিলল হাজার মদের বোতল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৭ মার্চ : দিনের পর দিন বন দপ্তর ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে পর্যটক ও সাধারণ মানুষকে জঙ্গলকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সচেতন করা হলেও তা বাস্তবে কোনও কাজে আসছে না। বৃহস্পতিবার গরুমারা ও লাটাগুড়ির মধ্যে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে জঙ্গলের কিছু এলাকা সাফাই করতে গিয়ে এমনই উপলব্ধি হল সকলের। কয়েক ঘণ্টার জঙ্গল সাফাইয়ে জঙ্গল থেকে মিলল হাজারখানেক মদের বোতল। তার সঙ্গে প্রায় পাঁচ কুইন্টাল প্লাস্টিকের প্যাকেটও পাওয়া গিয়েছে। আগামীদিনে জঙ্গলে যারা মদের বোতল বা বিভিন্ন প্লাস্টিকের প্যাকেট ফেলবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

বৃহস্পতিবার বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের তরফে লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের মধ্যে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে এবং জঙ্গলের ভিতর কিছু এলাকায় সাফাই অভিযানে নামা হয়। মাল কলেজের এনএসএসের ইউনিট, জিপসি গাইড, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও পর্যটন ব্যবসায়ী, পদ্মশ্রী প্রাপক কারিমুল হক ও পরিবেশপ্রেমীদের নিয়ে শুরু হয় এদিনের সাফাই অভিযান। বিচাভাঙ্গা রেঞ্জ অফিস থেকে শুরু করে, মহাকাল মন্দির পর্যন্ত সাফাই অভিযানে কুড়িয়ে পাওয়া মদের বোতল দেখে রীতিমতো চমকে ওঠেন সবাই। এদিনের অভিযানে শামিল হয়েছিলেন জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি ও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ। তাঁরা সকলেই এবার জঙ্গল দূষিত করা পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের পক্ষপাতী।

লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের দু'পাশে লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গল রয়েছে। প্রায় আট কিমি দীর্ঘ এই জঙ্গল। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে বন্যপ্রাণীদের অবাধ যাতায়াতের করিডর। যেভাবে জঙ্গলের মধ্যে মদের কাচের বোতল ফেলে রাখা হয়েছে তাতে বড়সড়ো বিপদের মুখে পড়তে পারে বন্যপ্রাণীরা। মহুয়া বলেন, 'সকলে সচেতন হয়ে এগিয়ে এলে আগামীদিনে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে না বলে আশা করা যেতে পারে।' *এরপর দশের পাতায়*

জঙ্গলে সাফাই অভিযান। বৃহস্পতিবার লাটাগুড়িতে।

ভালোবাসে না বাবা, বুকে চাপা যন্ত্রণা

কার কাছে কই মনের কথা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ মার্চ : অন্যরকম হোমওয়ার্কের কথা ভেবেছিলেন চড়কেরকুঠি জিপি স্কুলের শিক্ষক শংকর দেবনাথ। সেজন্য বাবার সম্পর্কে দু'চার লাইন লিখে নিয়ে আসতে বলেছিলেন ছাত্রদের। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়া যে এমন হতভম্ব করে দেওয়ার মতো লিখবে, তা হয়তো ভাবেননি তিনি।

'আমার বাবা আমাকে ভালোবাসে না। আমাকে বই পড়তে দেয় না... বই পড়লে বই ফেলে দেয়।' নিজের বাবা সম্পর্কে ঠিক এই কথাগুলি লিখে স্কুলের শিক্ষকের কাছে জমা করেছে ওই ছাত্র। সেই লেখা দেখে হতবাক শংকর কাছে ডাকেন বছর দশেকের ওই ছাত্রকে। জানতে চান, 'বাবার সম্পর্কে এগুলি লিখেছ কেন?' জবাব দিতে গিয়ে কেঁদেই ফেলে ছাত্রটি। কাঁদতে কাঁদতেই সে জানায়, তাদের বাড়িতে প্রতিদিনই অশান্তি লেগে থাকে। মাকে মারধর করে তার বাবা। সে পড়াশোনা করুক সেটাও নাকি তার বাবা চায় না। বারবার তার একটাই অভিযোগ, 'বাবা আমাকে ভালোবাসে না।'

ছোট্ট পড়ুয়ার মুখে এই অভিযোগ শুনে তখন শিক্ষকের চোখও ছলছল। তিনি যোগাযোগ করেন ওই পরিবারের সঙ্গে। ছাত্রের পড়াশোনায় যাতে কোনওরকম বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য তৎপর হন তিনি।

বাবাকে নিয়ে বিস্তর অভিযোগ কেন? ওই ছাত্রের পরিবার সূত্রেই জানা গিয়েছে, ১৩ বছর আগে তার বাবা-মায়ের বিয়ে হয়েছিল। পরবর্তীতে পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়। ছাত্রটির মা বলেছেন, 'ওর বাবা চাইত না ছেলে পড়াশোনা করুক। সবসময় বাড়িতে অশান্তি লেগে থাকত। নানা কারণে আমাদের মারধর করত। সহ্য করতে না পেরে কয়েকমাস হল বাপের বাড়িতে থাকছি। ছেলে মনে খুবই আঘাত পেয়েছে।'

কোচবিহার-১ ব্লকের ঘুঘুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে ওই চড়কেরকুঠি জিপি স্কুল। শংকর স্যারের দেওয়া সেই হোমওয়ার্ক করতে গিয়ে অন্য পড়ুয়ারা অনেক কথাই লিখেছে। কেউ লিখেছে, তার বাবা তাকে অনেক ভালোবাসে, চকোলেট কিনে দেয়। আবার কেউ লিখে এনেছে, তার বাবা তাকে বেড়াতে নিয়ে যায়। প্রত্যেকের খাতা দেখতে গিয়ে শংকরের হঠাৎ চোখ আটকে যায় বছর দশেকের ওই ছাত্রের খাতায়।

শংকর বললেন, 'এরকম লেখা দেখে ওর সঙ্গে কথা বলি। বাবার কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে কেঁদে ফেলে। *এরপর দশের পাতায়*

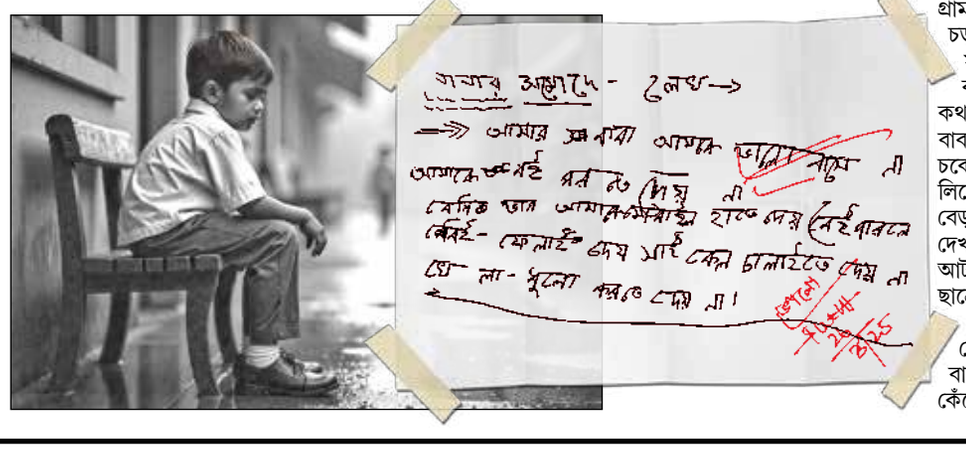

এইমস নিয়ে সরব সাংসদ রাজু

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : ভোট আসলেই উত্তরবঙ্গের জন্য এইমসের দাবি ওঠে। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বৃহস্পতিবার সংসদে দাঁড়িয়ে ফের একবার শিলিগুড়িতে এইমস তৈরির দাবিতে সরব হলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। কেন শিলিগুড়িতে এইমসের প্রয়োজন সে বিষয়ে রাজুর যুক্তি, 'উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মানুষ শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করেই দিন গুজরান করেন। বিভিন্ন দরকারে উত্তরবঙ্গবাসী শিলিগুড়িতে আসেন। তাছাড়া শিলিগুড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। সেই কারণে শিলিগুড়িতে এইমস তৈরি হলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মানুষের চিকিৎসা পেতে সুবিধা হবে। পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, সিকিম ও লোয়ার অসমের রোগীরাও উপকৃত হবেন।'

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

ভারতীয় পটসন নিগম লিমিটেড
The Jute Corporation Of India Limited
(A government of India enterprise)

বিজ্ঞপ্তি
পাট বা তন্তুজাতীয় সুতির কাপড়ের সরবরাহ

জেসিআই বিভিন্ন পাট উৎপাদক/সরবরাহকারীদের ৩৭৮০০ রৈখিক মিটারের পাট বা তন্তুজাতীয় সুতির কাপড় যেটি রঙিন স্তরিত অথবা রঙিন স্তরিতবিহীন অথবা উভয়ের সম্মিলিত প্রকার জেসিআই-এর ক্ষেত্রে সরবরাহের জন্য টেন্ডার গ্রহণের জন্য আহ্বানের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। ইচ্ছুক উৎপাদক/সরবরাহকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, এই টেন্ডার সম্পর্কিত সমস্ত প্রকারের বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য জেসিআই-এর ওয়েবসাইট www.jutecorp.in-এ পরিদর্শন করার জন্য।
সমস্ত আবেদনকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁদের টেন্ডারের প্রতিলিপিগুলি সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথিপত্রগুলি স্পিড পোস্টের মাধ্যমে অথবা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ভারতীয় পাট কর্পোরেশন লিমিটেডের মুখ্য কার্যালয়ের টেন্ডার বাক্সে সরাসরি জমা দিতে পারবেন, যেটির ঠিকানাঃ- পাটশান ভবন, চতুর্থ এবং পঞ্চম তলা, ব্লক সিএফ, অ্যাকশন এরিয়া-১, নিউটাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬। যে কোনও রকমের নথিপত্র অনলাইনে জমা প্রাপ্ত করাকে কোনওপ্রকারে পোষণ করা হবে না।
CBC 41122/12/0056/2425

আজ টিভিতে

প্রথম কদম ফুল সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, ১০.০০ সুদ আসল, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ ছোট বউ, সন্ধে ৭.৩০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩০ দেবতা, ১.০০ মাস্টারমশাই
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অনুসন্ধান, বিকেল ৪.২৫ সন্ত্রাস, সন্ধে ৭.২০ হাবজি গাবজি, রাত ৯.৫০ বরবাদ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, দুপুর ২.৩০ আশা ও ভালোবাসা, বিকেল ৫.০০ প্রতিশোধ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বন্দি বলাকা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী, রাত ৯.০০ লভ ম্যারেজ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ লাল পাহাড়ি
জি সিনেমা : দুপুর ২.৪৬ খাকি, বিকেল ৪.৪৬ সাহো, রাত ৮.০০ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, ১০.৫২ ব্লক
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৩৬ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.২৭ জিগর, সন্ধে ৭.৩০ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার, রাত ১০.১৪ মিশন রানিগঞ্জ : দ্য গ্রেট ভারত রেসকিউ
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১৩ বদলা, ২.১৪ মিশন মজনু, বিকেল ৪.২৬ খুবসুরত, সন্ধে ৬.৪০ হাফ গার্লফ্রেন্ড, রাত ৯.০০ অ্যাটাক, ১০.৫৯ জওয়ানি জানেমন
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.৩০ চিল্লড় পার্টি, বিকেল ৪.০০ গুড্ডু রঙ্গিলা, সন্ধে ৬.১৫ কলংক, রাত ৯.০০ বরফি
রমেডি নাউ : দুপুর ২.৫০ মন্টে কার্লো, বিকেল ৪.৪০ ড্যাডি কে ক্যাম্প, সন্ধে ৭.৩৫ মিউন, রাত ৯.০০ ডেক দ্য হলস, ১০.৩০ ম্যানহাটন

স্নেহের প্রতিদান দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

কলংক সন্ধে ৬.১৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

মিউন সন্ধে ৭.৩৫ রমেডি নাউ

ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ডেঞ্জারাস রোডস
রাত ৮.৫৯ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

চর্চায় বোম্বে গ্রুপের রক্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : পজিটিভ, নেগেটিভের বাইরে 'বোম্বে গ্রুপ' নামে রক্তের আলাদা ভাগ যে রয়েছে, তা হয়তো অনেকের কাছেই অজানা। উত্তরবঙ্গের তিন বাসিন্দার চিকিৎসা চলাকালীন তাঁদের শরীরে বিরল বোম্বে গ্রুপের রক্ত মেলায় এ বিষয়ে জোর চর্চা শুরু হয়।

তাঁদের চিকিৎসায় মুম্বই থেকে বোম্বে গ্রুপের তিন ইউনিট রক্ত বিমানে করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংকে নিয়ে আসতে হয়। বিরল বোম্বে গ্রুপের রক্ত এই অঞ্চলের ঠিক কত মানুষের শরীরে রয়েছে, তার কোনও তথ্যভাণ্ডার না থাকা নিয়ে তারপরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে বোম্বে গ্রুপের রক্তের জন্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

ব্লাড ব্যাংকের ডিরেক্টর ডাঃ মৃদুময় দাসের কথায়, 'দীর্ঘ কর্মজীবনে অনেক রক্তের নমুনা নিয়ে কাজ করলেও বোম্বে গ্রুপের রক্ত আমি পাইনি। যে তিনজনের শরীরে এই রক্ত মিলেছে তাঁদের নাম, ঠিকানা সহ যাবতীয় তথ্য আমরা নিয়ে রাখছি। পাশাপাশি এই গ্রুপের রক্ত কাদের শরীরে রয়েছে এবং তা কীভাবে জানা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।' কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে থেকে বিরল গ্রুপের রক্ত নির্ণয় করা যে কঠিন, তা মানছেন মৃদুময়। তাঁর সংযোজন, 'এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এমন রক্ত থাকতে পারে, তার ধারণা আমাদের কাছে ছিল না। এমন রক্তের প্রয়োজন হলে কীভাবে তা জোগাড় করা যাবে, তা নিয়েও কথা হচ্ছে।'

প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের শরীরে এই রক্ত পাওয়া যেতে পারে। এমনিতেই সরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলি রক্তসংকটে ভুগছে। পজিটিভ গ্রুপের রক্ত মিললেও সেখানে নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত মেলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবে কিছু সংস্থা নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপের রক্ত নিয়ে কাজ করে।

মুম্বই থেকে বোম্বে গ্রুপের রক্ত নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা পম্পা সূত্রধর। তাঁর কথায়, 'যে মানুষদের শরীর বোম্বে গ্রুপের রক্ত মিলেছে, তাঁরা প্রত্যেকেই চা বাগানের বাসিন্দা। কয়েকজন আদিবাসী জনজাতির মানুষও রয়েছেন। চা বাগানের সিংহভাগ মানুষই তাঁদের ব্লাড গ্রুপ জানেন না। সেক্ষেত্রে এই এলাকায় রক্তের নমুনা যাচাইয়ের শিবির চালালে বিরল প্রজাতির রক্তের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।'

উত্তরবঙ্গে কতজনের শরীরে বোম্বে গ্রুপের রক্ত আছে, সেই তথ্য নেই সরকারের কাছে। ওই বিরল গ্রুপের রক্তের জন্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি করার চিন্তা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের।

বোম্বে গ্রুপের রক্ত কী

বোম্বে ব্লাড গ্রুপ বা এইচএইচ রক্তের গ্রুপ হল একটি বিরল রক্তের গ্রুপ, যেখানে এইচ অ্যান্টিজেনের অভাব থাকে। যা সাধারণত এ, বি এবং ও রক্তের গ্রুপ তৈরিতে সাহায্য করে।

আবিষ্কার

১৯৫২ সালে মুম্বইয়ে (তৎকালীন বোম্বে) ডাঃ ওয়াইএম ভেন্ডে এই রক্তের গ্রুপটি প্রথম শনাক্ত করেন।

ট্র্যাকে হাতি বাঁচানোয় সেঞ্চুরি রেলের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : এক বছরে একশোটির বেশি হাতির প্রাণ বাঁচানোর পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। রেলকর্মীদের তৎপরতায় ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ১০১টি হাতিকে দুর্ঘটনার কবল থেকে বাঁচানো গিয়েছে। রেল সূত্রে খবর, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত রেল-হাতি সংঘাত এড়িয়ে চারটি হাতিকে প্রাণে বাঁচানো গিয়েছে। বিশেষ করে রেল ট্র্যাকে হাতির উপস্থিতি জানতে পেরে ট্রেন থামিয়ে হাতিকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে বলে রেলের দাবি।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ বলেন, 'লোকো পাইলট ও রেলকর্মীদের তৎপরতার ফলেই হাতিদের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে জঙ্গল রুটে রেল ও হাতির সংঘাত এড়াতে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম সংক্ষেপে আইডিএস প্রযুক্তি সহ নানা উদ্যোগের ফলেই এই সাফল্য।'

রাজাভাতখাওয়া-আলিপুরদুয়ার জংশন ও কালচিনির মধ্যে প্রায় ১১ বার হাতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। একইরকমভাবে সেবক-গুলমা ও বাগরাকোটের মধ্যে প্রায় ১৭ বার হাতি দুর্ঘটনার সম্ভবনা ছিল। তবে লোকো পাইলট ও সহকারী লোকো পাইলটের তৎপরতার ফলে দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে বলে মনে করছে রেল কর্তৃপক্ষ।

রেল সূত্রে খবর, গত বছর মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাতির রেল ট্র্যাক পারাপারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মে মাসে মোট তিনবার হাতির পাল রেল ট্র্যাক পারাপার করেছে। ওই ঘটনাগুলিতে ১২টি হাতির প্রাণ বাঁচানো গিয়েছে। জুন মাসে হাতির পালের রেল ট্র্যাক পারাপারের সাতটি ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনাগুলিতে নয়টি হাতির প্রাণ বাঁচানো গিয়েছে। একইভাবে জুলাই মাসে চারটি পারাপারের ঘটনায় শাবক সহ দশটি হাতিকে প্রাণে বাঁচানো গিয়েছে। অগাস্ট মাসে প্রায় ২১টি হাতিকে দুর্ঘটনার আগেই রক্ষা করা গিয়েছে। রেলের সঙ্গে ছ'বার হাতির সংঘাত এড়ানো গিয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে। ওই মাসে ১৮টি হাতি সুরক্ষিতভাবে রেল ট্র্যাক পারাপার করেছে। নভেম্বর মাসে আমন ধান পাকার সময় ছয়টি ঘটনায় সাতটি হাতির প্রাণ বাঁচানো গিয়েছে বলে রেলকর্তারা জানিয়েছেন।

ডুয়ার্সের রেলের ট্র্যাকের ওপর দিয়েই একাধিক হাতির করিডর রয়েছে। রেল ট্র্যাক পারাপারের সময় হাতি ও ট্রেনের সংঘর্ষের উদাহরণ রয়েছে অনেক। ২০২৩ সালে রাজাভাতখাওয়া এসকে ১২৬ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেট সংলগ্ন এলাকায় রেল ট্র্যাক পার করতে গিয়ে তিনটি হাতির মৃত্যু হয়। তারপরই রেল এমন সংঘাত এড়াতে বিভিন্ন নিয়ম নির্দেশিকা জারি করে। নানা বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় লোকো পাইলটদের। হাতির আচার-আচরণ বুঝতে লোকো পাইলটদের বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়। আইডিএস প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। সেইসবের সুফল হিসেবেই হাতির পাল সুরক্ষিতভাবে রেললাইন পারাপার করতে পেরেছে।

ছবি : এআই

পরিসংখ্যান

- ২০২৪ সালে ১০১টি হাতিকে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচানো গিয়েছে
- মে থেকে সেপ্টেম্বরে হাতির রেল ট্র্যাক পারাপারের সংখ্যা সর্বাধিক
- অগাস্টে ২১টি হাতিকে দুর্ঘটনার আগেই রক্ষা করা গিয়েছে
- ছয়টি ঘটনায় সাতটি হাতির সঙ্গে সংঘাত এড়ানো গিয়েছে নভেম্বরে

সুকান্ত ঘনিষ্ঠের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন পদ্ম শিবিরে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ মার্চ : নিজের ও স্ত্রীর নামে প্রায় দুই বিঘে চাষের জমি এবং বালুরঘাট শহরে একটি ফ্ল্যাট কেনা নিয়ে বিপাকে পড়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সচিব অজয়কান্তি সরকার। মূলত, সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই জমিগুলির তথ্য দিয়ে হিন্দু সংহতির রাজ্য নেতা শান্তনু সিনহা এক পোস্ট করার পর থেকেই এনিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামতে হয়েছে সুকান্তকে।

সুকান্ত ঘনিষ্ঠ অজয়ের সম্পত্তির নথি সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দু সংহতির নেতা দেওয়ায় হাতে যেন অস্ত্র পেয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এনিয়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল সাংবাদিক বৈঠক করার কথা জানালেও পারিবারিক কারণে তিনি তা বাতিল করেন।

তবে তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, 'অন্যদের চোর চোর বলে চিৎকার করা বিজেপি নেতাদেরই এখন নিজেদেরই চোর সাজতে হচ্ছে। ওদের লোকই তো প্রশ্ন তুলেছে। সুকান্তবাবুর উচিত তাঁর ঘনিষ্ঠর কাছে এত সম্পত্তি কোথা থেকে এল, তার প্রকৃত তদন্ত দাবি করা।'

প্রসঙ্গত, একসময়ের গাড়ি ব্যবসায়ী অজয়কান্তি সরকার ২০১৯ সাল থেকেই সুকান্তের প্রথমে আপ্তসহায়ক ও বর্তমানে মন্ত্রীর সরকারি অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সচিব। আপাতত তাঁর বেতন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। এই অজয়ের বিরুদ্ধে চাষের জমি কেনা নিয়েই অভিযোগ তুলেছেন হিন্দু সংহতির নেতা শান্তনু সিনহা। তিনি এ বিষয়ে ফেসবুকে একাধিক জমির দলিল প্রকাশ করেছেন। দলিলে দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালে চকভৃগু গ্রাম পঞ্চায়েতের চকরমানাথ মৌজায় অজয়ের নামে ১ একর ১৫ শতক জমি ও ওই বছরই পাশের মৌজায় তাঁর স্ত্রীর নামেও আরও ১২ শতক জমি কেনা হয়েছে।

অজয়কান্তি কিছু বলতে চাননি। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি জানিয়েছেন, গ্রামের ভেতরে চাষের জমিগুলি অত্যন্ত কম দামে কিনেছিলেন। তবে এনিয়ে ব্যাট করতে নেমেছেন সুকান্ত। তিনি বলেন, 'আপ্ত সহায়ক হওয়ার আগে অজয়ের গাড়ির ব্যবসা ছিল। ওই টাকাতেই গ্রামে চাষের জমি কিনেছে। স্টেট ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি ফ্ল্যাটও কিনেছে। আসলে ওর মাধ্যমে আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

১০ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা উত্তরের প্রশান্তর

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ মার্চ : জেদ ও অধ্যবসায় থাকলে কোনও প্রতিবন্ধকতাই যে বাধা হয়ে উঠতে পারে না, তা প্রমাণ করলেন কামাখ্যাগুড়ির এক তরুণ। কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ তেলিপাড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত হালদারের একমাত্র নেশা হল দৌড়ানো। ২০ বছরের ওই তরুণ মূক ও বধির। তবে তিনি সেই বাধাকে তেমন আমল দিতে রাজি নন। বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স অ্যান্ড সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ অফ দ্য ডেফ-এর সিনিয়ার বিভাগে ১০ হাজার মিটার দৌড়ে তিনি সোনা জিতেছেন। কেরলের তিরুবনন্তপুরম চন্দ্রশেখর নায়ার স্টেডিয়ামে আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতায় প্রশান্ত বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

প্রতিযোগিতার জন্য প্রশান্ত প্রথমে জলপাইগুড়িতে ট্রায়ালে অংশ নিয়েছিলেন। তারপর তিনি ৫ হাজার ও ১০ হাজার মিটার দৌড় বিভাগের জন্য রাজ্য দলে মনোনীত হন।

প্রশান্ত হালদার

প্রশান্তর বাবা সুশীল হালদার পেশায় কৃষক। একান্নবর্তী পরিবারে তিনি অতিকষ্টে সংসার চালান। ছেলের জয়ের খবর পেয়েও সুশীলের গলায় এদিন আক্ষেপের সুর ছিল স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'আমার ছেলে জাতীয় স্তরে সোনা পেয়েছে বলে আমি খুব খুশি। কিন্তু ছেলেকে কখনও প্রয়োজনীয় কিছুই কিনে দিতে পারি না। আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় প্রথম সিমেস্টারের পর আর পড়াতেও পারিনি। শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরেই প্রশান্তর এই জয়।'

সেইসঙ্গে সুশীল মেনে নিয়েছেন ছেলের এই সাফল্যের পিছনে তাঁর প্রশিক্ষক রূপন দেবনাথের অনুপ্রেরণা ও ভূমিকা অনেকখানি। কৃতজ্ঞতার সুরে সুশীল জানান, জাতীয় স্তরে খেলার ক্ষেত্রে কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা ও কামাখ্যাগুড়ি ওসি প্রদীপ মণ্ডল প্রশান্তকে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া সরকারি সাহায্য পেলে ছেলে আগামীদিনে আরও উন্নতি করবে বলেই তাঁর মত।

গত প্রায় তিন বছর ধরে আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম সেরা দৌড়বিদ রূপনের কাছে প্রশান্ত বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। রূপনের কথায়, 'নিজের অধ্যবসায়ই প্রশান্তকে সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছে দিয়েছে। সে আগামীদিনে আরও সাফল্য পাক, সেটাই চাই।' অন্যদিকে, কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসিও এদিন প্রশান্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রশান্তর মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড় এলাকার ও রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আমরা সবসময় তাঁর পাশে থাকব।'

টেন্ডার নোটিস নং. মেক-এলএমজি-ইটি-১৭-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১০-০৩-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী নং. ১

টেন্ডার নোটিস নং. মেক-এলএমজি-ইটি-১৭-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১০-০৩-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী নং. ১।
এখন এইরকম পড়তে হবেঃ টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০-০৪-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়।
অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আগ্রহের অভিব্যক্তি

ইওআই নোটিস সংখ্যা. সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/২০২৪-পার্ট-II। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জংশন আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ২৭ টি স্টেশনের ৩৭ টি ইউনিটে "ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রডাক্ট যোজনা"র অধীনে অংশগ্রহণের হেতু স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্রীর সাথে লেনদেন করা ব্যক্তি, স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী (এসএইচজিএস), সমাজের অনুন্নত এবং দুর্বল শ্রেণী আদি থেকে নির্ধারিত ফর্ম্যাট এবং সিলবদ্ধ প্যাকেটে (সিঙ্গল) আবেদন পত্র আমন্ত্রণ করছে। সিলবদ্ধ লেফাফাটি (ইওআই) জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২১-০৪-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমার জমির ডিড বুক নং. I 1156 তাং. 04-02-1999, মৌজা - খাপাইডাঙ্গা, থানা - পুণ্ডিবাড়ি, জেলা - কোচবিহার, নাম ভুল থাকায় গত 17-03-2025, সদর কোচবিহার, J.M., 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমি NAJRUL ISLAM এবং NAJRUL HOQUE এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। উত্তর খাপাইডাঙ্গা, থানা - পুণ্ডিবাড়ি, জেলা - কোচবিহার। (C/114664)

•

আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে আমার ও আমার স্বামীর পদবি Poddar থাকায় দিনহাটা JM কোর্টে 24/03/25 এফিডেভিট বলে Nabanita Podder স্বামী Madan Mohan Podder হলাম। ওয়ার্ড নং-৬, দিনহাটা। (S/M)

হলফনামা

আমি শ্রী অমিত ধনটিয়া, পিতা : শ্রী মোহন লাল আগরওয়াল, সোনা হুইলস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩ মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পোঃ শালুগাড়া, থানা : ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। ডাউয়াগুড়ি মৌজায় I-1442/19 নং দলিল মূলে সুব্রত পালের নিকট হইতে 579 ও 581 নং দাগের মধ্যগত 19 decimal জমি 06/05/2014 ইং তারিখে বুক IV-72/2014 নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে লোলন রানী পাল ও কাঞ্চনর রানী পালের নিকট হইতে ক্রয় করিয়েছি এবং MN/0801/5344/2025 mutation case মূলে কোচবিহার-১ নং B.L.&L.R.O Office-এ রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়েছি, এই বিষয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে কোচবিহর ১ নং B.L.&L.R.O Office-এ যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।
বিনীত, অমিত ধনটিয়া

ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেটের ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার জংশনে ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: পাজু-১২। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন: ১০৯৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়:** ১৭-০৪-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টায়।

ক্রম. নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিকিউজি-টিওআই-৬-২৫-১ (পে এন্ড ইউস - টয়লেট)	ধূপগুড়ির পিএফ নম্বর ১-এ পে এন্ড ইউজ টয়লেট।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৭-০৪-২০২৫ তারিখে ১০:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য :** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

০৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদান করার জন্য ই-নিলাম। **বিবরণঃ** দু চাকা, তিন চাকা, চার চাকা ও যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য পার্কিং লট। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-পার্কিং-পিআরএনএ-; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিনঃ ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	স্থান
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএক্স-১৪০-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বাগডোগরা
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএক্স-১৩৯-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	ফোর্বসগঞ্জ
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এসএম-এমএক্স-১৪২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	সামসি
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএক্স-১৪১-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	মালদা কোর্ট
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-পিআরএনএ-এমএক্স-১৪৩-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	পূর্ণিয়া
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১৪৪-২৫-১ (পার্কিং-যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)	নিউ জলপাইগুড়ি
এবি/২	পার্কিং-কেআইআর-পিআরএনএ-পিসিসিভি-১৪৫-২৫-১ (পার্কিং-যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক যানবাহন)	পূর্ণিয়া

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ২৪-০৩-২০২৫ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কর্মখালি

B.Tech/ Diploma in civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email :raiganjoffice309@gmail.com M-115323

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৯৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীরের দিকে নজর দিন। দিনটি খুব পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে কাটবে। বৃষ : কাউকে কথা দিয়ে রাখতে না পেরে অনুশোচনা। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের পরিকল্পনা। মিথুন : বেহিসাবি খরচে সমস্যায় পড়তে পারেন। চোখের রোগে ভোগান্তি। কর্কট : মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। নিজের ভুলে কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সিংহ : আপনার সরল স্বভাবের সুযোগ নিয়ে কেউ আপনাকে ঠকাতে পারে। ভাইয়ের কৃতিত্বে আনন্দ। কন্যা : নিজের বুদ্ধির বলে কঠিন কাজের সমাধান করে ফেলতে পারবেন। লটারিতে অর্থযোগের সম্ভাবনা। তুলা : পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। অনেক টাকা ঋণ করতে হতে পারে। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি। বৃশ্চিক : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বাবার চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে। ধনু : সামান্য পেয়ে খুশি থাকাই ভালো। ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। মকর : সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। শরীর নিয়ে বেশ সমস্যা হতে পারে। কুম্ভ : নতুন কোনও সম্পর্কে যেতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে সমস্যায় পড়তে পারেন। মীন : ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ধার করতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ চৈত্র ১৪৩১, ৭ চৈত্র, ২৮ মার্চ, ২০২৫, ১৪ চ'ত, সংবৎ ১৪ চৈত্র বদি, ২৭ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৩৯, অঃ ৫।৪৭। শুক্রবার, চতুর্দশী রাত্রি ৭।১। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৯।৩৮। শুক্রযোগ রাত্রি ২।০। বিষ্টিকরণ দিবা ৭।৫৮ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ৭।১ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৩।৫৬ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৯।৩৮ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৩৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে রাত্রি ৭।১ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৮।৪১ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৫ গতে ১০।১৪ মধ্যে। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ৭।৫৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৩ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৯ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

4 STATES
45 STORES

PREMIUM
MENSWEAR

SINCE 1989

Zedd®

STUDIO

Mega Fashion Festival

সম্পূর্ন নতুন শোরুম নিয়ে
এখন দিনহাটা-তে

*শর্ত প্রযোজ্য

₹২৪৯৯ এর উপরে কেনাকাটা করলে থাকছে আকর্ষণীয় উপহার!

শার্ট | টি-শার্ট | জিন্স | ট্রাউজার | স্যুট | ব্লেজার | কুর্তা | এক্সেসরিজ

উত্তর বাংলায় আমাদের শোরুমগুলির ঠিকানা: **আলিপুরদুয়ার** (মারোয়াড়ি পট্টি, ☎ 9641959183) • **বালুরঘাট** (লেনিন সরণি, ☎ 8250372326) • **চাঁচল** (গ্রামপঞ্চায়েতের বিপরীতে, ☎ 9563830613) • **কোচবিহার** (রুপ নারায়ন রোড, ☎ 9434483972) • **দিনহাটা** (রংপুররোড, ☎ 7550873144) • **গঙ্গারামপুর** (তপন রোড, ☎ 8918728148) • **জলপাইগুড়ি** (দিনবাজার, ☎ 7718500713) • **মালদা** (নেতাজি মোড়, ☎ 8515874493) • **রায়গঞ্জ** (উকিলপাড়া, ☎ 8250145850) • **শিলিগুড়ি** (বিধান রোড, ☎ 9641046066) • **তপন** (মোহন টকিজ সিনেমা হলের নিকটে, ☎ 9832754769)

SCAN TO FIND STORES

FOR FRANCHISE ENQUIRY, VISIT: ZEDDSTUDIO.IN/FRANCHISE OR CALL — +918825176620

info@zeddstudio.in | www.zeddstudio.in | /zeddstudio.in

টোটো নিয়ে চাপা সংঘাত

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : টোটো নিয়ে পুরসভার সিদ্ধান্তকে ঘুরিয়ে বিরোধিতা করছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। শ্রমিক ইউনিয়নের প্রস্তাবে বলা হয়েছে শহরকে কেন্দ্র করে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা গ্রামগুলির টোটোকেও টিআইএন (টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) দিয়ে চলাচলের অনুমতি দিতে হবে।

অন্যদিকে, পুরসভা শহরের পাশাপাশি মাত্র চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টোটোকে চলাচলের অনুমতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে পুরসভার ওই সিদ্ধান্তকে ঘুরিয়ে বিরোধিতা কেন? উত্তর খুঁজতে গিয়েছে জানা গেল ভোটব্যাংকের কারণ। গ্রাম শহর বিভাজনে টোটোচালকদের রুজিরুটিতে টান পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। যার প্রভাব এসে পড়তে পারে ভোটবাক্সে।

আইএনটিটিইউসি টাউন ব্লকের প্রেসিডেন্ট পুণ্যব্রত মিত্র বলেন, 'আমরা মনে করি টোটো চলাচল নিয়ে গ্রাম শহর বিভাজন তৈরি করলে সমাধান কিছুই হবে না। উলটে বিরোধ বাড়তে পারে। পুরসভার কাছে আমাদের প্রস্তাব দিয়েছি টোটোকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় একমুখীকরণ করা হোক। তাতে যানজট কমবে। আর শহরকে কেন্দ্র করে ১৫ কিমি পর্যন্ত গ্রাম

শহরের রাস্তায় টোটোর চাপ কমাতে উদ্যোগী পুরসভা।

পঞ্চায়েত এলাকার টোটোকেও টিআইএন দিক পুরসভা। অন্যদিকে, আইএনটিটিইউসির প্রস্তাব নিয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমি এখনও কোনও চিঠি হাতে পাইনি। তবে আমরা টোটোচালক ভাইদের জীবিকার বিষয়ে খুবই সংবেদনশীল। কিন্তু একই সঙ্গে এই শহরের প্রায় ২ লক্ষ মানুষ যাঁরা বসবাস করেন তাঁদের যানজটে আটকে পড়ার সমস্যাকেও একইভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা প্রশাসন এবং পুলিশকে নিয়ে বসে আলোচনা করে। এই সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাম এবং শহরের টোটোচালকদের উপার্জন বাড়বে বলে মনে করি।'

শহরের যানজট রুখতে টোটোর ওপর লাগাম টানতে গত শনিবার পুলিশকে নিয়ে বৈঠক করে পুরসভা। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় আগামী মাসের ২ তারিখ থেকে টিআইএন ছাড়া কোনও টোটো শহরে চলাচল করতে পারবে না।

পুরসভার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শহর এবং শহর সংলগ্ন যে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫ হাজার টোটোকে টিআইএন দেওয়া হয়েছে তারাই শহরে চলবে। পুরসভার ওই ঘোষণার পরেই পুণ্যব্রত মিত্র আশঙ্কা প্রকাশ করে সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন গ্রাম শহর বিভাজনে

বিরোধ যেখানে

- শ্রমিক ইউনিয়নের প্রস্তাব শহরের ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা গ্রামগুলির টোটোকেও টিআইএন দিতে হবে
- পুরসভা শহরের পাশাপাশি মাত্র চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টোটোকে চলাচলের অনুমতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- গ্রাম শহর বিভাজনে টোটোচালকদের রুজিরুটিতে টান পড়ার আশঙ্কা রয়েছে

টোটো নিয়ে বিরোধ বাড়বে। সেই আশঙ্কা থেকেই বুধবার শহরের টোটো চলাচলের ওপর একগুচ্ছ প্রস্তাব লিখিত আকারে পুরসভাকে জানান পুণ্যব্রত। প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে শহরকে কেন্দ্র করে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর টোটোকে টিআইএন দেওয়া হোক। যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে সদর ব্লকের প্রায় অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটোকে টিআইএন প্রদান। যে

টা কখনোই চায়নি পুরসভা। একদম প্রথমে পুরসভার সিদ্ধান্ত ছিল কেবলমাত্র শহরের টোটো শহরে চলবে। পরবর্তীতে কিছু সমস্যা তৈরি হওয়ায় শহর সংলগ্ন চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে টিন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় পুরসভা। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বর্তমানে কয়েক হাজার পরিবার টোটোর ওপর নির্ভরশীল। যে কারণে টোটোর ওপর পুরসভা সরাসরি লাগাম টানলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদলের ভোটব্যাংকে এর সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে। ফল খারাপ হলে তার দায়ভার এসে পড়বে নেতাদের ঘাড়ে।

ইতিমধ্যে সেটাই আশঙ্কা করছে শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন। যে কারণে টোটো নিয়ে পুরসভার সিদ্ধান্তকে সরাসরি বিরোধিতা না করে নিজস্ব ভোটব্যাংকে সুরক্ষিত রাখতে গিয়ে নতুন করে প্রস্তাব দিয়ে ঘুরিয়ে বিরোধিতা করা হচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

অন্তঃসত্ত্বার রহস্যমৃত্যু

বেলাকোবা, ২৭ মার্চ : হাতেনাতে ধরেছিলেন স্বামীর পরকীয়া। তখন থেকেই শুরু অশান্তি। এর মধ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর। ঘর থেকে উদ্ধার হল তাঁর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির বেলাকোবায়। নির্দিষ্ট অভিযোগে মৃতার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে বেলাকোবার সাঙ্গিপাড়ায়। পুলিশ জানায় মৃতার নাম সান্ত্বনা রায় (২৮)।

তাঁর বাপের বাড়ি ছিল রাজগঞ্জের চাউলহাটিতে। বাবা বীরেন্দ্রনাথ রায় এ ব্যাপারে মহিলা থানায় অভিযোগ জানান। তারই ভিত্তিতে অভিযুক্ত জামাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে তদন্ত করছে বলে মহিলা থানার আইসি ডিকি রামা ভুটিয়া জানান। বুধবার রাত তিনটে নাগাদ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফোন করে আত্মহত্যার খবর জানানো হয়। বীরেন্দ্রনাথ বলেন, 'সেখানে গিয়ে দেখি শোয়ার ঘরের সিলিংয়ে মেয়ে ঝুলছে।'

এপ্রিলে নিলাম

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : টি বোর্ডের নতুন নির্দেশিকার জেরে আগামী ৩১ মার্চ জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে চা নিলাম শুরু হচ্ছে না। আপাতত টি বোর্ডের এই নির্দেশিকা মেনে এপ্রিল থেকে চা নিলাম প্রক্রিয়া পাকাপাকিভাবে শুরু হবে বলে নর্থবেঙ্গল টি অকশন কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে।

চা নিলাম কমিটি ঘোষণা করেছিল, নিলামের পর সর্বোচ্চ ২৮ দিনের মধ্যে চা তুলতে পারা যাবে। কিন্তু টি বোর্ড নির্দেশিকায় এই সময়সীমা ১৩ দিন বেঁধে দিয়েছে। নিলাম কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ৭ দিনে নগদে চা কিনলে ২ শতাংশ এবং ১৪ দিনে নগদে চা কিনলে ১ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। এতে ক্রেতারাও সম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু টি বোর্ড ১৪ দিনে চা কিনলে ১ শতাংশ নগদে ছাড়ের সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছে। এই অবস্থায় ৩১ মার্চ নিলাম প্রক্রিয়া চালু করার সব প্রস্তুতি শেষ করেছিল কমিটি। এবার টি বোর্ডের নতুন নির্দেশিকায় ফের নতুন করে গুছিয়ে উঠতে একটু সময় নিচ্ছে চা নিলাম কমিটি। এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে নিলাম প্রক্রিয়া এপ্রিলেই শুরু হবে।

নর্থ বেঙ্গল টি অকশন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরোজিৎ বক্সীগুপ্ত জানান, 'আমরা সব প্রস্তুতি সেরে রেখেছিলাম। এখন টি বোর্ডের কিছু নতুন সুপারিশে চা নিলাম প্রক্রিয়া শুরু করতে আর কয়েকটা দিন সময় নিতে হচ্ছে।'

প্রয়াত নেতা

রাজগঞ্জ, ২৭ মার্চ : বুধবার রাতে মারা গিয়েছেন সিপিএম নেতা সৌকত আলি। ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি বালাবাড়ি সংসদ থেকে জয়লাভ করেন। ২০২৩ সালে ওই পঞ্চায়েত আসনটি মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় তাঁর স্ত্রী খতেজাতুন কুবুরা ওই আসন থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করেন। সৌকত সিপিএমের রাজগঞ্জ এরিয়া কমিটির সদস্য এবং কৃষকসভার সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চল কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক পীযূষ মিশ্র এবং রাজগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক রতন রায়। পীযূষ বলেন, 'আমরা একজন দক্ষ সংগঠক ও নেতাকে হারালাম।'

পোশাক বিলি

লাটাগুড়ি, ২৭ মার্চ : ক্রান্তি ব্লকের একাধিক মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের ইদের আগে নতুন পোশাক ও খাদ্যসামগ্রী তুলে দিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ। বৃহস্পতিবার লাটাগুড়ি ইকো পার্কে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে এসব তুলে দেওয়া হয়।

রাঙ্গাতি সেতু সংস্কারের কাজ চলায় বন্ধ ভারী যান চলাচল।

সেতুতে ভারী যান বন্ধে ভোগান্তি

ঘুরপথে যাতায়াতে বাড়তি খরচ

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ২৭ মার্চ : এমনিতেই আলুর দাম এবার নিম্নমুখী। তার ওপর নোনাই ও রাঙ্গাতি সেতু দিয়ে ভারী গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ঘুরপথে আলু নিয়ে যেতে বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাষিদের। হিমঘরে বা পাইকারদের কাছে আলু বিক্রি করার জন্য ট্র্যাক্টর ভাড়া নিয়ে আসতে হচ্ছে গয়েরকাটা কিংবা ধূপগুড়ি থেকে।

গয়েরকাটা থেকে দুরামারির দূরত্ব ৮ কিমি। তবে এখন ঘুরপথে গয়েরকাটা ঠাকুরপাঠ হয়ে দুরমারির দূরত্ব প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার বড় লরির বদলে ট্র্যাক্টরে আলু পাঠাতে হচ্ছে, ফলে খরচ বেশি পড়ছে বলে জানিয়েছেন আলু ব্যবসায়ীরা। আলুর বস্তা প্রতি ২০ টাকা বেশি খরচ পড়ছে। এতে লোকসানের মুখে তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে আলুচাষিরা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন। এব্যাপারে পূর্ত দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানিয়েছেন জেলা পরিষদ সদস্য অনামিকা রায় বর্মন।

পূর্ত দপ্তরের গয়েরকাটা সাব-ডিভিশনাল অফিসের আধিকারিক সৌভিক সাহা বলেন, 'রাঙ্গাতি সেতু সংস্কারের কাজ দ্রুত শেষ হবে। নোনাই সেতুর প্রস্তাবও উপর মহলে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন হলেই কাজ শুরু হবে।' পাঁচ বছর আগে গয়েরকাটা থেকে শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দুরামারি ঢোকার মুখে নোনাই সেতুকে দুর্বল ঘোষণা করে পূর্ত দপ্তর। সেই থেকে ওই সেতু দিয়ে ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধ। এতদিন কৃষকরা বিকল্প পথে দুরামারি থেকে নাথুয়া হয়ে ধূপগুড়িতে হিমঘরে আলু পাঠাতেন। অথবা পাইকারি ব্যবসায়ীরা আলু ওই পথে গাড়ি পাঠিয়ে কিনে নিতেন। তবে বর্তমানে দুরামারি-নাথুয়া সংযোগকারী রাঙ্গাতি নদীর সেতু সংস্কারের কাজ চলছে। এতে ওই সেতু দিয়েও ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন আলুচাষিরা। এলাকায় গাড়ি পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরাও।

দুরামারির আলুচাষি রতন দে সরকারের কথায়, 'ঘুরপথে গাড়ি আসায় ৫০ কেজি সাদা আলু প্যাকেট প্রতি ২০ টাকা করে খরচ বেশি পড়ছে। আগে পাইকারি ব্যবসায়ীরা গয়েরকাটা থেকে বড় গাড়ি পাঠিয়ে আলু কিনে নিতেন। কিন্তু এখন পাইকাররা গাড়ি পাঠাতে চাইছেন

হয়রানির ছবি

- নোনাই সেতুকে দুর্বল ঘোষণা করে পূর্ত দপ্তর
- বর্তমানে রাঙ্গাতি নদীর সেতু সংস্কারের কাজ চলছে
- এতে ওই সেতু দিয়েও ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধ
- এলাকায় গাড়ি পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরাও
- আলুর বস্তা প্রতি ২০ টাকা বেশি খরচ পড়ছে

না। গাড়ি পাঠালেও তার খরচ আমাদের বহন করতে হচ্ছে।'

বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় এক হাজার বিঘা জমিতে আলুর চাষ হয়ে থাকে। এবছরও প্রায় পাঁচশো কৃষক আলু চাষ করেছিলেন। তবে আলু বাজারজাত করতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে সকলকে।

দীর্ঘদিন ধরেই নোনাই সেতু দিয়ে ভারী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় সব ব্যবসাতেই ক্ষতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দুরামারি পুরোনো বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক জগবন্ধু মল্লিক।

মিছিল ব্যবসায়ীদের

বানারহাট, ২৭ মার্চ : বানারহাট স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ, প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন কাউন্টারের উন্নতিকরণের দাবি উঠল। এ ব্যাপারে বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতি ওই স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম-কে স্মারকলিপি দেওয়া হল। এর আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে বানারহাট বাজারে একটি মিছিলও করা হয়। তাদের প্রধান কয়েকটি দাবি, ভিস্টাডোম ও কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস সহ দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ, বানারহাটে প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন কাউন্টার রাত আটটা পর্যন্ত খোলা রাখা, বর্তমানে বন্ধ আলিপুর ও শিলিগুড়িগামী ট্রেনটি ফের চালু, বানারহাটের সঙ্গে ভুটানের রেল যোগাযোগের জন্য বানারহাট জংশনে দ্রুত কাজ শুরু ইত্যাদি।

টুকরো খবর

নিখোঁজ বধূ

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাতাকাটা এলাকায় সাত মাসের শিশুকন্যাকে নিয়ে নিখোঁজ এক গৃহবধূ। বুধবার দোকানে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি ওই মহিলা বলে জানিয়েছেন তাঁর স্বামী। বৃহস্পতিবার কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মহিলার স্বামী। তাঁর কথায়, তিনি চা বাগানে কাজ করেন। বুধবার তিনি বাড়িতে ছিলেন না। সেসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি তাঁর স্ত্রী।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : কামতাপুর রাজ্য ও কামতাপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনারকে স্মারকলিপি দেবেন কামতাপুরিরা। বৃহস্পতিবার ওই কর্মসূচির কথা জানালেন কামতাপুর স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অপু বর্মন। তিনি বলেন, 'সাত এপ্রিল ওই স্মারকলিপিটি দেওয়া হবে। কমিশনারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও স্মারকলিপি পাঠানো হবে।'

সংবর্ধনা

চালসা, ২৭ মার্চ : আন্তঃকলেজ রাজ্য মিটের হাইজাম্পে প্রথম স্থানাধিকারী ইন্দ্রজিৎ রায়কে বৃহস্পতিবার সংবর্ধনা দিল বাতাবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট কমিটি। অনুষ্ঠানে ইন্দ্রজিৎকে খাদা পরিয়ে তাঁর হাতে স্মারক তুলে দেন মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাহিন রায় ও ক্রীড়াপ্রেমী আজিজুল হক।

প্রচার

ক্রান্তি, ২৭ মার্চ : ২৩ এপ্রিল ময়নাগুড়ি শহরে মহামিছিল করবে সন্তান দল। পুলিশের গুলিতে নিহতদের স্মৃতিতে শহিদ স্মরণ, প্রতিবাদ সভা ও সংগঠনের উত্তরবঙ্গ কমিটি পুনর্গঠন কর্মসূচি সফল করতে বৃহস্পতিবার কাঠামবাড়ি, দক্ষিণ হাঁসখালি থেকে গজলডোবা, মেচবস্তি, তারঘেরা ও বড়দিঘির নানা জায়গায় প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

বকেয়া চেয়ে বিক্ষোভ ২ বাগানে

ওদলাবাড়ি ও বানারহাট, ২৭ মার্চ : কোথাও বকেয়া মজুরি। আবার কোথাও সাল ছুটির টাকা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে ফের বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মানাবাড়ি ও চুনাভাটি চা বাগানের শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার মানাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভে শামিল হন। সকালে তাঁরা বাগানের অফিসে গিয়ে ম্যানেজার ইনচার্জের কাছে বকেয়া মজুরি মেটানোর দাবি জানান। এরপরই অফিস ঘেরাও করেন তাঁরা। শ্রমিক রমেশ কুর্মি বলেন, 'বাগানের মালিক শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে টালবাহানা শুরু করেছেন। চারটি পাক্ষিকের মজুরি বকেয়া হওয়ার পর গড়িমসি করে একটা পাক্ষিকের মজুরি দিচ্ছেন। দিনকয়েক যেতে না যেতেই আবার বকেয়া পৌঁছে যাচ্ছে চারটি পাক্ষিকে।'

গত ১২ মার্চ একটি মজুরি পাওয়ার পর বুধবার শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার কথা ছিল। তা দেওয়া হয়নি বলেই এদিন সকালে কাজ বন্ধ রেখে শ্রমিকরা বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, দুর্দশার মধ্যে দিন কাটছে প্রায় সাড়ে চারশো শ্রমিক

মানাবাড়ি চা বাগানের অফিসের সামনে জমায়েত শ্রমিকদের।

পরিবারের। তাই মজুরি না পেলে শ্রমিকরা বাগানের কাজে যোগ দেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অন্যদিকে, মানাবাড়ি চা বাগানের ম্যানেজার ইনচার্জ পবন ছেত্রী বলেন, 'এই বাগানের আর্থিক পরিস্থিতি ভালো নয়। দেরি হলেও আমরা বকেয়া মজুরি দিচ্ছি। আগামী সপ্তাহে শুক্রবারের মধ্যে আবার মজুরি মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে, সকালে বানারহাট ব্লকের চুনাভাটি চা বাগানের শ্রমিকরা কাজে যাওয়ার আগে বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে বিক্ষোভে শামিল হন। ছয় সপ্তাহের বকেয়া মজুরি ও সাল ছুটির টাকার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। ঘণ্টাখানেক বিক্ষোভ দেখিয়ে ফের চা বাগানে কাজে যোগ দেন শ্রমিকরা।

চুনাভাটি চা বাগানের তৃণমূল কংগ্রেস চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সম্পাদক কুমার সিং বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ অ্যান্ড্রিউ ইউল কোম্পানি পরিচালিত এই চা বাগানের শ্রমিকরা মজুরি না পেয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি সমর্থন করি। তবে চা বাগান কর্তৃপক্ষের উচিত তাঁদের দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখা।'

> বাগানের মালিক শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে টালবাহানা শুরু করেছেন। চারটি পাক্ষিকের মজুরি বকেয়া হওয়ার পর গড়িমসি করে একটা পাক্ষিকের মজুরি দিচ্ছেন। দিনকয়েক যেতে না যেতেই আবার বকেয়া পৌঁছে যাচ্ছে চারটি পাক্ষিকে।
>
> **রমেশ কুর্মি**
> *শ্রমিক, মানাবাড়ি বাগান*

ভস্মীভূত দোতলা

ওদলাবাড়ি, ২৭ মার্চ : বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে ভস্মীভূত হল ওদলাবাড়ি বিধানপল্লির একটি বাড়ির দোতলার অংশ। অল্পের জন্য রক্ষা পেল অয়েল ইন্ডিয়া কোম্পানি লিমিটেডের ওদলাবাড়ি রিপিটার স্টেশন।

এদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ রিপিটার স্টেশনের উঁচু দেওয়াল লাগোয়া নির্মলকান্তি ঘোষের বাড়িতে হঠাৎ করেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করে। বাড়িটির নীচতলা পাকা হলেও দোতলার অংশ কাঠের। আগুনের গ্রাসে চলে যায় দোতলা। পাশেই অয়েল ইন্ডিয়া কোম্পানির রিপিটার স্টেশন। স্পর্শকাতর সেই রিপিটার স্টেশনের পাইপলাইন দিয়ে অসমের ডিগবয় থেকে বারাউনি পর্যন্ত তেল সরবরাহ করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ঘন জনবসতিপূর্ণ বিধানপল্লি এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় মাল অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে সোজা অয়েল ইন্ডিয়ার রিপিটার স্টেশনের ভেতরে ঢুকে সেখান থেকেই নির্মলবাবুর বাড়ির আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে দমকলের আরও একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নেভাতে সফল হন দমকলকর্মীরা।

হাতি মেরে সাথি।। *জলদাপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন বনশ্রী বাড়ুই।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ছোট্ট তারা

ধূপগুড়ি বিবেকানন্দ স্কুলের চার বছরের প্রাণশী সরকার এবছর তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় মহকুমা স্তরে গোল্ড মেডেল জিতেছে।

নমশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব

ময়নাগুড়ি, ২৭ মার্চ : অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর ও পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের রানিরহাট এলাকায় নমশূদ্র লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য। এদিন প্রথমে হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এরপর অতিথিবরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু, আইসি সুবল ঘোষ প্রমুখ।

প্রকৃতি পাঠ

ময়নাগুড়ি, ২৭ মার্চ : ময়নাগুড়ি এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের উদ্যোগে বিভিন্ন বয়সি শিশুদের নিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে আপার কুমাইয়ের চাপলেটিগাঁও এলাকায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শুরু হল। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিবিরে ৩৬ জন অংশ নিয়েছেন। শিবিরে পর্বতারোহণ, প্রজাপতি ও পাখি পর্যবেক্ষণ ছাড়াও সাপের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশল শেখানো হবে। শনিবার এই শিবিরে বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা করা হবে।

গৌরীহাট, ঢোলগ্রামে যেন মহাকুম্ভ

অনসূয়া চৌধুরী ও অমিতকুমার রায়

জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ি, ২৭ মার্চ : ছোটখাটো মহাকুম্ভের আমেজ বারুণী স্নানকে ঘিরে। একদিকে গৌরীহাট আর অন্যদিকে ঢোলগ্রাম। এছাড়াও বেরুবাড়ি কর্ণেশ্বরী,

সাতপাকি বারুণীমেলাকে ঘিরে উপচে পড়ে ভিড়। স্নান করে পবিত্র মনে গঙ্গারূপে নদীতে পুজো দিয়ে দই, চিঁড়ে, গুড় খাওয়ার রীতি আজও বজায় রয়েছে। এদিন থেকেই শুরু হয় অর্ধশতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য ঢোলগ্রাম বারুণীমেলা। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢোলগ্রামে যমুনা নদীর তীরে, কালী ও শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে মেলার সূচনা হয়। এদিন সকাল থেকে মস্তক মুণ্ডন করে যমুনা নদীর উত্তরবাহিনী স্রোতে স্নান করে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। কমিটির তরফে নির্মল রায় জানিয়েছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত হয় এখানে।

জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন মোহিতনগর গৌরীহাটে বারুণী স্নানকে ঘিরে বসেছে বিশাল মেলা। শুধু তাই নয়, স্থানীয় মা শ্মশানকালী মন্দিরের তরফে আয়োজন করা হয় বেনারসের গঙ্গা আরতি।

যা দেখতে শহর সহ শহর সংলগ্ন এলাকা থেকে আট-আশি সকলেই ছুটে আসেন। শহরের

বারুণী স্নানে ভিড় গৌরীহাটে।

অন্যান্য জায়গা দিয়ে করলা নদী বয়ে গেলেও কেন গৌরীহাট এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে? এখানে নদী উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়েছে। ভক্তরা গঙ্গারূপে পুজো করেন এই নদীকে। ভক্তদের এও বিশ্বাস এক ডুব দিলেই এক লহমায় পাপ সহ রোগমুক্তি ঘটবে। বৃহস্পতিবার তিথি মেনে উত্তরবঙ্গ তো বটেই দক্ষিণবঙ্গেরও অনেকেই আত্মীয়র বাড়ি এসেছেন শুধুমাত্র বারুণীর স্নান করবেন বলে। এর সঙ্গে অবশ্য উপরি পাওনা বেনারসের গঙ্গা আরতি। কলকাতা থেকে আসা আরতি দেবনাথ বলেন, 'বাবার বাড়ি এখানে।

ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে আসতাম স্নান করতে। এ বছর শ্বশুরবাড়ির অনেকেই এসেছেন স্নান করবেন বলে। মহাকুম্ভে যেতে পারিনি বলে মন খারাপ লাগছিল। কিন্তু এখানে এক ডুব দিতেই শান্তি পেলাম।' গৌরীহাটে বারুণীর স্নান ঘিরে এদিন সকাল থেকেই মেলা বসেছে। চলবে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত। গৌরীহাট বারুণীমেলা কমিটির সভাপতি সঞ্জিত কর্মকার বলেন, 'প্রায় ৩ হাজার স্টল বসেছে মেলায়। ১২টির মতো সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। আশা করছি প্রশাসনের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে মেলা সম্পন্ন করতে পারব প্রতি বছরের মতো।' দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাতকুড়া এলাকায় শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সাতপাকি বারুণীমেলার সূচনা হয়।

কুরুম নদীর উত্তরা স্রোতে স্নানকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়েছে। নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পূর্ব লালবাজারপাড়া এলাকায় যমুনা নদীর তীরে কর্ণেশ্বরী বারুণীমেলাকে ঘিরে একই উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়।

যাত্রী প্রতীক্ষালয় নেই দশদরগায়

বেলাকোবা, ২৭ মার্চ : বিস্ময়কর হলেও সত্যি, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মধ্যে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সদাব্যস্ত দশদরগায় এতদিনেও যাত্রী প্রতীক্ষালয় হয়নি! অথচ শুধু লোকাল নয়, দূরপাল্লার যাত্রীদের বাসে উঠতে হয় এই মোড় থেকেই। বাস স্টপ থাকলেও যাত্রী প্রতীক্ষালয় করার কথা কখনও বোধহয় কারও মনেই হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার প্রশাসনকে সমস্যাটি জানালেও শুধু আশ্বাস মিলেছে, কাজ কিছু হয়নি।

ফলে ভোগান্তির শেষ নেই যাত্রীদের। বিশেষ করে শিশু কোলে মায়েদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। কলেজ পড়ুয়াদের একই সমস্যা। প্রচণ্ড গরম অথবা প্রবল বৃষ্টিতে সমস্যা আরও বাড়ে। কিন্তু প্রতিকার করবে কে? বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূর্ণিমা রায় কার্যত হাত তুলে দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, জাতীয় সড়ক এলাকা বলে ওখানে পঞ্চায়েত কিছু করতে পারছে না। তিনি শুধু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে বলতে পারেন মাত্র। চিঠি লিখবেন বলে আশ্বাস পাওয়া গেল তাঁর কাছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ার আদিত্য আমন অবশ্য বলেন, এলাকাবাসী প্রোজেক্ট ডিরেক্টরের কাছে আবেদন জানালে প্রতীক্ষালয় তৈরির জন্য পদক্ষেপ করা যাবে। অথচ তৃণমূলের বেলাকোবা অঞ্চল সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস জানিয়েছেন, যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের দাবি আগে তাঁরা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের জানিয়েছিলেন। ওই দাবিতে পথ অবরোধও করা হয়েছিল। আশ্বাস মিললেও কাজ হয়নি। শীঘ্র এই সমস্যা না মিটলে এলাকার মানুষ এরপর আন্দোলনে নামবেন বলে হুমকি দেন দেবাশিস।

একদিকে, মাল ব্লকে নদীর গতিপথ আটকেছে চা বাগানের সেচপ্রকল্প। ফলে, টান ধরছে নদীর জল ভাণ্ডারে। অন্যদিকে কয়েকবছর আগে পিএইচইর তরফে নলবাহিত পানীয় জলপ্রকল্পে কল বসানো হলেও জল পান না ময়নাগুড়ি ব্যাংকান্দির তিন হাজার বাসিন্দা। গরমকালে ফের সেই জলসংকট ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায়।

কালীখোলা নদী থেকে অবৈধভাবে জল তুলে সেচের কাজ চা বাগানে। -সংবাদচিত্র

চৈত্রের শুরুতেই মালে জলসংকট

মালবাজার, ২৭ মার্চ : চৈত্রের শুরুতে হাঁসফাঁস করছে ডুয়ার্স। একই হাল মালবাজার ব্লকেও। বহু জায়গায় মানুষ জলসংকটে ভুগছেন। এখন নদীগুলি থেকে জল নিয়ে চা বাগানে সেচের কাজ চালানো হচ্ছে। ফলে, টান ধরছে নদীর জল ভাণ্ডারে।

মাল ব্লকের মাল, কুমলাই নদীতে জল থাকায় তেশিমলা, কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে জলের তেমন আকাল নেই। তবে মাল পুরসভার ১, ২, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে জলসংকট দেখা দিয়েছে। শহরের উঁচু এলাকা অর্থাৎ ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বহু বাড়ির কুয়োর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলত, নিত্যদিনের কাজে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয়দের। আম্রুত প্রকল্পে মাল শহরে পানীয় জল সরবরাহের চেষ্টা করছে পুরসভা। প্রথম স্তরের কাজ শেষ হলেও দ্বিতীয় স্তরের কাজ এখনও বাকি। বহু রাস্তার পাশে, ফাঁকা মাঠে পড়ে রয়েছে ওই প্রকল্পের লোহার পাইপ। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে তৈরি হয়েছে রিজার্ভার। কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলস্তর ওঠানামা করায় জল তুলতে বেগ পেতে হচ্ছে। সম্প্রতি ১ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভা থেকে জলের ট্যাংক পাঠাতে হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি সমস্যা রয়েছে ডামডিম ও ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে। প্রথম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ডামডিম, খাগড়াবস্তিতে সংকট প্রবল। দক্ষিণ ওদলাবাড়ি, দেবীপাড়া, চেল কলোনি, ডিপোপাড়া, নীচ ডামডিমও সংকটমুক্ত নয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জলকষ্ট শুরু হয়েছে। আমরা চাই, ঠিকভাবে জল সরবরাহ হোক। এ সময় জনপ্রতিনিধি বা নেতাদের দেখা যাচ্ছে না। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির কথায়, 'পানীয় জলের সংকট স্থায়ীভাবে মেটানোর জন্য আম্রুত প্রকল্পের কাজ চলছে। আশা করছি, শীঘ্রই কাজ শেষ হবে।' এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের মাল ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অভিষেক মালাকার বলেন, 'ওদলাবাড়িতে পানীয় জল প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে। কুমলাই, ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতেও কাজ হয়েছে।'

এই সংকটের প্রধান কারণ, মাল ব্লকের নদীগুলি থেকে অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর উত্তোলন। আর্থমুভার দিয়ে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক নদী থেকে বালি-পাথর তোলা হয়। এর প্রভাবে অদূরভবিষ্যতে বর্ষায় নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমবে। এজন্য নামছে ভূগর্ভস্থ জলস্তরও। গত বছরের মতো চলতি বছরও জলকষ্টে ভুগতে চলেছে ওদলাবাড়ি। কালীখোলা নদীর গতিপথ আটকে সেই জল দিয়ে চলছে রানিচেরা চা বাগানের সেচের কাজ। পরিবেশ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এভাবেই চলছে প্রাকৃতিক জল অপচয়। গতিপথ আটকে দেওয়ায় মূল নদী ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে। এই নদীর ওপর ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশকিছু এলাকা নির্ভরশীল। এই বিষয়ে রানিচেরা চা বাগানের সিনিয়র ম্যানেজার বলদীপ সিং বাজোয়া বলেন, 'কখনওই বেআইনিভাবে নদীর গতিপথ আটকানো হয়নি। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

এ প্রসঙ্গে মালের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস বলেন, 'বেশকিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জলের রিজার্ভার তৈরি করা হয়েছে। রানিচেরা চা বাগানের নদীর গতিপথ আটকানোর বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

এ ব্যাপারে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সৈকত দাস বলেন, 'সবার চোখের সামনে রানিচেরা বাগান বেআইনি কাজ করছে, তবুও প্রশাসন উদাসীন। এভাবে নদীর গতিপথ বদলের অনুমতি কে দিল?' বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দীর কথায়, 'ডুয়ার্সে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, বেআইনিভাবে গাছ চুরি চলছে। নদীর উপর নির্যাতন চলছে। এসবেরই প্রতিফলন এমন জলকষ্ট।'

বিপন্ন জীবন

- মাল, ওদলাবাড়ি নদীগুলি থেকে অবাধে চলছে বালি ও পাথর তোলা
- ভবিষ্যতে বর্ষায় নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমবে
- কালীখোলার গতিপথ আটকে চলছে রানিচেরা চা বাগানের সেচ
- পরিবেশ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এমন কাজ চলছে
- গতিপথ আটকানোয় মূল নদী ক্রমশ শুকিয়ে যেতে বসেছে

তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৭ মার্চ : এলাকার বেশিরভাগ কুয়োর জল ঘোলা। তাই কয়েকবছর আগে পিএইচইর তরফে নলবাহিত পানীয় জলপ্রকল্পে কল বসানো হলে জলকষ্ট দূর হবে বলে আশা করেছিলেন ব্যাংকান্দির বাসিন্দারা। তবে কোথায় কী? এলাকার অধিকাংশ বাড়িতে জলই আসেনি বলে অভিযোগ। গরমকালে ফের সেই জলসংকটে পড়তে হবে ভেবে ক্ষুব্ধ তাঁরা। তাই বৃহস্পতিবার সকালে ঘটি, বালতি নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা পরিতোষ রায়ের বাড়ির সামনে হাজির হন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিক্ষোভও দেখান। ওই নেতার বাড়িতেই জলপ্রকল্পে কল বসানো হয়েছে। এদিন বাসিন্দাদের আওয়াজ শুনতে পেয়ে তিনি বেরিয়ে এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। স্থানীয় বাসিন্দা রিংকু দাসের কথায়, 'তীব্র জলসংকটের মুখে আমরা। কল বসানো হলেও তিন বছরে জল পাইনি। কতদিন আর এভাবে চলবে?' পরে যদিও নেতার আশ্বাসে বাসিন্দারা বিক্ষোভ তুলে নেন।

এদিকে, ওই প্রকল্পের জন্য ভালভ অপারেটর না থাকায় সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইএনটিটিইউসির ময়নাগুড়ি-১ ব্লক সভাপতি পরিতোষ। যদিও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পঙ্কজ রায় বলেন, 'সেখানে যিনি পাম্প অপারেটরের দায়িত্বে আছেন, তিনিই ভালভ সামলানোর কাজ করবেন। কথাবার্তা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্যা মিটে যাবে।'

তিন বছর আগে ওই জলপ্রকল্প চালু করা হয়েছিল। ব্যাংকান্দির কইমারির টারি, কলাখাওয়ার টারি, ফতুয়ার টারি, ডেগরমামার বাড়ি, পূর্বপাড়া এবং আলসিয়ার মোড় কলোনির চার হাজার পরিবারের ওই পানীয় জলপ্রকল্প থেকে পরিষেবা পাওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে মাত্র তিরিশ শতাংশ পরিবার পরিষেবার আওতায় রয়েছে। বাকিদের বাড়িতে কল থাকলেও জল আসে না। বাসিন্দা হরিপদ রায় বলেন, 'কুয়ো নেই অধিকাংশ বাড়িতেই। যাও আছে তাতে আবার ঘোলাজল। খাওয়া তো দূরের কথা বাড়ির কাজও করা সম্ভব নয় সেই জল দিয়ে। এত জল কিনে খাওয়াও সম্ভব নয়।'

এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে এদিন ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া ব্যাংকান্দির ডেগরামারা বাড়ির বাসিন্দারা নেতার বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। পরিতোষ বলেন, 'মানুষের সমস্যা হলে কথা বলতে আসতেই পারেন। তাতে কোনও বাধা নেই। সকলকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। আশা করছি তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হবে।'

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নীলিমা রায়। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পানীয় জল অমিল। তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ স্থানীয়দের।

মেরামতে খুশি স্থানীয়রা

মালবাজার, ২৭ মার্চ : ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের গুরজং মোড়ের ভাঙাচোরা কালভার্টটি মেরামত করল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কালভার্ট মেরামতির কাজ শুরু হয়। কাজের ফলে খুশি স্থানীয়রা। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিক কিংশুক শ্যামল বলেন, গুরজং মোড়ের কালভার্টের ভাঙা অংশটি মেরামত করা হয়েছে। রাস্তার আরও কিছু সংকীর্ণ কালভার্ট ও ছোট সেতুকে চওড়া করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

ধর্না

ময়নাগুড়ি, ২৭ মার্চ : বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসল এক তরুণী। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটপট্টি পাহাড়পুর এলাকার ঘটনা। ওই তরুণীর বাড়ি খয়েরখাল এলাকায়। তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'তিন বছর ধরে ওই তরুণের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগে অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়।' তরুণীর সংযোজন, 'বিষয়টি জানতে পেরে এদিন সকাল থেকে ধর্নায় বসতে বাধ্য হই। বিয়ে না করা পর্যন্ত ধর্না চালিয়ে যাব। প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হব।'

পুলিশ পিকেট

রাজগঞ্জ, ২৭ মার্চ : মঙ্গলবার রাতে জমি থেকে আলু তুলে নিয়ে আসাকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। তবে তারপর নতুন করে ওই দুটি পরিবারের মধ্যে আর কোনও গোলমাল হয়নি। এলাকায় এখন চাপা উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট রয়েছে। ঘটনায় নতুন করে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে, দুই পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছে রাজনৈতিক নেতৃত্বও।

কাল্পনিক মন্দির

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : বাসন্তীপুজোর মণ্ডপসজ্জার কাজ চলছে। জলপাইগুড়ির অশোকনগর সর্বজনীন বাসন্তীপুজো কমিটির পরিচালনায় অশোকনগর বন্ধু সমিতির পুজো এবার ২১তম বর্ষে পদার্পণ করল। পুজোর বাজেট ২.৫ লক্ষ টাকা। প্যান্ডেলে থাকছে কাল্পনিক মন্দির যা ধূপগুড়ির শিল্পীরা তৈরি করেছেন বলে জানান উদ্যোক্তারা।

অগ্নি নিরাপত্তা তলানিতে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৭ মার্চ : ফুরসত পেলেই ঘুরে আসা যায়। মন খুলে শ্বাস নেওয়া যায় লাটাগুড়ির জঙ্গলে। কিন্তু সেখানে বেড়াতে গিয়ে যে সকল রিসর্টে পর্যটকরা থাকছেন সেগুলি কিন্তু একেবারেই বিপন্মুক্ত নয়। লাটাগুড়ির অধিকাংশ রিসর্টে নেই অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। রিসর্টের মালিকদের কাছে ফায়ার লাইসেন্স দেখতে চাইলেও আমতা আমতা করেন। বড় কোনও অগ্নিকাণ্ড ঘটলে পর্যটকদের নিরাপত্তা কোথায় থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন প্রশাসন থেকে দমকল বিভাগও। ফায়ার লাইসেন্স না থাকা নিয়ে জমি লিজের সমস্যার কথা জানিয়েছেন রিসর্ট মালিকরা। ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন জানিয়েছেন, অগ্নিনির্বাপণের লাইসেন্স যে সমস্ত রিসর্টের নেই সেগুলো খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রিসর্টের তালিকা করে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে চাইছে দমকল বিভাগ। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে ব্লক প্রশাসনও। জলপাইগুড়ি দমকল বিভাগের আধিকারিক রামেশ্বর পান্ডে জানিয়েছেন, কয়েকজন রিসর্টের মালিক ইতিমধ্যে ফায়ার লাইসেন্স করেছেন। অনেকে লাইসেন্সের জন্য আবেদনও করে রেখেছেন। তিনি বললেন, 'অধিকাংশ রিসর্টের ফায়ার লাইসেন্স না থাকার খবরটি আমাদের কাছে উদ্বেগের। যে সকল রিসর্টে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই সেগুলির তালিকা তৈরি করে মালিকদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

ছোট-বড় মিলে লাটাগুড়ি ও আশপাশের এলাকায় রিসর্টের সংখ্যা সত্তরের ওপর। সেগুলির মধ্যে বেশিরভাগ রিসর্টের কোনও ফায়ার লাইসেন্স না থাকার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি অনেক রিসর্টে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাটুকুও নেই। লাটাগুড়ির রিসর্টে এখনও পর্যন্ত তেমন বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। তবে ছোটখাটো অগ্নিকাণ্ডের উদাহরণ রয়েছে। গত মার্চ মাসে লাটাগুড়ি বাজার লাগোয়া লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টের পরিত্যক্ত কটেজে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে কটেজটি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়। এর আগেও লাটাগুড়িতে পর্যটকদের আবাসস্থলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে।

২০১৯ সালে একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত হয় লাটাগুড়ির পূর্ত দপ্তরের ইনস্পেকশন বাংলো। সেই ঘটনায় ১ জনের মৃত্যু ও ১ জন গুরুতর আহত হন। তাই আগামীতে যে কোনও সময় রিসর্টে আগুন লাগলে তা যাতে সহজে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় তার ব্যবস্থা করতে চায় প্রশাসন। রিসর্টের মালিকদের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় জোর দিতে বলা হচ্ছে।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের কথায়, 'লাটাগুড়ির বেশ কয়েকটি রিসর্টে জমির লিজ নিয়ে সমস্যা রয়েছে। সেই কারণেই ফায়ার লাইসেন্স তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তবে বেশিরভাগ রিসর্টেই অগ্নিনির্বাপণের প্রাথমিক ব্যবস্থা রয়েছে।'

চিন্তার কারণ

- লাটাগুড়িতে ছোট-বড় মিলিয়ে ৭০টির বেশি রিসর্ট রয়েছে
- রিসর্টগুলিতে প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র না থাকার অভিযোগ
- অগ্নিকাণ্ড ঘটলে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা
- ২০১৯ সালে লাটাগুড়ির পূর্ত দপ্তরের ইনস্পেকশন বাংলোয় অগ্নিকাণ্ডে একজনের মৃত্যু

প্রতারণার শিকার তরুণী

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করতেই ৮৯০০ টাকা খোয়াতে হল এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাঙ্গাসাহেববাড়ি এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণী প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছে। ওই তরুণী জানায়, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেখে সেখানে ২৪ মার্চ ফোন করেছিলাম। প্রথমে ৬০০ টাকা চাইলে অনলাইনে সেই টাকা দিই। পরের দিন ফোন করে জানানো হয়, জিনিসগুলো আটকে আছে। তাই ৪ হাজার টাকা দিতে হবে। প্রথমে সেই টাকা দিতে না চাওয়ায় হুমকি দেওয়া হয়। তারপর সেই টাকাও দিয়ে দিই। ফের ফোন করে নানা অছিলায় ১৫০, ৪১৫০ টাকা চায় ওরা। টাকা না দিলে কেস করার হুমকি দেয়। ভয়ে সেই টাকা দিয়ে দিই।'

ঝুলন্ত দেহ

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। কোতোয়ালি থানার রানিনগর শিল্প বিকাশ কেন্দ্র এলাকার ঘটনা। মৃত ওই ব্যক্তির নাম সৌমেন বর্মন (২৮)। বুধবার তাঁকে পরিবারের লোকেরা ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পান। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানিয়ে দেন।

শিলান্যাস

গয়েরকাটা, ২৭ মার্চ : বানারহাট ব্লকে দুরামারিতে কমিউনিটি হলের শিলান্যাস হল বৃহস্পতিবার। শিলান্যাস করলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক ডঃ নির্মলচন্দ্র রায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে দুরামারি চন্দ্রকান্ত হাইস্কুলের জমিতে ওই কমিউনিটি হলটি তৈরি করা হবে। বিধায়ক বলেন, 'দ্রুত কাজটি শুরু হবে। কমিউনিটি হলটি হয়ে গেলে এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন।'

১০ বছর ধরে ভাঙা কালভার্ট বসুনিয়াপাড়ায়

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ২৭ মার্চ : এক দশকের বেশি সময় ধরে কালভার্ট ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগ, নদী পারাপারের দুর্ভোগ মেটাতে তা সংস্কারের বিন্দুমাত্র উদ্যোগ নেই স্থানীয় প্রশাসনের। ফলে বেজায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। ভাঙা কালভার্টের সঙ্গে সাঁকো জোড়া লাগিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে নদী পারাপার। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বসুনিয়াপাড়ায় রয়েছে কালভার্টটি।

প্রায় ১১ বছর আগে অতিবর্ষণে শৌলা নদীর ওপর থাকা দীর্ঘ কালভার্টটির একাংশ ভেঙে গিয়েছিল। তারপর থেকে একই অবস্থায় তা পড়ে রয়েছে। অবিলম্বে বেহাল কালভার্ট সংস্কার করা না হলে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন বাসিন্দাদের একাংশ। এদিকে প্রতি বছর প্রবল বর্ষণে ভাঙা কালভার্টটির বিভিন্ন অংশ ভেঙে ভেসে যাচ্ছে। সেই পথেই কোনওরকমে যাতায়াত করছেন বাসিন্দারা। বর্তমানে ওই পথে সমস্তরকম যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে উৎপাদিত কৃষিজ ফসল বাইরে নিয়ে যেতে কিংবা গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে তখন চরম বিপাকে পড়তে হচ্ছে গ্রামবাসীকে।

এলাকার বাসিন্দা পিনাকীরঞ্জন রায়, প্রদীপ অধিকারীরা জানান, কালভার্ট ভেঙে যাওয়ায় অনুপম কলোনি, নেকিপাড়া, প্রধানপাড়া, বন্ধুপাড়া সহ সংলগ্ন এলাকার সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কালভার্ট সংস্কারের জন্য বারবার গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, এসজেডিএ সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও লাভ হয়নি।

গ্রামবাসীর দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপ দাস বলেন, 'আমাদের তরফে ওই কালভার্ট নতুন করে তৈরি করার মতো অর্থ নেই। সেজন্য জেলা পরিষদ ও এসজেডিএকে লিখিত জানানো হয়েছে। আশ্বাস মিলেছে।'

আগুন নেভালেন বনকর্মীরা

চালসা, ২৭ মার্চ : বুধবার রাতে চালসা রেঞ্জের খরিয়ার বন্দর জঙ্গলে ঝরাপাতায় আগুন লাগে। পরে পরিবেশপ্রেমী ও বনকর্মীদের যৌথ উদ্যোগে সেই আগুন নেভানো হয়। জানা যায়, ওই দিন রাতে বাড়ি ফেরার পথে খরিয়ার বন্দর জঙ্গলে আগুন লাগার বিষয়টি প্রথমে জানতে পারেন পরিবেশপ্রেমী তানিয়া হক ও মাজাহার হোসেন। খবর দেওয়া হয় চালসা রেঞ্জের বনকর্মীদের। বনকর্মীরা এলে পরিবেশপ্রেমীদের যৌথ সহযোগিতায় সেই আগুন নেভানো হয়। দিনকয়েক আগেও খরিয়ার বন্দর জঙ্গলে আগুন লাগে। শুখা মরশুমে জঙ্গলের ঝরাপাতায় আগুন লাগার ফলে কীটপতঙ্গ, গাছপালা সহ বন্যপ্রাণীদেরও ক্ষতির আশঙ্কা থাকছে। অযথা যাতে জঙ্গলে কেউ আগুন না লাগায় সেই বিষয়ে জনগণকে সচেতন থাকার আহ্বান জানায় বন দপ্তর।

কোথাও যবনিকা, কোথাও নতুন আতঙ্ক

নাগরাকাটা ও ধূপগুড়ি, ২৭ মার্চ : আতঙ্কের একটি পর্বে যবনিকা পড়ল নাগরাকাটার কাঁঠালধুরা চা বাগানে। সেখানে ত্রাস হয়ে ওঠা পূর্ণবয়স্ক মর্দা চিতাবাঘ ধরা পড়ল বন দপ্তরের পেতে রাখা খাঁচায়। অন্যদিকে, দিনদুপুরে চিতাবাঘের আতঙ্ক ধূপগুড়ি ব্লকের শালবাড়ি এলাকায়। বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ছোট চা বাগানে চিতাবাঘ দেখতে পাওয়া যায় বলে দাবি বাসিন্দাদের। বনকর্মীরা অবশ্য সেই সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, সেটি সম্ভবত কোনও পূর্ণবয়স্ক বনবিড়াল।

এদিন ভোরে কাঁঠালধুরা চা বাগানের ১৬ নম্বর সেকশনে চিতাবাঘটি ছাগলের টোপে বন্দি হয়। টের পেয়ে আশপাশের শ্রমিকরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরকে। বনকর্মীরা এসে খাঁচা সহ চিতাবাঘটিকে নিয়ে যান। বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'চিতাবাঘটিকে এদিনই জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।' স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই বাগানে চিতাবাঘের উপদ্রব চলছে। বাগানের ম্যানেজার প্রদীপকুমার বিশ্বাস বলেন, 'শ্রমিকরা দিনকয়েক আগে কৃত্রিম সেচের কাজের সময় একসঙ্গে তিনটি চিতাবাঘ দেখতে পান। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে বন দপ্তরকে খবর দিই।' ওই বাগানের শ্রমিক উপন্তি এক্কা, রাধিকা ওরাওঁ, নন্দিনী সিং বলেন, 'একটি ধরা পড়েছে। তবে আরও অন্তত দু-তিনটি রয়ে গেল। সেগুলিকে নিজের চোখেই দেখেছি। আতঙ্ক তাই কাটছে না।'

অন্যদিকে, দ্বিতীয় ঘটনাটির ক্ষেত্রে বনকর্মীরা পায়ের ছাপ এবং অন্য সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে স্পষ্ট করেন যে ওটা চিতাবাঘ নয়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পারমিতা রায় সরকার বলেন, 'ঘটনাটি শোনার পরেই পুলিশ ও বন দপ্তরকে জানানো হয়। তারাই বাকিটা বলতে পারবে। তবে দুপুর থেকে রাত গড়াতেই চিতাবাঘের আতঙ্ক অনেকটাই কেটে গিয়েছে। যদিও বনকর্মীরা সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।' স্থানীয় ব্যবসায়ী ফণী সরকার জানিয়েছেন, চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়ালেও বনকর্মীরা দেখার পর সেই আতঙ্ক কেটেছে। একটু হলেও স্বস্তি পেয়েছেন বাসিন্দারা।

খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। বৃহস্পতিবার নাগরাকাটার কাঁঠালধুরা চা বাগানে।

সৌরভের স্কুল নিয়ে বিতর্কে এসজেডিএ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : যাঁর আমলে জমি নেওয়া হয়েছিল সেই অশোক ভট্টাচার্য বলছেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে জানিয়েছিলেন, শিলিগুড়ির হিমাঞ্চল বিহারে তিনি আর স্কুল তৈরিতে আগ্রহী নন। এসজেডিএ-র শেষ বোর্ডের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, ওই স্কুলের জন্য নেওয়া জমির লিজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামেই রয়েছে। এসজেডিএ-র দুই প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কথায় মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহারে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্যাপ্টেনের স্কুল নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে। প্রশ্ন উঠছে, ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে শিল্পপতি হয়ে ওঠা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্কুলের জমি নিয়ে এসজেডিএ-র বর্তমান অবস্থান কী? এসজেডিএ-র কার্যনির্বাহী আধিকারিক অর্চনা ওয়াংখেড়েকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের তরফেও এর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

শিলিগুড়ির হিমাঞ্চল বিহারে অসমাপ্ত সেই ভবন।

টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শালবনিতে ইস্পাত কারখানা তৈরির কথা ঘোষণার পর রাজ্য রাজনীতিতে তা নিয়ে কম চর্চা হয়নি। কবে সেই কারখানা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আর সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, শিলিগুড়ির হিমাঞ্চল বিহারে ঢাকঢোল পিটিয়ে যে স্কুল করার কথা সৌরভ বলেছিলেন, সেই প্রকল্প বর্তমানে বিশবাঁও জলে। ছয় বছরের বেশি সময় ধরে স্কুল ভবন নির্মাণের কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গোটা এলাকা আগাছায় ভরেছে।

বাম আমলে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) তৎকালীন চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য হিমাঞ্চল বিহারে সৌরভকে স্কুল করার জন্য জায়গাটি পাইয়ে দিয়েছিলেন। ৩ একরের কিছু বেশি ওই জমিতে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর কাজও শুরু হয়। বেশ কয়েকবার সৌরভ এসে স্কুলের কাজ দেখে গিয়েছিলেন বলেও খবর। কিন্তু ২০১৯ সালে হঠাৎ করে সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্কুলের চারতলার ঢালাই হয়ে রয়েছে। ইটের গাঁথনি অনেকটা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কার্যত পরিত্যক্ত থাকা ওই জায়গা এখন নেশার আসরে পরিণত হয়ে রয়েছে। অশোকের কথায়, 'স্কুলের কাজ শুরু হওয়ার বিষয়টি নিয়ে সৌরভের সঙ্গে কথা হয়েছিল। কিন্তু স্কুল সে করবে না বলে সেই সময় জানিয়েছিল। পরে কী হয়েছে তা নিয়ে আর কথা হয়নি।'

প্রকল্প না করায় রাজ্য সরকার অনেক জমি এর আগে শিল্পপতিদের কাছ থেকে ফেরত নিয়েছে। সেখানে সৌরভের থেকে কি জমিটি ফেরত নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এসজেডিএ-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর কথায়, 'খোঁজ নিয়ে জেনেছি এখনও পর্যন্ত জমিটি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে লিজে রয়েছে। তবে স্কুল নিয়ে তাঁর কী পরিকল্পনা রয়েছে তা জানা নেই।'

বিজেপির বিধানসভায় পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'সৌরভের স্কুল বা কারখানা কিছুই বাস্তবে দেখা যায়নি। এবিষয়ে সৌরভের নিজের ভাবা দরকার।'

সৌরভের ওই স্কুলের জায়গার পাশে একটি বেসরকারি সংস্থা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। হিমাঞ্চল বিহার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য বিভূতিকুমার ঠাকুর বলেন, 'স্কুলটি হলে জমজমাট হত।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 37D 64962 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "যেহেতু আমার সমস্ত বোঝা সরে গেছে আমি স্বস্তির এক অনুভূতি পাচ্ছি। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কারণে। আমাকে একজন কোটিপতি বানানোর জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা ডলি কেওরা - কে 29.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩০৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৪ চৈত্র ১৪৩১

পদ্মাপারে গণতন্ত্র

সংবিধানে যাই থাকুক, বাংলাদেশে গণতন্ত্র নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন ছিল। শেখ হাসিনার দীর্ঘ দেড় দশকের শাসনে প্রশ্নটা আরও তীব্র হয়। ভোট, সংসদীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকলেও গণতন্ত্রের মূল শর্তগুলি লঙ্ঘিত হচ্ছিল। পদদলিত হচ্ছিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নির্বিঘ্নে রাজনৈতিক তৎপরতার পরিসর। নানা কায়দায়, হয় সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ অথবা ভয় বা লোভ দেখিয়ে সংবাদমাধ্যমকে বশে রাখার প্রয়াস ছিল সর্বাত্মক। হাসিনা সরকারের পতনেও সেই পরিস্থিতি আমূল বদলায়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশ বেশ কয়েকবার সেনা শাসনের আওতাতেও ছিল। আবার নির্বাচিত সরকার যে দলেরই থাকুক না কেন, একনায়কতন্ত্রের ছোঁয়া অনুভব করা গিয়েছে বারবার। ফলে সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রের শর্ত ও মূল স্তম্ভগুলি বাংলাদেশে কখনও ঠিকঠাক বিকশিত হতে পারেনি। শাসনব্যবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক থাকায়, রাজনৈতিক দলগুলির সাধারণ নেতা-কর্মীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা তৈরিতে খামতি থেকে গিয়েছে। যার প্রভাব জনসাধারণের একাংশের মধ্যেও প্রকট ছিল।

রাতারাতি এই ঝোঁকের মূল উৎপাটন সহজ নয়। গণতন্ত্রের যেখানে যথোপযুক্ত অনুশীলন হয়নি, সেখানে মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদির নিশ্চয়তা আশা করা যায় না। গতবছরের জুলাই অভ্যুত্থানে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা বৈষম্য বিরোধিতার ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বিরোধিতা যদি শুধু শিক্ষা বা কর্মসংস্থানে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আটকে থাকে, তবে মূল বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাবে। নতুন বাংলাদেশ গঠনের ডাক দিলেই হবে না, নতুন অ্যাজেন্ডাগুলি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

দেশের ৫৫তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস কিছু আশার বাণী শুনিয়েছেন। দাবি করেছেন, যে নির্বাচন তিনি করাতে চান, তা হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাধিক অবাধ ও সুষ্ঠু। কিন্তু তাঁর সরকারের সমর্থক ও নিয়ন্ত্রক দলের ভাবনায় অবাধ গণতান্ত্রিক পরিসরের ভাবনাটিই নেই। আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার দাবি সে কারণেই।

অথচ আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ দল নয়। যে যুক্তিতে দলটিকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠছে, সেই একই যুক্তি বিএনপি সম্পর্কেও তোলা উচিত। কেননা, খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্বে বিএনপি'র শাসনেও গণতান্ত্রিক পরিসর মারাত্মকভাবে সংকুচিত করা হয়েছিল। বিরোধীদের প্রতি প্রতিহিংসা, প্রতিশোধপরায়ণতায় আওয়ামি লিগ ও বিএনপি'র চরিত্রে মূলগত ফারাক করা যায় না। দুই দলের শাসনে সেটা প্রমাণিত হয়েছে বারবার।

সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতাকে জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে একসারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মূল জায়গায় আঘাত করছে। এতে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন, মুজিবুর রহমানের অবদান ইত্যাদির শিকড় ধরে টান দেওয়া হচ্ছে। জুলাই অভ্যুত্থানকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে দাবি তোলার মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রবণতা স্পষ্ট। ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সে দেশের তথ্য মন্ত্রণালয়ের তৈরি তথ্যচিত্রে মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারণ পর্যন্ত করা হয়নি।

ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিযোদ্ধার তকমা কেড়ে মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক বলার মধ্যে তাঁর অবদানকে অস্বীকার করার মনোভাব বেআব্রু হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন জাতির উদ্দেশে ভাষণেও মুজিবুরের নাম উচ্চারণ করেননি ইউনূস। মুজিবুরের শাসনকাল বা গণতান্ত্রিক পরিসর নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। তাতে অন্যায় নেই। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর ভূমিকাকে অস্বীকার করার অর্থ দেশের ইতিহাসকেই বিকৃত করা।

বিএনপি অবশ্য অন্তত স্বাধীনতার মূল ইতিহাসে অনড় থাকার পক্ষপাতী। কিন্তু অন্য দলগুলির বেশ কয়েকটি স্বাধীনতার শিকড় ধরে নাড়ানাড়ি করছে। আওয়ামি লিগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার মানসিকতা একেবারেই গণতন্ত্র সম্মত নয়। বরং আওয়ামি লিগকে মুছে ফেলতে হলে তা ভোটের মাধ্যমে করা উচিত। সেই ভার কোনও রাজনৈতিক দলের হতে পারে না। দায়িত্বটা জনগণের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাতে বরং রক্ষা পাবে গণতন্ত্র।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও, হেয়কে পুজো কর, তোমার অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই থাকিবে না। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

বাঙালি মুসলিম কন্যার ইদের ভাবনা

ইদের আনন্দ সবার, তবে পরিশ্রমের সিংহভাগ মেয়েদের। পারিবারিক পরিচয়ের আড়ালেই আজও আছেন মেয়েরা।

রুবাইয়া জুঁই

অরিন্দম বাগ

ইদ একেকজনের কাছে একেকরকম, অনেকটা জীবনকে দেখার মতোই। সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়ে যে লাল-কালো ঢেউ খেলানো ফ্রকটা বাবা নিয়ে এসেছিল, সেই ফ্রকের নাম দিয়েছিলাম 'ইদ ফ্রক'। কারণ ঠিক ইদের আগের দিনই অচেনা অতিথির মতো সেটি হাজির হয়েছিল আমাদের বাড়ি। ওই ইদ ফ্রক পরে একটা বছর পাঁচেকের বাচ্চা মেয়ে বাবার আঙুল ধরে ইদের মাঠে যায়।

তখনও এত জাঁকজমক কিংবা এত বৈরিতা কিছুই ছোঁয়নি সমাজকে। সাদামাঠা একটা ভাঙাচোরা বাঁশের বেড়ার মসজিদ। ঘাসের উপর বড় একটা ত্রিপল পাতা। সামনে সুবিস্তৃত মাঠ। সবুজ ঘাসের ওপর মানুষের নিত্যযাতায়াতের ছাপ। ইদ এলেই নীল, লাল, কমলা, সাদা, সবুজ সব রঙের ছোট ছোট কাগজের নকশায় সেজে ওঠে ইদগাহ, মসজিদের সামনের সেই প্রাচীন মাঠ।

ইদের মাঠে প্রতিবছর জিলিপির দোকান দিতেন নিমাই কাকা, ঠিক তার পাশেই মোতালেব চাচা আর শিবেন দাদুর পাঁপড়-চপ-সিঙ্গাড়ার দোকান। সেসব ঠোঙায় ভরে রওনা দিতাম বাড়ির পথে। ফিরতি পথে শত্রু-মিত্র সকলের সঙ্গে বাবার কোলাকুলি।

বাড়িতে একে একে এসে পড়েছে মিষ্টু, অণিমা, ফিরোজারা। ইদের লাচ্ছা সেমাইয়ে ম-ম করছে গোটা বাড়ি। এ বাড়ি ও বাড়ি যাতায়াত, আদানপ্রদান চলছে। বসন্তের মিষ্টি বাতাস এসে বাগানের টগরফুলগুলো ছুঁয়ে যায়। কচিকাঁচারা সাদা পাঞ্জাবি পরে পাড়াময় ঘুরে বেড়ায়, যেন সারা পাড়াটাই আতর গন্ধের টগর বাগান। কোনও জমকালো আয়োজন না করেও কেমন যেন একটা উৎসব উৎসব গন্ধ। ছোটমামা ব্যাগ ভর্তি খুশি নিয়ে আসেন ইদের বিকেলে। তখন থেকেই অনুভব করি ছোটমামা মানেই ইদ, ছোটমামা মানেই ব্যাগ ভর্তি খুশি।

তবে ইদ মানে কি শুধুই খুশি! না, এর অন্য রূপও আছে। রূপকথার গল্পে রাক্ষস আসার মতো। একটু বড় হতেই বুঝলাম, ইদের ঠিক পরদিন স্কুলে গেলে অনেক পরিচিত মুখ বদলে যায়। পরিচিত চোখগুলো ইঙ্গিতে কত শব্দ চালাচালি করে। পুরো বেঞ্চটা ফাঁকা পড়ে থাকে। একঘর লোকের মধ্যেও নিঃসঙ্গতায় শ্বাস নেয় বাঙালি মুসলমানের কন্যা।

মেঘ ছেয়ে যায়। ক্ষত রেখে কেটেও যায় ধীরে ধীরে। এক টুকরো আলো নিয়ে কোনও এক লক্ষ্মী পাশে এসে বসে। এ কিন্তু সিনেমার দুই ইয়ারির কথা নয়, এ বাস্তব জীবনের চরিতাভিধান। রেডিওতে বাজে নজরুল ইসলামের গান-'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশির ঈদ...'। বাবা রেডিওর কান মুলে দেন, যত জোরে দেওয়া যায়।

একটা সাদাকালো স্থির ছবি ধীরে ধীরে পালটে যায়। সময়ও আপন বেগে ছুটে চলে। ইদের মাঠে যাওয়া বন্ধ হয় সেই কিশোরী বয়স থেকেই। কারণ ইদগাহে গিয়ে নমাজ পড়ার ক্ষেত্রে মেয়েরা আজও ব্রাত্য। মালদা এবং দক্ষিণবঙ্গের কোথাও কোথাও এটা চালু হলেও বেশিরভাগ জায়গায় মেয়েদের দলবদ্ধ নমাজ নিয়ে নানা ধরনের অন্তরায় রয়েই গিয়েছে। তবুও বাড়ির পুরুষদের নতুন পোশাক দিয়ে, তাতে সুগন্ধি আতর মাখিয়ে অতি যত্নে খাইয়েদাইয়ে ইদগাহে পাঠানোর মধ্যেই মহিলারা আনন্দ খুঁজে পান।

এই ছবিই দেখে আসছি ছোটবেলা থেকে। ইদে যে এত বিপুল রসনাতৃপ্তির আয়োজন, সেই আয়োজনের মূলে কিন্তু থাকেন বাড়ির মহিলারাই। ইদের উপহার মানে জামা, শাড়ি, পাঞ্জাবি, লুঙ্গি থেকে শুরু করে, শিশু হোক বা অশীতিপর সবার মনের খবর সামলান বাড়ির মেয়েরা। তাঁরাই ইদের ভোরে সবার আগে ওঠেন। আবার ঘুমোতেও যান সবার শেষে। মেয়েদের জীবনের বদল নেই। অবশ্য তাঁরা সবার জন্য করে, সবাইকে খাইয়ে-পরিয়ে আগলে রেখেই আনন্দ পান।

ইদের আনন্দ সবার, তবে পরিশ্রমের সিংহভাগই মেয়েদের। শুধুমাত্র পারিবারিক পরিচয়ের আবডালেই আজও মেয়েরা রয়ে গিয়েছে।

যুগের পর যুগ ইদ এলেই সঙ্গে আসে 'ইদি'। বাড়ির মহিলারা আজও ছোটদের জন্য 'ইদি' জমা করেন তোরঙ্গে। ইদি অর্থাৎ ইদের উপহার দেওয়ার জন্য জমানো টাকা। অনেক মমতায় জড়ো করা সেই অর্থ ছোটদের হাতে দিতে পারলে যে কী ভীষণ সুখ। আজও দাদির মুখ মনে পড়ে। বার্ধক্যের চামড়ায় ভাঁজ পড়া সেই মুখ যেন খুশি-উৎসব আর স্নেহের মানচিত্র। তোরঙ্গ থেকে বেরোচ্ছে দাদির গাছের ফল, পুকুরের মাছ বিক্রি করা জমানো সঞ্চয়। ভাইবোনেরা অতি আগ্রহে ঘিরে ধরেছি তাঁকে।

> **ইদগাহে গিয়ে নমাজ পড়ার ক্ষেত্রে মেয়েরা আজও ব্রাত্য। মালদা এবং দক্ষিণবঙ্গের কোথাও এটা চালু হলেও বেশিরভাগ জায়গায় মেয়েদের দলবদ্ধ নমাজ নিয়ে নানা অন্তরায় রয়েই গিয়েছে। তবুও বাড়ির পুরুষদের নতুন পোশাক দিয়ে, তাতে সুগন্ধি আতর মাখিয়ে অতি যত্নে খাইয়েদাইয়ে ইদগাহে পাঠানোর মধ্যে মহিলারা আনন্দ খুঁজে পান।**

তবে এখন অবশ্য অনেক মেয়েই অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী।

সময় তো প্রবহমান, তাকে আটকে রাখা যায় না। না হলে জীবন থেমে যায়। তবুও মা সামান্য সাদাকালো জলছবিও স্মৃতির সিন্দুকে তুলে রাখেন যত্নে। পুরোনো পাঁচ পয়সার কড়ি, দাদির সুরমাদানি, ছোটমামার শেষবারের আনা আমার জন্য বাজনা জুতো।

সাদাকালো আলোকচিত্র, কাগজের নকশা, প্যান্ডেল, ত্রিপল সব বদলে গিয়েছে। এসেছে জাঁকজমক-চাকচিক্য। বসা দোকানের জায়গা দখল করছে শপিং মল।

হ্যাঁ, তবে বদলে যায়নি অনেক কিছু। বিপত্নীক অমলেশ কাকা এখন সোজা হয়ে আর হাঁটতে পারেন না, কিন্তু এখনও তিনি লাচ্ছা সেমাইয়ের আবদার নিয়ে ইদের দিন চলে আসেন মায়ের কাছে। অর্থাৎ তাঁর প্রিয় বৌদির কাছে। শুধুই কি তিনি সেমাই খেতেই আসেন? না, তিনি আসেন একটা প্রতিবেশীর উৎসবে শরিক হতে।

এই আবেগগুলো আছে বলেই হয়তো উৎসব আনন্দের হয়ে ওঠে। কয়েকটা যুগ কেটে গেল। সেই সবুজ অরণ্য, যার মধ্যে দিয়ে বাবার আঙুল ধরে ইদগাহের মাঠে যেত পাঁচ বছরের শিশুকন্যা, সেই সবুজ অরণ্য আর নেই। গজিয়ে উঠেছে চওড়া রাস্তা, বাড়িঘর, দোকান, অফিস-কাছারি। গ্রামও ক্রমশ আলো ঝলমলে।

সম্প্রতি ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতা উইলিয়ামস, আমাদের মহাকাশমানবী পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। প্রযুক্তি তরতর করে এগোচ্ছে। কিন্তু একটা ছবি আজও একই আছে। ইদের পরদিন এখনও স্কুলে গেলে পাশে কেউ বসে না রেশমার। আড়চোখে তাকায় সকলে।

আসলে এতকাল পাশাপাশি থেকেও আমরা একে অন্যকে জানার চেষ্টাই করিনি কখনও।

প্রায় হাজার বছর একসঙ্গে বসবাস করেও সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী দুটি সম্প্রদায়ের পরস্পরকে আপন করতে না পারার বাস্তব চিত্র ব্যথিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকেও। তিনি 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে লিখেছেন- 'আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনওরকমের স্বাধীনতাই পাব না।'

এই স্বাধীনতাই তো মুক্তির। সৌহার্দ্যের। আত্মীয়তার।

ইদ মানে কি শুধুই বিরিয়ানি, লাচ্ছা সেমাই, একগাদা আতর মাখা, সুরমা পরা? ইদ মানে তো সেই মেহেন্দি। যেখানে মিশেছে সব রং, যেন 'মিলে সুর মেরা তুমহারা'। ওই যেমন দুর্গাপুজোর দিন আয়েশাকে কুমারীপুজো করলেন তারই পাড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লাবের সদস্যরা।

বাঙালির জীবনে কাজী নজরুল ইসলাম যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার স্বপ্ন বুনেছিলেন, তারই সুতো ধরে এগোতে হবে আগামী প্রজন্মকে। ইদ মানেই তো খুশি। এ খুশি হোক সকল সম্প্রদায়ের, ইদ হোক মেয়েদেরও, ইদ হোক পাখিদেরও। আর এই উত্তরণের পথ আমাদের হাতেই। শুধু শক্ত করে হাতে হাত রাখতে হবে। শঙ্খ ঘোষের ভাষায় যদি বলা হয়- 'হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়/ সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়।' তবে কঠিনও নয়। বাঙালির ইদ, বাঙালি মুসলিম কন্যার ইদ আরও রং পাবে, যদি ইদের খুশি দিক ছাড়িয়ে প্রসারিত হয় দিগন্তের পথে, উৎসবের মায়া আলোকিত করে পড়শির উঠোন।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৬৮

বিশ্ববিখ্যাত রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অক্ষয় খান্না।

আলোচিত

আমাদের আয়ু রয়েছে ভগবান কিংবা আল্লার হাতে। যতটা আয়ু লিখিয়ে এনেছি, ততটাই বাঁচব। হাঁটুর বয়সি নায়িকাদের নিয়ে কাজ করি বলে এত কথা! নায়িকার কোনও সমস্যা নেই। নায়িকার বাবার কোনও সমস্যা নেই। তাহলে আপনাদের সমস্যাটা কোথায়?

- সলমন খান

ভাইরাল/১

থাইল্যান্ডের আঁটিছাড়া আমের ভিডিও ইদানীং সমাজমাধ্যমের হট টপিক। ঝুড়ি ভর্তি মহাচানোক আম নিয়ে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। বড় সাইজের একটি আম ছুরির সাহায্যে মাঝখান দিয়ে কাটেন তিনি। আঁটি ছাড়া আমে শুধুই শাঁস।

ভাইরাল/২

মারাঠি না জানায় মহারাষ্ট্রের এক দোকানের কর্মচারীর কান ধরার ভিডিও ভাইরাল। কিছু লোক দোকানে ঢুকে মারাঠি না জানা ওই কর্মীকে চড় মারেন। কান ধরে ভুল স্বীকার করান। বলা হয়, মহারাষ্ট্রে কাজ করতে হলে মারাঠি জানতে হবে।

জনমন জনমত

হলদিবাড়ির উন্নয়নে কিছু প্রস্তাব

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে শহর। বাড়ছে দোকানপাট, বাড়িঘর ও সর্বোপরি মানুষের সংখ্যা। শহরের রেললাইনের ওপর ফ্লাইওভার বা বিকল্প পথের প্রয়োজন হলদিবাড়িতে। প্রয়োজন হলদিবাড়ি হাসপাতালে আরও ডাক্তার ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর জোগান। খুবই দরকার হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালকে উন্নত করে সুপার হসপিটালিটি পরিষেবা শুরু করা। অনেক দিন আগেই ভবন প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু পরিষেবা শুরু কবে হবে, উত্তর জানা নেই কারও। প্রাথমিক এই দাবিগুলি দলমতনির্বিশেষে সাধারণ মানুষ করে আসছেন বছরের পর বছর।

হলদিবাড়ি জনপদের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষক। কৃষিপ্রধান এই জনপদের সব ফসল হলদিবাড়ি বাজারে নিয়ে আসেন কৃষকরা। হলদিবাড়ি সুপার মার্কেটে ওঠা টমেটো ও লংকা উত্তরবঙ্গ তো বটেই, রাজ্য ও দেশজুড়ে বিখ্যাত। তবুও শাকসবজির জন্য বিখ্যাত এই হলদিবাড়ি বাজারের নেই কোনও হিমঘর। অনেকেই মনে করছেন যদি এই ব্লকের শাকসবজি সহ বিভিন্ন অর্থকরী ফসল সংরক্ষণ করা যেত, তাহলে অনুসারী অনেক শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে পারত।

ভোট আসে, ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতা পায় শাসক। কিন্তু যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতা পাক, হলদিবাড়িবাসীর এইসব প্রাথমিক উন্নয়ন কোনও শাসকের হাতেই পরিপূর্ণতা পায় না।

পূর্ণেন্দু রায়
উত্তরপাড়া, হলদিবাড়ি।

পথ নিরাপত্তা নিয়ে উদাসীন মানুষজন

প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে পথ দুর্ঘটনার খবর জানতে পারি। সড়ক দুর্ঘটনা বর্তমানে একটি বড় সমস্যা, যা মানুষের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি করে। এই সমস্যা মোকাবিলায় সচেতনতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলির মাধ্যমে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান ও কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে।

সেইসঙ্গে চলাচলের সময় সাধারণ নিয়মকানুন মেনে চলা আমাদের সকলের দায়িত্ব। যেমন, ট্রাফিক সিগন্যাল, জেব্রা ক্রসিং, ফুট ওভারব্রিজ ইত্যাদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, হেলমেট ও সিট বেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে, সেইসঙ্গে পথচারীদের জন্য নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থা থাকা উচিত। শিশু এবং বয়স্কদের বিশেষ নজরে রাখা প্রয়োজন। সাইকেল ও মোটরবাইকচালকদের অবশ্যই নির্দিষ্ট লেন ব্যবহার করা উচিত এবং অতিরিক্ত গতি এড়ানো উচিত। পাশাপাশি গাড়ির নিয়মিত সার্ভিসিং করাতে হবে। ওভারলোডিং এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর প্রবণতা একদম ছেড়ে দিতে হবে।

পথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টা প্রয়োজন। নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা অনেক মূল্যবান জীবন বাঁচাতে পারি।

রমেন রায়, রথেরহাট, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অর্থনীতি ও সত্যজিতের ছবির সংলাপ

সাম্প্রতিককালে বাংলা থেকে দুজন নোবেলজয়ী। অথচ উত্তরবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অর্থনীতি পড়ার পড়ুয়া পাওয়া কঠিন।

সুমন্ত বাগচী

বছর তিনেক আগে জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক বেসরকারি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দ্বাদশ স্তরে অর্থনীতি বিষয়ের শিক্ষকের শূন্যপদের বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। একই বিজ্ঞাপন বারবার প্রকাশিত হওয়ার অর্থ একটাই। পছন্দসই প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এইরকম কিছু চোখে পড়েনি।

কাট টু ১২ই মার্চ ২০২৫। উচ্চমাধ্যমিকের ইকনমিক্সের পরীক্ষা ছিল সেদিন। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য কম। এমন একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল যেখানে একজন পরীক্ষার্থীও ছিল না। শহরের স্কুলগুলোর পরিস্থিতি কিছুটা ভালো।

শিক্ষকতায় আছি বলে ব্যাপারটা ভাবায়। কেন এমন হয়? পরে মনে হল, আসলে কলেজ স্তরে অর্থনীতি পড়তে গেলে অঙ্ক বিষয় হিসাবে থাকতেই হবে। যে ছাত্র অর্থনীতি পড়ার জন্য অঙ্ক নিয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে, সে হয়তো ভাবছে, যদি অঙ্কই পড়তে হয়, তবে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা নিয়ে পড়াই ভালো। স্কুলে শুধুমাত্র দ্বাদশ স্তরে ইকনমিক্স পড়ানো হয়। ফলে সেখানে সাধারণত একজন ইকনমিক্সের শিক্ষক হলেই চলে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যা বা অঙ্ক দশম এবং দ্বাদশ উভয় স্তরেই পড়ানো হয় বলে এই বিষয়ের শিক্ষকের অনেক বেশি প্রয়োজন। অর্থাৎ চাকরি পাওয়ার সুযোগ বেশি। ভবিষ্যৎ চাকরি বাজারের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের বিষয় নির্বাচন সরাসরি সম্পর্কিত।

আবার এ বছরই উচ্চমাধ্যমিকে সারা রাজ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডেটা সায়েন্সের মতো অতি আধুনিক বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছে। এবার বাংলায় এআই নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে ৩০ জন এবং ডেটা সায়েন্স নিয়ে ৯ জন। ২০২৩ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই বিষয়গুলি চালু করা হয়েছে। কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বিএসসি, বিই বা বিটেক ডিগ্রিধারী যে কেউ বিদ্যালয় স্তরে এই বিষয় পড়ানোর যোগ্য। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যা বা অঙ্কের স্নাতকদের এআই বা ডেটা সায়েন্স নিয়ে মান্য কোর্স করা থাকলে তাঁরাও এই বিষয়ের শিক্ষকতার যোগ্য।

উচ্চমাধ্যমিক সংসদের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। আগামীদিনে বিদ্যালয় স্তরে এই বিষয় পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিলে পদক্ষেপ সার্থকতা অর্জন করবে। অমিত সম্ভাবনাময় বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ যেমন ছাত্রছাত্রীদের কাছে আসবে, তেমন নতুন শিক্ষক পদ তৈরি হবে।

ইকনমিক্সের মতো বিষয়গুলির কী হবে? একেবারে হারিয়ে যাবে না। অল্প কিছু ছাত্র নিশ্চয়ই থাকবে। কী করে ভোলা যায় যে অর্থনীতি বাঙালিকে দু'দুটো নোবেল পুরস্কার দিয়েছে।

একটা পরিস্থিতি খুব ভাবায়। ছাত্রজীবনে দশম ও দ্বাদশ স্তরে যে বিষয়গুলি পড়তে হয়েছিল, বছর পনেরো পরে শিক্ষক হিসাবে সেই বিষয়গুলি পড়াতে গিয়ে দেখি, পাঠক্রমের খুব সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে। এদিক দিয়ে সর্বভারতীয় বোর্ডগুলো কিন্তু অনেক সক্রিয়। বছর তিনেক পরপরই বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রমে নতুনত্বের ছোঁয়া থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ যেমন তৈরি হয়, তেমন পুরোনো অনেক বিষয়ের প্রতি টান কমে যেতে পারে। পাঠক্রম তৈরির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের এদিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা সিনেমার সেই সংলাপ মনে রাখা দরকার। এন বিশ্বনাথন যেখানে অলকনন্দা রায়কে বলছেন, 'কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমার যদি কখনও মনে হয়, প্রেমের চাইতে সিকিউরিটি বড় কিংবা সিকিউরিটি থেকেও প্রেম গ্রো করতে পারে, তখন তুমি আমাকে জানিও।'

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১০০

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, নির্দিষ্ট সময় ৩। আল্লার বাণী যিনি নিয়ে আসেন,পয়গম্বর ৫। ননদ ৬। নদীর পাড়, সৈকত,তীর ৮। পচে যাওয়া, পচন ১০। দুরন্ত, অশান্ত ১২। ভয়, ভীতি, ত্রাস ১৪। আল্লা ঈশ্বর ১৫। কাঠ,মদ ১৬। শিবের ধনুক, ধনুকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র।

উপর-নীচ : ১। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ২। উপাসনা, দান ও ধর্মাচরণ ৪। মেঘে মেঘে ঘর্ষণে যে শক্তি উৎপন্ন হয় ৭। শূন্য আকাশ বা অন্তত মহাকাশ ৯। নৌকা, জাহাজ ১০। হুড়োহুড়ি, লাফালাফি ১১। খাবারের লোভের বশে লালামিশ্রিত জিভের কম্পন ১৩। বড় কাটারি।

সমাধান ■ ৪০৯৯

পাশাপাশি : ১। ওস্তাদ ৩। বালকৃষ্ণ ৪। শাণ্ডিল্য ৫। ভোলানাথ ৭। শপ ১০। নথ ১২। মাতগুড় ১৪। মদদ ১৫। হড়বড় ১৬। মিহির।

উপর-নীচ : ১। ওয়ারিশ ২। দশাহ ৩। বাল্যভোগ ৬। নাদান ৮। পরাত ৯। কড়মড় ১১। থরথর ১৩। আদমি।

বিন্দুবিসর্গ

বোমাবাজি

বোমাবাজি ও গুলিচালনার ঘটনায় উত্তপ্ত হল জগদ্দল। এক তৃণমূলকর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে অভিযোগ। প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংকে এই ঘটনায় তলব করেছে পুলিশ।

আদালতে মা

বাবার সরকারি চাকরি পেয়েই মাকে বিতাড়িত করেছে ছেলে। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক বৃদ্ধা। বৃদ্ধার দাবি, ১৩ দিন হল ছেলে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শুরু বারুণী মেলা

ঠাকুর হরিচাঁদের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার থেকেই উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে মতুয়া উৎসব বারুণী মেলা শুরু হয়েছে। এদিন থেকেই শুরু হয় পুণ্যস্নানও।

তথ্য তলব

রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন নিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি রাজ্যকে দু'সপ্তাহের মধ্যে ছাত্র নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে পদক্ষেপ জানানোর নির্দেশ দিয়েছে।

বারুইপুরের এসপি-কে তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২৭ মার্চ : আদালতের অনুমতি নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই ফের বারুইপুরে গিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিউটনের তৃতীয় সূত্র স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর কার্যত 'দেখে নেওয়ার' হুমকিও দিলেন শুভেন্দু। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের প্রায় এক বছর বাকি থাকলেও '২৬-এর বিধানসভা ভোট নিয়ে টানাপোড়েন এখনই শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই লক্ষ্যে জেলা পুলিশ প্রশাসনকে চাপে রাখতেই এই কৌশল শুভেন্দুর।

২০ মার্চ শুভেন্দুর নেতৃত্বে বারুইপুর অভিযান করেছিল বিজেপি। সেই কর্মসূচিকে ঘিরে ধুন্ধুমার হয়েছিল। বারুইপুরে ঢুকতে গিয়ে কালো পতাকা দেখতে হয়েছিল শুভেন্দুকে। কর্মসূচি কার্যত কাটছাঁট করে ফিরে আসতে হয়েছিল শুভেন্দুকে। সেইদিনই শুভেন্দু ঘোষণা করেছিলেন এক সপ্তাহের মধ্যে ফের তিনি বারুইপুরে এসে সভা করবেন। এদিন সেই ঘোষণা মতোই কার্যত এসপি অফিসের নাকের ডগায় সভা করে তোপ দাগলেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, বারুইপুর সহ গোটা জেলায় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য

> নিউটনের তৃতীয় সূত্র মনে আছে? প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। পৃথিবীটা গোল। সব হিসেব হয়ে যাবে।
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**

দায়ী জেলার পুলিশ সুপার ও পদস্থ পুলিশ কর্তাদের একাংশ। তাঁদের জন্যই গোটা জেলা কার্যত জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপারের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'সাধারণ পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে আমাদের মান-অভিমান কিছু নেই। এই চোর আইপিএস অফিসার মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর ভাইপোর জন্য এই জেলাকে জতুগৃহে পরিণত করেছে।'

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'পলাশ ঢালিদের মতো পা-চাটা আইপিএসদের জন্যই গোটা জেলায় গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে।' হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'নিউটনের তৃতীয় সূত্র মনে আছে? প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। পৃথিবীটা গোল। সব হিসেব হয়ে যাবে।' সিপিএমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ লক্ষ্মণ শেঠকে হারিয়ে সিপিএমের হাত থেকে হলদিয়া সহ গোটা জেলাকে তৃণমূল করেছিলেন শুভেন্দু। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'লক্ষ্মণ শেঠ একসময় বলত, নদীর এপারে এলে ঠ্যাং ভেঙে দেবে। এখন সে কোথায়? সুশান্ত ঘোষকে দেখতে পাওয়া যায় না। পলাশ ঢালি আপনি ইতিহাস হবেন।'

সভায় দলীয় কর্মীদের আশ্বস্ত করে শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, বিধানসভা ভোটের আগে সেই পরিবেশ আমরা তৈরি করে দেব। যাঁরা জেলে যাওয়ার তাঁরা জেলে যাবেন। শুধু ভোটের দিনে বেরিয়ে ভোট দেওয়ার সাহস দেখান।' অনেকেই মনে করছেন, নাম না করে শুভেন্দুর এই ইঙ্গিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই। যদিও '২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শুভেন্দু। রীতিমতো দিনক্ষণ ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছিলেন অভিষেকের জেলযাত্রার কথা। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই হিসেবে মেলেনি। মাঝখান থেকে রাজ্যে বিজেপির আসন ১৮ থেকে কমে হয়েছিল ১২।

পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে সুন্দরবনের থিমে সেজে উঠেছে ট্রাম। বুধবার কলকাতায়। -এএফপি

প্রভাবশালীদের জিজ্ঞাসাবাদের পথে সিবিআই

পার্থর নির্দেশেই ওএমআর শিট নষ্ট

কলকাতা, ২৭ মার্চ : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মূল চক্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই চাকরি প্রার্থীদের ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছিল বলে আদালতে দাবি করল সিবিআই। বৃহস্পতিবার পার্থর জামিন মামলার শুনানিতে একাধিক তথ্য সামনে এনেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

এই প্রথমবার তারা দাবি করেছে, দুর্নীতির মূল কারিগর ছিলেন পার্থ। তাঁর নির্দেশেই দুর্নীতি হয়েছে। তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হলে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। এই ঘটনায় যে রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা চাকরির সুপারিশ করেছিলেন, তাঁদেরও সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে বলে জানায় আদালতে। বিকাশ ভবনের গুদাম থেকে ৩২১ জন চাকরিপ্রার্থীর নামের তালিকা উদ্ধার করে সিবিআই।

ওই তালিকা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের মধ্যে আদানপ্রদান হয়েছিল। সেই তালিকা থেকে তাঁরা জানতে পারেন, রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা চাকরির সুপারিশ করেছেন। এর মধ্যে ১৩৪ জন চাকরিও পেয়েছেন। অর্থের বিনিময়ে সেই সুপারিশ কি না তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ওই প্রভাবশালীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা বাকি রয়েছে। তাই পার্থর জামিনের বিরোধিতা করা হয়।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এদিন আদালতে জানায়, পার্থর প্রাক্তন ওএসডি যে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন, তা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, পার্থর নির্দেশেই এই দুর্নীতি হয়েছে। পালটা পার্থর আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী জানান, ২ বছর ৮ মাস ধরে পার্থ জেলে রয়েছেন। এর মধ্যে সিবিআই, ইডি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করেননি তদন্তকারীরা। তাঁর বয়স ৭৩ বছর। তিনি বিভিন্ন অসুখে ভুগছেন। তাই পার্থর জামিনের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। এই ঘটনায় চার্জশিটে ১১ জনকে অভিযুক্ত দেখানো হয়।

ইতিমধ্যেই ৮ জনের জামিন হয়েছে। তাহলে পার্থর ক্ষেত্রে কেন জামিন নয়, সেই প্রশ্ন করেন তাঁর আইনজীবী। তবে সিবিআইয়ের দাবি, যে প্রভাবশালীদের সুপারিশে চাকরির তালিকা তৈরি হয়েছিল, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হবে।

সিবিআইয়ের উদ্ধার করা নথিতে সুপারিশের তালিকায় দিব্যেন্দু অধিকারী, ভারতী ঘোষ, মমতাবালা ঠাকুর, শওকত মোল্লা সহ একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে চাকরিপ্রার্থীদের নাম সুপারিশ করেছিলেন বলে দাবি সিবিআইয়ের। এবার তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে আদালতে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

অস্ত্র নিয়ে মিছিলে সমর্থন সংঘের

কলকাতা, ২৭ মার্চ : রামনবমী নিয়ে ফের সুর চড়ালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মিছিল করতে না দিলে থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মনে করেন পুলিশের অনুমতি না পেলে হয় আদালতে যেতে হবে, না হলে 'প্রতিরোধ' করতে হবে।

বেশ কিছুদিন চুপ থাকার পর রামনবমী উদযাপন নিয়ে আবার স্বমহিমায় দিলীপ। বুধবার অস্ত্র নিয়ে রামনবমীর মিছিল করার কথা বলেছিলেন তিনি। তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই মিছিলে পুলিশ অনুমতি না দিলে বৃহস্পতিবার তাঁর দাওয়াই হিসেবে থানা ঘেরাও করার হুমকি দিয়েছেন তিনি। দিলীপ বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই মিছিল করতে চাই। পুলিশকে জানিয়েই সেই মিছিল করতে হবে। কিন্তু পুলিশ যদি তার দায়িত্ব না পালন করে, অনুমতি না দেয় তাহলে থানা ঘেরাও করুন।' থানা ঘেরাও করার ব্যাপারে দিলীপের সাফাই, 'পুলিশের দায়িত্ব শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা। সেই দায়িত্ব যদি পুলিশ পালন না করে তাহলে গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে। তারজন্যই থানা ঘেরাও করার কথা বলেছি।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বলেছেন, মিছিলে কত লোক থাকবে সেই সংখ্যা বেঁধে দিচ্ছে পুলিশ। এটা কীভাবে মানা সম্ভব? রামনবমীর মিছিল একটি ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান। সেখানে কত মানুষ যোগ দেবেন সেটা কীভাবে ঠিক হবে? উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে শুভেন্দুর নির্দেশ, 'পুলিশের অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। পুলিশ অনুমতি না দিলে আদালতে যান। আর মিছিল আটকালে পালটা প্রতিরোধ করুন।' শুভেন্দুর ব্যাখ্যা, ধর্মীয় আচরণ করার অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। সেটা পুলিশ কেড়ে নিতে পারে না।

আরএসএসের পূর্বাঞ্চলীয় ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ জিষ্ণু বসু কার্যত অস্ত্র নিয়ে মিছিলের পক্ষেই সওয়াল করে বলেন, 'রামনবমীতে অস্ত্র নিয়ে মিছিল হতেই পারে। মহরমেও তো হয়। তবে এটা আইনশৃঙ্খলার বিষয়। পুলিশ প্রশাসন যদি মনে করে মহরমে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করলে কোনও অশান্তি হবে না, তাহলে তাদের উচিত রামনবমীতেও অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার অনুমতি দেওয়া উচিত।'

কেন খরচ হল না, জানতে চেয়েছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা

গ্রামীণ উন্নয়নের ১১২২ কোটি পড়ে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ মার্চ : সময়মতো টাকা খরচ করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩১ মার্চের আগে বরাদ্দ টাকা খরচের বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে সব দপ্তরকে নিয়ে বৈঠক করে জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। কিন্তু রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরচ করতে পারল না একাধিক জেলা। অর্থবর্ষের শেষে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ১১২১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হল না।

মূলত গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে এই টাকা খরচ করা হয়। পঞ্চায়েত দপ্তরের পক্ষ থেকে অর্থ দপ্তরের কাছে যে রিপোর্ট জমা পড়েছে, তাতেই এই হতাশাজনক চিত্র উঠে এসেছে। হাতে টাকা থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেন এই টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি, তা পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে জানতে চেয়েছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা খরচের দিক থেকে পিছিয়ে আছে সাতটি জেলা। এই সাতটি জেলায় টাকা খরচের হার প্রথম থেকেই কম ছিল। সেই কারণে এই জেলাগুলিতে এই কমিশনের টাকা খরচের দিকে বিশেষ নজর দিতে আগেই জেলা শাসকদের সতর্ক করে দিয়েছিল অর্থ দপ্তর। কিন্তু তারপরও জেলাগুলি গ্রামীণ এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে এই টাকা খরচ করেনি।

এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ টাকা দ্রুত খরচ করার জন্য বারবার সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হলে সাধারণ মানুষের মন জয় করা সহজ হত। কিন্তু প্রশাসনিক কর্তাদের ঢিলেমির জন্য তা সম্ভব হল না।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ না করতে পারার তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই জেলা বরাদ্দের ৫০ শতাংশ টাকাও খরচ করতে পারেনি। অর্থবর্ষের শেষে এই জেলায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ১৭১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা পড়ে রয়েছে। এরপরই রয়েছে মুর্শিদাবাদ। এই জেলাতেও ১৪৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি। মালদা ৯৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেনি। এছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনায় ৮৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচ না হয়ে পড়ে রয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও টাকা খরচের হার অত্যন্ত কম।

তবে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও পশ্চিম বর্ধমানের মতো জেলা টাকা খরচের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই খরচ না হওয়া টাকা কীভাবে খরচ করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে খুব শীঘ্রই বৈঠকে বসবেন মুখ্যসচিব ও অর্থসচিব।

পিছিয়ে যারা

- সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ না করতে পারার তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা
- এরপরই রয়েছে মুর্শিদাবাদ, এখানে ১৪৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি
- মালদা ৯৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেনি
- উত্তর ২৪ পরগনায় ৮৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচ না হয়ে পড়ে রয়েছে
- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও টাকা খরচের হার অত্যন্ত কম।

প্ল্যাটফর্মে ইফতারের আয়োজন। বৃহস্পতিবার কলকাতার একটি স্টেশনে। -পিটিআই

মোদির শুভেচ্ছায় বিপাকে পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ মার্চ : রামনবমীর মুখে সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ইদ শুভেচ্ছায় বেকায়দায় গেরুয়া শিবির। প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে গিয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বরং প্রধানমন্ত্রীর বার্তার পর ইফতার ইস্যুতে সুর নরম করতে হল বঙ্গ বিজেপিকে।

হিন্দু ভোট একজোট করে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে বাজিমাত করার কৌশল নিয়েছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশের সূত্রে রাজ্যে মন্দির ও হিন্দুদের ধর্মস্থানের ওপর আক্রমণকে ইস্যু করে তুষ্টিকরণের রাজনীতির অভিযোগ তুলে ক্রমশই সুর চড়াচ্ছিল বিজেপি ও গেরুয়া শিবির।

আসন্ন রামনবমী উদযাপনকে ঘিরে যখন বঙ্গের গেরুয়া শিবিরে সাজোসাজো রব, ঠিক সেইসময় বাদ সাধল মোদির ইদ শুভেচ্ছা। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৩২ লক্ষ গরিব মুসলিম পরিবারের হাতে ইদের উপহার তুলে দিতে পথে নেমেছে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চা। মনোগত ইচ্ছা না থাকলেও, মোদির গুঁতোয় এরাজ্যেও নামতে হচ্ছে রাজ্য বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চাকে। মোদির এই শুভেচ্ছার নাম 'সওগাত-এ-মোদি'।

সোজা কথায়, মোদির উপহার। স্বাভাবিকভাবেই মোদির এই কৌশল নিয়ে সারা দেশের সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে বঙ্গ বিজেপিতেও। '২৬-এর আগে, ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির রাশ আলগা হতে না দিয়ে সংখ্যালঘু মুসলিমদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ইদের উপহারের মোকাবিলা কোন পথে করা হবে তা নিয়ে ধন্দে পড়েছে বঙ্গের পদ্ম শিবির। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কার্যত পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন সংবাদমাধ্যমকে।

দিল্লিতে সুকান্ত বলেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না।' কলকাতায় শুভেন্দু বলেন, 'আমি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না।' সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইফতারের অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভাইরাল ভিডিওকে নিয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল বিজেপি। সরস্বতীপুজো বন্ধ করার অভিযোগকে মনে করিয়ে দিয়ে পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে বুধবার এই ইস্যুতে বিরোধী দলনেতার আক্রমণের ঝাঁঝ ছিল বেশ নরম। শুভেন্দু বলেন, 'যেখানে যেখানে হয়, সেখানে হোক। আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু নতুন করে আবার শুরু করছেন কেন?'

পরে এর ব্যাখ্যা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাবর ইফতার উদযাপন হয়। সেখানে হোক। কিন্তু এবার যাদবপুর এমনকি আশুতোষ কলেজ সহ বহু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইফতার হয়েছে।' তবে অনুযোগ থাকলেও, প্রধানমন্ত্রীর ইদ উপহারের আবহে ইফতার ইস্যুতে শুভেন্দু ও বিজেপি নেতারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশানা করে নতুন করে কোনও তোপ দাগেননি। বরং ইফতার নিয়ে নতুন করে হইচই জুড়ে দেওয়ার জন্য তৃণমূলের সংখ্যালঘু নেতাদেরই দুষেছে বিজেপি। শুভেন্দুর কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর উসকানিতে, পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলের মুসলিম নেতারা এসব কাজ করছেন। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে ১০০ শতাংশ মুসলিম ভোট তৃণমূলের পক্ষে আনতেই এই উদ্যোগ।

মুসলিমদের উদ্দেশে শুভেন্দুর আর্জি, সমগ্র মুসলিম সমাজ একে নিজেদের করে গায়ে টেনে নেবেন না। রাজনৈতিক মহলের মতে, মুসলিম ভোট বিজেপির ঝুলিতে যাবে না। এবিষয়ে নিশ্চিত হলেও, কৌশলগত কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজকে বিজেপির শত্রুতে পরিণত করতে চায় না বিজেপি। বরং, তৃণমূলি মুসলিমদেরই দায়ী করে সাধারণভাবে মুসলিম সমাজ থেকে তাদের বিভাজনের চেষ্টা করেছেন শুভেন্দু।

যাদবপুরে প্রবেশ নয় রাজনীতিবিদদের

নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৭ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে নিয়ে অনুষ্ঠান বা সেমিনারে নিষেধাজ্ঞা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আপাতত পড়াশোনার বিষয় ছাড়া এমন কোনও অনুষ্ঠান বা সেমিনার করা যাবে না, যেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থাকবেন। এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়ের (দাস) ডিভিশন বেঞ্চ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। বৃহস্পতিবার এই মামলায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নাম না করে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয় জেনেও কেন শাসকদলের কোনও রাজনৈতিক নেতা সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, সেটা আদালতের কাছে স্পষ্ট নয়।'

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, 'প্রাক্তনীরা এখনও মেসে থেকে যাচ্ছেন কি না সেটা দেখতে হবে।' তাঁর মন্তব্য, 'রাজ্যের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশবাহিনীকে কেন রাখেন না? বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে যাঁরা থাকেন, তাঁদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও প্রশিক্ষণ আছে?' তারপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে কর্তৃপক্ষকে।

শনিবার ছুটি বাতিল রাজ্যে

কলকাতা, ২৭ মার্চ : চলতি আর্থিক বছর শেষ হতে চলেছে। ইদের কারণে ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল ছুটি দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে অর্থবর্ষের কাজ শেষ করতে শনিবার ছুটি বাতিল করল অর্থ দপ্তর। বৃহস্পতিবার এই নিয়ে অর্থ দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনের কারণে রাজ্যে ওই দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার অফিস খোলা থাকলেও শনি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত টানা ছুটি থাকার কথা। কিন্তু অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার কারণে যাবতীয় কাজ শেষ করতে শনিবার দপ্তরের কর্মীদের কাজ করতে হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ ২৯ মার্চের মধ্যে শেষ করতে হবে। রাজ্য সরকার গত কয়েক বছরে অনলাইনে যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা করেছে। অনলাইনে ৩১ মার্চ রাত ১২টা পর্যন্ত আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কাজ করা যাবে। তবে অফলাইনে কাজের জন্য শুক্রবার বিকাল ৪টের মধ্যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

অর্থ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সোম ও মঙ্গলবার ইদের ছুটি থাকার কারণে নতুন অর্থবর্ষের কাজ শুরু হবে ২ এপ্রিল থেকে। টানা ছুটির কারণে বেশকিছু কাজে অসুবিধা হতে পারে। সেই কারণেই শনিবার অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে আধিকারিক ও কর্মীদের কাজ করতে বলা হয়েছে। যদিও সরকারি আধিকারিকরা বলেছেন, 'এই ব্যবস্থা নতুন কিছু নয়। কারণ প্রতিবারই অর্থবর্ষের শেষ দিন গভীর রাত পর্যন্ত কাজ চলে। কিন্তু ইদ উৎসবের কারণে ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল ছুটি রয়েছে। ৩০ মার্চ রবিবার। তাই ২৯ মার্চের মধ্যে অর্থবর্ষের যাবতীয় হিসাবনিকাশ শেষ করে ফেলতেই হবে। সেক্ষেত্রে শনিবার রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের কর্মীদের অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হবে।'

জগন্নাথের উন্মাদনায় ঘর অমিল দিঘায়

কলকাতা, ২৭ মার্চ : ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় নির্মীয়মাণ জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার আগে থেকেই দিঘার অধিকাংশ হোটেলের ঘর 'বুক' হয়ে গিয়েছে। উদ্বোধনের দিন মন্দির দর্শনের সুযোগ ছাড়তে চান না কেউই। তাই চাহিদা বাড়ছে হোটেলের রুমের। সুযোগ বুঝে কোপ মারছেন হোটেল ব্যবসায়ীরা। রেটের থেকে বহুগুণ বেশি টাকা চাইছেন ঘর বুক করার ক্ষেত্রে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘর চেয়েও মিলছে না পর্যটকদের।

সৈকত নগরী দিঘার আকর্ষণ বৃদ্ধিতে তৈরি হয়েছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে নতুন মন্দির। ইতিমধ্যেই এই মন্দির ঘিরে আগ্রহ তুঙ্গে। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও। এপ্রিলের ৩০ তারিখ অক্ষয় তৃতীয়ায় মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। আগের দিন অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল মন্দিরের উদ্বোধনের আগে যজ্ঞ হওয়ার কথাও আছে। মন্দির উদ্বোধনে শুধু রাজ্য নয়, দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও আসার কথা। ইতিমধ্যেই এই কর্মযজ্ঞ নিয়ে সাজো সাজো রব দিঘায়। উদ্বোধনের সেই মুহূর্তে মন্দিরে প্রবেশের সুযোগ কেউই হাতছাড়া করতে চান না। এজন্য এক মাস আগে থেকেই হোটেলে ঘর বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে অধিকাংশ হোটেলের ঘর বুক হয়ে গিয়েছে। ওল্ড দিঘা ও নিউ দিঘা মিলিয়ে ৩ হাজারেরও বেশি ছোট-বড় হোটেল আছে। এর অধিকাংশই সরকারি তরফে বুক করা হয়েছে। সরকার আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জন্যই ওই সমস্ত হোটেলের ঘর বুক করা হয়েছে। দিঘা-শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিপ্রদাস চক্রবর্তী অবশ্য বলেছেন, 'এখনও প্রচুর হোটেলের ঘর ফাঁকা আছে। যা বুক হয়েছে, তা প্রশাসনিক স্তরেই হয়েছে।'

মন্দির উদ্বোধন ৩০ এপ্রিল

ঘরের চাহিদার সুযোগ নিয়ে অধিকাংশ হোটেল মালিকই ঘরের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হোটেল মালিকদের বক্তব্য, 'বছরের বেশ কিছু সময় হোটেল ফাঁকাই থাকে। অথচ কর্মীদের বেতন থেকে শুরু করে সব কিছু দিতে হয়। এইসময় তাই খানিকটা লাভ করে সেই লোকসান মেকআপ করা হয়।'

জগন্নাথ মন্দিরের জন্য ওল্ড দিঘা থেকে নিউ দিঘায় যাওয়ার রাস্তার ওপর বিশাল একটি তোরণ তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে এই রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। তাতেই সমস্যায় পড়েছেন ওল্ড দিঘার ব্যবসায়ীরা। অধিকাংশ পর্যটকই ট্রেনে বা বাসে-গাড়িতে বাইপাস দিয়ে নিউ দিঘায় চলে যাচ্ছেন। ফলে ওল্ড দিঘার হোটেলগুলি কার্যত খাঁখাঁ করছে। শুধু হোটেল নয়, অটো, টোটো, রাস্তার ধারের চায়ের দোকান থেকে শুরু করে খাবারের দোকানগুলিতেও ভিড় হচ্ছে না। হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বাইপাসের পরিবর্তে ওল্ড দিঘা দিয়ে বাস ও গাড়ি যাওয়ার দাবি জানিয়েছে। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন দপ্তরকে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ২৪ মার্চ থেকে ওই রাস্তা বন্ধ হয়েছে। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ থাকার কথা। হোটেল মালিকরা বলেছেন, ব্যবস্থা না নিলে তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

ধান নেবে না এফসিআই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ মার্চ : রাজ্যের কেনা ধান নেবে না এফসিআই। ধান কেনার মরশুমে কেন্দ্রের এই আচমকা সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছে রাজ্য সরকার। বিপাকে পড়ার আশঙ্কা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কৃষকের। তাঁদের অভাবী বিক্রি থেকে বাঁচাতেই রাজ্য সরকার সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনে থাকে। মহাজন, ফড়ে ও অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে রাজ্য সরকার প্রতিবছর কয়েকশো শিবির খুলে তাঁদের ধান কেনে। এবারও সরকারের ধান কেনা চলছে। তার মাঝেই কেন্দ্র রাজ্যকে এই বার্তা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের আচমকা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানান, 'এই সিদ্ধান্ত আমাদের ধান কেনার মাঝে সত্যিই বিস্ময়কর। আমরা নিজেদের প্রয়োজন ছাড়া এফসিআইয়ের জন্যও কৃষকদের কাছে ধান কিনি। এবার কেন্দ্র হঠাৎ জানাচ্ছে, এফসিআইয়ের গুদামগুলিতে বিশাল পরিমাণ খাদ্যশস্য ইতিমধ্যেই মজুত রয়েছে। তাই এবার এফসিআইয়ের জন্যে রাজ্যকে ধান কিনতে হবে না।'

খাদ্যমন্ত্রী এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানিয়ে দেন, রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার কর্মসূচি আমরা বন্ধ করছি না। সরকারি শিবিরগুলি থেকে যেমন ধান কেনা চলছিল, তেমনই চলবে। কোনওভাবেই তা বন্ধ হবে না। এফসিআইয়ের ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারও কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিষয় পরিচিতি এবং আরও খুঁটিনাটি

অর্থনীতি

ডঃ আনওয়ারুল হক
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
শিলিগুড়ি কলেজ

দেশকে জানতে হলে, নাগরিকের জীবনযাত্রার মান জানতে হলে অর্থনীতি বোঝা দরকার। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পদ ও সম্পদের বণ্টন, বিনিয়োগ এবং মানুষের আয়-সঞ্চয় ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে সেখান থেকেই।

বিষয়টিকে ভালোবাসতে না পারলে শেষপর্যন্ত টিকে থাকা ভীষণ কঠিন।

এই কথা সব বিষয়ের জন্য সত্যি হলেও, অর্থনীতির জন্য আরও বেশি বাস্তব। কারণ, অর্থনীতি পড়ে সফল হতে গেলে বিষয়টির মতো করে ভাবতে হয়। তোমার ভাবনা যদি অর্থনীতির ভাবনার খাত ধরে চলতে পারে, তার থেকে বেশি মজা আর কোথাও পাবে না।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মূলত অর্থনীতির মৌলিক ধারণা দেওয়া হয়। মাইক্রো ইকনমিক্সে ভোগ, উৎপাদন, চাহিদা, জোগান, বণ্টন এবং বাজারদরের মতো ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রয়েছে। অন্যদিকে, ম্যাক্রো ইকনমিক্সে মুদ্রাস্ফীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক লেনদেনের ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে।

কলেজে অর্থনীতির অনার্স ক্লাসে পরিচিতি হয় হোমো ইকনমিকাস-এর সঙ্গে। এই ধারণাটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক মডেল, বিশেষত মাইক্রো ইকনমিক্সে ভোক্তাদের আচরণ, বাজারের গতিশীলতা এবং প্রতিষ্ঠানের আচরণ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

তোমার আগ্রহ এবং ভবিষ্যতে কোন পথে এগোবে, তার ওপর ভিত্তি করে স্নাতক স্তরে উন্নয়ন, আর্থিক, আন্তর্জাতিক, শ্রম বা পরিবেশগত অর্থনীতির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারো।

মাথায় রাখতে হবে

অঙ্ক দেখলে ভয়ে লুকিয়ে পড়া চলবে না। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যদি অঙ্কে অসুবিধা না হয়, তাহলে স্নাতক স্তরে অর্থনীতির অঙ্ক কষতে আশা করি সমস্যা হবে না। ক্যালকুলাস, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, ম্যাট্রিক্স অ্যালজেব্রা ভীষণভাবে ব্যবহৃত হয় ইকনমিক্স-এ। তাই অঙ্কের ভিত শক্তপোক্ত হওয়া চাই। পাশাপাশি ইংরেজির ওপর দখল থাকতে হবে। কারণ উচ্চশিক্ষায় প্রায় সবক'টি পাঠ্যবই ইংরেজিতে লেখা। তাছাড়া,

ভাষার ওপর দখল না থাকলে একজন পড়ুয়া কতটা বুঝেছে, সেটা সে নিজেই ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারবে না। দরকার, আর্থসামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গের ওপর স্বাভাবিক আগ্রহও।

পড়ার সুযোগ

স্নাতকস্তরে বিএ বা বিএসসি ডিগ্রি দেওয়া হয়। পুরোটাই নির্ভর করছে আনুষঙ্গিক বিষয় বাছাইয়ের ওপর। 'মাইনর' হিসেবে কম্পিউটার সায়েন্স বা অঙ্কের মতো বিষয় থাকলে বিএসসি এবং ইতিহাস বা পলিটিকাল সায়েন্সের মতো বিষয় থাকলে বিএ। বিএ বা বিএসসি-র পর এমএ বা এমএসসি। গবেষণাক্ষেত্রে পিএইচডি করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ মেলে। অনেকে আবার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে (WWW.ISICAL.AC.IN) মাস্টার অফ সায়েন্স ইন কোয়ান্টিটেটিভ ইকনমিক্স কোর্সটি পড়তে যায়। সেখানে ভর্তি হতে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট পরিচালিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে হয়। এছাড়া জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর অধীনে সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ অ্যান্ড প্ল্যানিং (WWW.JNU.AC.IN/SSS/CESP), দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স (ECONDSE.ORG), ইন্দিরা গান্ধি ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ (WWW.IGIDR.AC.IN)-এর মতো প্রতিষ্ঠান থেকেও উচ্চশিক্ষা করা যেতে পারে।

কাজের খোঁজ

স্নাতকোত্তরে ফিন্যান্স, অ্যাপ্লায়েড ইকনমেট্রিক্স, ইন্ডিয়ান ইকনমি, গেম থিওরি ও ব্যাংকিং ইত্যাদি পড়ানো হয়। বর্তমানে ডেটা মাইনিং, বিগ ডেটা অ্যানালিসিস, কম্পিউটেশনাল ইকনমিক্স, প্রেডিকটিভ অ্যানালিসিস-এর মতো নতুন নতুন বিষয়ের চাহিদা বাড়ছে। মূলত শিল্পক্ষেত্রে এই সংক্রান্ত পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। ফলে চাকরির বাজার তৈরি হচ্ছে। দক্ষ পড়ুয়াদের নিয়োগ করছে বহুজাতিক সংস্থাগুলো।

স্নাতক স্তরে অর্থনীতি নিয়ে পড়ার পর অন্য বিষয় নিয়েও এগোনো যেতে পারে। ক্যাট, ম্যাট, জ্যাট-এর মতো পরীক্ষায় বসে আইআইএম, আইআইএফটি, এক্সএলআরআই, আইআইএসডব্লিউবিএম-এর মতো প্রতিষ্ঠানে এমবিএ পড়া যায়। কিছু ছেলেমেয়ে পরবর্তীতে ফিন্যান্স, অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড নিয়ে পিএইচডি করে। অনেকে আবার স্নাতকের পর সিএ, আইনবিদ্যা নিয়ে পড়ে। বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি, বিমা, ফিন্যান্স বা বাণিজ্যিক সংস্থার অ্যানালিটিক ডিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরির সুযোগ মেলে এই বিষয়টি নিয়ে পড়লে।

সরকারি চাকরির পরীক্ষাতেও অর্থনীতির বেশ গুরুত্ব। ইউপিএসসি'র সিভিল সার্ভিস বা পিএসসি'র ডব্লিউবিসিএস-এর সিলেবাসে অর্থনীতির ওপর অনেক প্রশ্ন আসে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরের আরও নানা পরীক্ষায় জেনারেল স্টাডিজের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি। কলেজে শিক্ষকতার বড় সুযোগ থাকলেও স্কুলে সেটা একেবারে কম। রেল বা ব্যাংকের চাকরিতেও যেতে পারে ছেলেমেয়েরা। এছাড়া ইন্ডিয়ান ইকনমিক সার্ভিস, রিজার্ভ ব্যাংকের রিসার্চ অফিসারের মতো উঁচু পদে আবেদনের অন্যতম শর্তই হল অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর।

পুষ্টিবিদ্যা

ডঃ অনিন্দিতা রায় (চক্রবর্তী)
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ, মহারানি
কাশীশ্বরী কলেজ, কলকাতা

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা সারাদিনে কখন কী খাচ্ছি, সেটা কতটা সঠিক নিয়ম মেনে হচ্ছে- ভেবে দেখেছ কখনও। খাবারের তালিকা এবং খাওয়ার নিয়ম যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে জেনে নেওয়া যায়, তবে সুস্থ থাকবে শরীর। হজম গড়বড়, গ্যাসের মতো সমস্যা এড়ানো যাবে। কার কী খাদ্যাভ্যাস হওয়া উচিত, সেটা ঠিক করে দিতে পারেন এক পুষ্টিবিদ।

আধুনিক জীবনযাত্রার ব্যস্ততায় আমাদের নানারকম স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে হয়। চিন্তা যখন দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসঙ্গী, তখন শরীর সুস্থ রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এখানেই একজন নিউট্রিশনিস্ট বা পুষ্টিবিদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পুষ্টিবিদরা তাঁদের যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে সকলকে স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাবারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করেন।

পড়াশোনা

পুষ্টিবিদ্যা বিষয় হিসেবে একাদশ শ্রেণি থেকেই পড়ানো হয় বিভিন্ন স্কুলে। তবে স্নাতকে ভর্তি হতে গেলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পুষ্টিবিদ্যা নিয়ে পড়া আবশ্যক নয়। দ্বাদশ শ্রেণিতে পিওর সায়েন্স বা বায়ো সায়েন্স থাকলেও ভর্তি হওয়া যায়। অনার্সের পাশাপাশি জেনারেল কোর্সে পুষ্টিবিদ্যাকে বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া যেতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তি হতে গেলে দ্বাদশে কেমিস্ট্রি থাকা আবশ্যক, বাকি প্রতিষ্ঠানে এমন নিয়ম নেই। তবে দ্বাদশের সাবজেক্ট কম্বিনেশনে পুষ্টিবিদ্যার পাশাপাশি রসায়ন বা কেমিস্ট্রি থাকলে বিষয়টির গভীরতা বুঝতে সুবিধা হয় পড়ুয়াদের।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের কোর্সে খাদ্যবিজ্ঞান, খাদ্যের রাসায়নিক গঠন, মানব শরীরবিদ্যা ও খাদ্যের মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদি বিষয় পড়তে হয়। আরও উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ থাকলে পিএইচডি করা যেতে পারে।

(মনে রাখবে : দ্বাদশে পিওর বা বায়ো সায়েন্স না থাকলেও স্নাতক করা যায়, তবে সেটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে করা যায় না।)

বিশেষজ্ঞ

পুষ্টিবিদ্যা নিয়ে পড়ে পরবর্তীতে নিউট্রিশন ও ডায়েটিক্স, ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন, ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন, পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন, স্পোর্টস নিউট্রিশন, পেডিয়াট্রিক্স নিউট্রিশন- এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়।

কাজের সুযোগ

হাসপাতাল, নার্সিংহোম কিংবা ক্লিনিকে ডায়েটিসিয়ান পদে নিয়োগ পেতে পারো। বেতন বেশ ভালো। একাধিক ভাগ নিয়ে আলোচনা করছি-

ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট- চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলিতে এঁরা কাজ করেন। রোগীদের পুষ্টির ওপর নজর রাখেন।

পেডিয়াট্রিক নিউট্রিশনিস্ট- শিশুদের রোগমুক্তি ও তাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে সুষম খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দেন।

স্পোর্টস নিউট্রিশনিস্ট- খেলোয়াড়দের শরীর সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে কাজ করেন।

পাবলিক হেলথ নিউট্রিশনিস্ট- নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, বরং সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দেন। কীভাবে তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো যায়, তা নিয়ে কাজ করেন।

এছাড়া মেট্রোপলিটান শহরে বড় রেস্তোরাঁ, জিমনাসিয়ামে ডায়েটিসিয়ান নেওয়া হচ্ছে। রেডিও, টেলিভিশনে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হয়। শরীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের জন্য ডায়েটিসিয়ানদের নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোও নিজেদের পুষ্টি প্রকল্পের জন্য পুষ্টিবিদদের নিয়োগ করে। তাঁদের কাজ মূলত, কমিউনিটি সার্ভে, নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাসের মূল্যায়ন ইত্যাদি। এসবের পাশাপাশি নির্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারি চাকরিতে নিয়োগ মেলে। যেমন, ফুড সেফটি অফিসার। অনেকে আবার চাকরির বদলে নিজেই নিজের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সেই বিকল্পও রয়েছে এক্ষেত্রে। একটি চেম্বার খুলে প্র্যাকটিস চালিয়ে যেতে পারো খেয়ালখুশিমতো।

ভেজাল খাবারে ছেয়েছে বাজার। তাই সেসবের দোষ-গুণ বিচার করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। পুষ্টি নিয়ে পড়াশোনা করলে সুষম খাদ্যের সাহায্যে মানুষকে ভালো রাখার মতো গুরুদায়িত্ব পালনের সুযোগ পাচ্ছ তুমি। খুব কম ছেলেমেয়ে এই বিষয়টি নিয়ে উচ্চশিক্ষার পথে পা বাড়ায়। সুতরাং কেরিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রতিযোগিতারও মুখোমুখি হতে হবে না তোমাকে।

হাত পেতে বেত্রাঘাত নিলেন প্রাক্তনীরা

ভাস্কর শর্মা

হাতের তালুতে বেতের বাড়ি! খুব সুখের অভিজ্ঞতা মোটেও নয়! অথচ তা নিতেই প্রাক্তনীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সম্প্রতি ফালাকাটার পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসবে এই দৃশ্য দেখে অনেকেই চমকে গিয়েছিলেন।

২২ মার্চ শুরু হয়ে সোমবার এই স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান শেষ হল। তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ল। প্রাক্তনীরাই ওইদিনের অনুষ্ঠানে শামিল হতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আবেদন করেছিলেন। নিজে হাতে আবেদনপত্র লিখে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দিয়েছিলেন। সেইমতো রবিবার নির্দিষ্ট সময়েই মূল মঞ্চে প্রাক্তনীদের অনুষ্ঠান শুরু হয়। মঞ্চে প্রাক্তনীরা শিক্ষকদের সংবর্ধনা দেন। পরে প্রাক্তন শিক্ষক থেকে শুরু করে বর্তমান শিক্ষকদের সবাইকে হতবাক করে তাঁদের হাতে 'বেত' তুলে দেওয়া হয়। এর পরে, তাঁরা শিক্ষকদের সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত পেতে 'বেত্রাঘাত' করার আবেদন করেন। মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকরা প্রাক্তনীদের এমন দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান। শিক্ষকরা প্রাক্তনীদের নিরাশ করেননি। আলতো ছোঁয়ায় সন্তানসম প্রাক্তনীদের হাতে বেত ছুঁইয়ে দেন। মঞ্চে তখন নস্টালজিক যেন ফুটছিল টগবগ।

প্রাক্তনীদের পক্ষে সংগীতশিল্পী প্রগতি সাহার কথায়, 'বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। আগে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রশ্রয়, ভালোবাসা ও অনুশাসন ছিল। আজ সেই বিষয়টি যেন অনেকটাই উধাও। আজ জীবনে যতটা যা পেরেছি তাতে শিক্ষকদের ভালোবাসার বেত্রাঘাতের জন্যই হয়েছে। এদিন তাই পুনর্মিলন উৎসবেও পুরোনো স্মৃতি ফিরে আনতেই বেত্রাঘাতের অনুরোধ শিক্ষকদের কাছে করেছি।' স্কুলের আরেক প্রাক্তনী তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক সন্দীপ বিশ্বাসের কথায়, 'বেতের আঘাত তো দূরের কথা, এখন থানা-পুলিশের ভয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের শাসন করতেই ভয় পান। অথচ জীবনে এই বেতের বাড়ির কিন্তু প্রচণ্ডই প্রয়োজন।' একথাকে সমর্থন করে স্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীবাস সরকারের মন্তব্য, 'ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ভয় ও অনুশাসনের সম্পর্ক না ফিরলে, সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় অবক্ষয় রোখা যাবে না।'

২০০০ সালে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এলাকার শিক্ষানুরাগীরা এগিয়ে এসেছিলেন। গত বছর স্কুলটি ২৫ বছরে পা রাখে। জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর গত এক বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিতকুমার চৌধুরী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ভারত-ভুটান ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি চেতন গেলটশেন ও কেজং জিগমে উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের সমাপনী অনুষ্ঠানের সূচনায় ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের মডেলগুলি দর্শকদের মন কাড়ে। স্কুলের পাশের মাঠে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। সন্ধ্যা থেকে সেখানেই অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীদের পাশাপাশি বাংলা ব্যান্ডের গানের অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার দর্শকের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডাঃ প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, 'প্রাক্তনীদের পাশাপাশি বর্তমান পড়ুয়া, স্কুলের প্রতিটি শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ফালাকাটার সর্বস্তরের মানুষের চেষ্টাতেই স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ সুন্দর ও সার্থক হয়েছে।

পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুল ফালাকাটার অন্যতম নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। এলাকার তো বটেই, দূরদূরান্ত থেকেও পড়ুয়ারা এখানে পড়তে আসে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এখনও এই স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব আছে। শ্রেণিকক্ষ সহ উন্নত মানের ডিজিটাল রুম, বই, ল্যাবের সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। আগামীর কথা মাথায় রেখে একটি গার্লস হস্টেলের দাবিও জোরালো হয়েছে। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি মিলন সাহাচৌধুরীর কথায়, 'আমাদের স্কুলে কলা, বিজ্ঞান বিভাগ ছাড়াও আইটি বিভাগও আছে। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আমরা বিভিন্ন কর্মমুখী কোর্স চালু করতে চাই। এমনটা করা গেলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে জীবন নিয়ে পড়ুয়াদের সেভাবে চিন্তা করতে হবে না। আমরা এনিয়ে উদ্যোগ নিতে চলেছি।'

ক্যাম্পাস-কথা

বৈরাতি নৃত্য, কবি সম্মেলন

গৌতম দাস

{রজত জয়ন্তী বর্ষ}

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন, কবি সম্মেলনে উদযাপিত হল বালাকুঠি উচ্চবিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী। ছিল পড়ুয়াদের বৈরাতি নৃত্য পরিবেশন, গণেশ বন্দনাও।

২০০০ সালে ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাকুঠি উচ্চবিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু। এবছর সেই স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ। ২২ এবং ২৩ মার্চ সেই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় প্রদীপ জ্বালিয়ে। সেদিন বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল 'আমার উত্তরবঙ্গ'। তিনটি বিভাগে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। উত্তরবঙ্গের কত জানা-অজানা দিক ফুটে উঠেছে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণির আরিফা পারভিন, দিয়া ধর, রুদ্রজিৎ দে, সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির সৌম্যদীপ সান্যাল, বৃষ্টি পাল, আশিস সরকার, নবম-দশম শ্রেণির দেবাশিস বর্মন, সাগর সরকারদের রংতুলিতে।

সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের শুরুতে 'গণেশ বন্দনা'য় নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে সুস্মিতা বর্মন। বৈরাতি নৃত্য পরিবেশন করে কৃষ্ণা বর্মন, তানিয়া বর্মন, ঝিলিক বর্মনরা। সুস্মিতা সরকার এবং বর্ণালি সূত্রধরের আবৃত্তি সবাইকে মুগ্ধ করে। 'উত্তরবাংলায় আসিয়া যান' গানটির সঙ্গে নেচে হাততালি কুড়োয় টুম্পা বর্মন। এরপর 'নীল দিগন্তে' গানের তালে মঞ্চ মাতায় সংগীতা দে।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের কর্মসূচির প্রথমেই ছিল প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান। প্রাক্তনীদের মধ্যে সন্তোষ যাদব পুলিশে কর্মরত, পুষ্প সরকার রয়েছেন বিএসএফে। সন্তোষের কথায়, 'এতদিন পর স্কুলে ফিরে আসতে পেরে আমরা সকলেই উচ্ছ্বসিত।'

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ২২ জন কবিকে নিয়ে আয়োজিত হয় 'কবি সম্মেলন'। বাংলা এবং রাজবংশী ভাষায় কবিতা পাঠ করে অনুষ্ঠানকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছিলেন। কাশিয়াবাড়ির যতীন বর্মা পাঠ করলেন 'আয়, আমরা ঠ্যাং বাড়াই' কবিতাটি। এসেছিলেন শালবাড়ির পীযূষ সরকার। তিনি বাংলা ভাষায় 'পাখিজন্ম' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এছাড়া, রাজবংশী ভাষায় 'নিশা' কবিতাটি দর্শকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। কবি সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের অম্বরীশ ঘোষ, কোচবিহারের মাধবী ঘোষ, জয়ন্ত দত্ত, বর্ণজিৎ রায়, শুভজিৎ ঘোষ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষে বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান শিক্ষক অজিত অধিকারী বলেন, 'গুটিগুটি পায়ে বিদ্যালয়টি ২৫ বছরে পা দিল। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক থেকে এলাকাবাসী, সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে।' তিনি জানান, স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি জয়ন্তকুমার বর্মন এবং সদস্য পরিতোষ পাল অনুষ্ঠান আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

অনুষ্ঠানে ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ।

আলোচনায় উত্তরের সমাজ ও জীবিকার চ্যালেঞ্জ

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত 'উত্তরবঙ্গের সমাজ, সংস্কৃতি, স্থান ও জীবিকানির্বাহের সুযোগ : সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনার বহুমুখী আলোচনা এবং সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধন হয়ে উঠল। বিভিন্ন জায়গা থেকে গবেষক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ ও পড়ুয়ারা অংশ নেন সেখানে।

স্বাগত ভাষণ দেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডঃ জয়দীপ রায়। এরপর ডঃ রাজীব ভৌমিক সেমিনারের মূল বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর ওপর আলোকপাত করা সেমিনারের উদ্দেশ্য।'

সেখানে ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ গিরীন্দ্রনারায়ণ রায়। তাঁর মতে, 'উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতি বহুমুখী এবং সমৃদ্ধ। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, সীমান্ত সমস্যা ও কর্মসংস্থানের সংকট এই অঞ্চলের সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।'

প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়কে। নিজের বক্তব্যে তিনি দিশা দেখানোর চেষ্টা করেছেন, 'উত্তরবঙ্গের পর্যটন, চা শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের বিকাশ ঘটিয়ে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।'

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, 'সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবিকার উন্নয়নে সঠিক গবেষণা, নীতি-পরিকল্পনা এবং শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন।'

শেষে আইকিউএসি-র পরিচালক ডঃ রঞ্জিতকুমার ঘোষ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরবর্তী অংশ শুরু হয় বিকেল পাঁচটা থেকে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তরের বিভিন্ন জনজাতি ও সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়। চমক ছিল ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরে বোড়ো জনজাতির পড়ুয়াদের ফ্যাশন শো। এরপর লোকসংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা। তাছাড়া স্থানীয় নৃত্যশিল্পী সাগ্নিকা দেবনাথ ও রুচিরা চৌধুরীর পরিবেশিত ভরতনাট্যম মুগ্ধ করে দর্শকদের।

অনুষ্ঠানের সমন্বায়ক প্রফেসর সুজয় দেবনাথ ও জয়লাল দাসের ব্যাখ্যায়, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও জীবনধারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে পঞ্চাশটিরও বেশি গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনায় উঠে এসেছে উত্তরের সমাজ, সংস্কৃতি এবং জীবিকার সমস্যা, সম্ভাবনা। গবেষকদের মতে, সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণাপত্রের সুপারিশগুলো মাথায় রাখলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে ইতিবাচক বদল আসবে।

আলোচনায় উঠে আসে কৃষি, চা শিল্প, পর্যটন এবং ক্ষুদ্র শিল্প এই অঞ্চলের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ। তবে শিল্পের অভাব এবং আধুনিক প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে। উত্তরবঙ্গের সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে আগের তুলনায়, তবে কিছু এলাকায় এখনও পরিকাঠামোর অভাব ভীষণরকম। সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বক্তারা আরও উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরামর্শ দেন।

প্রধান বিচারপতিকে চিঠি

ভার্মাকে কাজ থেকে সরানোর আর্জি

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বদলির আদেশ স্থগিত করার আবেদন জানিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে চিঠি লিখলেন গুজরাট, কেরল, কর্ণাটক, লখনউ, এলাহাবাদ সহ ছয়টি হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রধানরা।

যশবন্ত ভার্মার দিল্লির ৩০, তুঘলক ক্রিসেন্টের সরকারি বাসভবনে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা পাওয়ার পর তাঁকে বদলি করা হয়। এই ঘটনায় বার অ্যাসোসিয়েশনগুলি স্বচ্ছ তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিচারপতির জবাবদিহি চাওয়ার দাবি জানিয়েছে। বার প্রধানদের অনুরোধের পর প্রধান বিচারপতি খান্না তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি হয়েছেন।

বার প্রধানদের চিঠিতে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায়ের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিচারপতি ভার্মার বদলির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং সমস্ত প্রশাসনিক কাজ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছে ওই চিঠিতে। একইসঙ্গে হুঁশিয়ারির সুরে এও জানানো হয়েছে, বিচারপতি ভার্মার বদলির আদেশ বাতিল না করা হলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সংহতি জানাতে এলাহাবাদে বৈঠক করে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করবেন ছয়টি বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রধানরা।

অন্যদিকে চলতি সপ্তাহেই বিচারপতি ভার্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটির। তবে তার আগেই নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে প্রবীণ আইনজীবী সিদ্ধার্থ অগ্নিহোত্রী, মেনকা গুরুস্বামী, অরুন্ধতী কাটজু ও তারা নরুলার সঙ্গে কথা বলে আইনি পরামর্শ নিয়েছেন বিচারপতি ভার্মা।

বিচারপতি ভার্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৪ মার্চ তাঁর বাসভবনে আগুন লাগার পর সেখান থেকে ‘চার-পাঁচটি বস্তায় ভরা আধ-পোড়া ভারতীয় টাকা’ উদ্ধার করা হয়। তবে তিনি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউ এই অর্থের বিষয়ে কিছু জানেন না। এখন দেখার, তদন্তের পর বিচারপতি ভার্মার ভবিষ্যৎ কোন দিকে বাঁক নেয়।

ভূতুড়ে ভোটার বিতর্কের জবাবে বাংলায় অনুপ্রবেশ অস্ত্রে শান শা-র

‘রাজ্যের জন্যই কাঁটাতারহীন সীমান্ত’

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : আগামী বছর বিধানসভা ভোটে এপিক বিতর্ক যে তৃণমূলের অন্যতম তুরুপের তাস হতে চলেছে সেটা ইতিমধ্যে স্পষ্ট। এর জবাবে রাজ্যের শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ও তোষণের পুরোনো অভিযোগে ফের শান দিয়েছে বিজেপি। একইসঙ্গে নজিরবিহীনভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৪৫০ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতার বসানো যাচ্ছে না শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে।

বৃহস্পতিবার লোকসভায় ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স বিল, ২০২৫ নিয়ে জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে শা তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারকে। তিনি বলেন, ‘সীমান্তের ৪৫০ কিলোমিটার এলাকায় এখনও কাঁটাতার বসানোর কাজ বাকি রয়েছে। আমরা ১০টি রিমাইন্ডার পাঠিয়েছি। কাঁটাতার বসানোর জন্য জমি চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের সঙ্গে সাতবার বৈঠক করেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না।’

লোকসভায় আক্রমণাত্মক মেজাজে অমিত শা। বৃহস্পতিবার।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই কথা শুনে তৃণমূল সাংসদরা হইচই শুরু করেন। তাঁদের চিৎকারে পাত্তা না দিয়ে শা-র তোপ, ‘যখনই আমরা কাঁটাতার বসাতে যাই তখন শাসকদলের কর্মীরা এসে গুন্ডাগিরি করে। ধর্মীয় স্লোগান দেয়। আমি সাফ বলে দিতে চাই, শুধুমাত্র অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি রাজ্য সরকারের কৃপাদৃষ্টির কারণেই ৪৫০ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর কাজ আটকে রয়েছে।’ বাংলাদেশে পট পরিবর্তনের পর থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার বসানো নিয়ে বিএসএফ-বিজিবি বারবার গোলমালে জড়িয়েছে। একাধিক বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু কাঁটাতার বসাতে না পারার জন্য শা এদিন যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আক্রমণ করেছেন তা বঙ্গ রাজনীতির পারদ আরও চরমে তুলে দিয়েছে।

> সীমান্তের ৪৫০ কিলোমিটার এলাকায় এখনও কাঁটাতার বসানোর কাজ বাকি রয়েছে। আমরা ১০টি রিমাইন্ডার পাঠিয়েছি। কাঁটাতার বসানোর জন্য জমি চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের সঙ্গে সাতবার বৈঠক করেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার জমি দিচ্ছে না।
>
> **অমিত শা**

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী কিংবা রোহিঙ্গা যারাই হোক, কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল তখন অসম দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করত। এখন তারা পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। কারণ সেখানে তৃণমূল ক্ষমতায় আছে।’ তিনি বলেন, ‘কারা ওদের আধার কার্ড, নাগরিকত্ব দিচ্ছে? যে সমস্ত বাংলাদেশি ধরা পড়েছে তাদের সকলের কাছে ২৪ পরগনার আধার কার্ড রয়েছে। তৃণমূল ওদের আধার কার্ড দিয়েছে। ওরা ভোটার কার্ড নিয়ে দিল্লিতে এসেছে।’ এরপরই শা-র হুংকার, ‘২০২৬ সালে বিজেপি যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসবে তখন আমরা এসব বন্ধ করে দেব।’

শা-র আক্রমণের জবাবে তৃণমূল সামাজিক মাধ্যমে বাংলায় বিএসএফের এক্তিয়ারবৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। জোড়াফুল শিবিরের বক্তব্য, ‘এ কেমন বিচার? বাংলায় বিএসএফের এক্তিয়ার ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করা হয়েছে। অন্যদিকে গুজরাটে ৮০ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে ৫০ কিলোমিটার করা হয়েছে।’ তৃণমূলের তোপ, ‘বিএসএফ বাংলার সীমানায় নিজের কাজ করতে ব্যর্থ হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দোষারোপ করা হয়। নিজেদের ত্রুটিমুক্ত করার বদলে কেবল অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোই কি এখন কেন্দ্রের কাজ?’ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলের খোঁচা, ‘বিএসএফ যদি চায় তাহলে যে-কোনো অনুপ্রবেশকারীকে একদিনের মধ্যে ফেরত পাঠানো যায়। কিন্তু অমিত শা তা চান না। কারণ সেটা হলে বাংলায় ওঁদের নোংরা রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা চলবে কীভাবে?’

এদিন এপিক ইস্যুতে সংসদে ট্রেজারি বেঞ্চের ওপর চাপ বাড়ানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এই বিষয়ে আলোচনার দাবিতে তৃণমূলের পাঁচ সাংসদ। কিন্তু সেগুলি খারিজ করে দেন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর।

বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এপিক নিয়ে বলতে গেলে তাঁর বক্তব্য মাঝপথেই থামিয়ে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে বিরোধী দলগুলি সভা থেকে ওয়াকআউট করে।

ভারতে আসছেন পুতিন

মস্কো, ২৭ মার্চ : আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই কথা জানিয়েছেন সেদেশের বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটাই হবে তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। বৃহস্পতিবার মস্কোয় আয়োজিত ‘রাশিয়া ও ভারত : দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নয়া পর্ব’ শীর্ষক এক আলোচনায় লাভরভ জানান, তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর বিদেশে প্রথম গন্তব্য হিসাবে রাশিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তারপর গত অক্টোবরে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ফের রাশিয়ায় এসেছিলেন। সেই সম্মেলনের ফাঁকে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন তিনি। ওই সময় পুতিনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান মোদি। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

লাভরভ বলেন, ‘গত বছর প্রধানমন্ত্রী মোদি পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর রাশিয়ায় প্রথম বিদেশ সফরে এসেছিলেন। এবার আমাদের পালা। আমাদের প্রেসিডেন্ট ভারত সফরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন। সফরের খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করা হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি তিনি ভারতের উদ্দেশে রওনা দেবেন।’ যদিও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তাঁর সফরসূচি নিয়ে রুশ বিদেশমন্ত্রক বা ক্রেমলিনের তরফে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি।

পুতিনের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে জেলেনস্কি

কিভ, ২৭ মার্চ : ট্রাম্প সরকারের মধ্যস্থতার চেষ্টার মধ্যেই নিজস্ব গতিতে চলছে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। যুদ্ধে রাশিয়ার পাল্লা ভারী। নানা ভাবে সেকথা বোঝানোর চেষ্টা করছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। এমন সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

বর্তমানে ফ্রান্স সফরে রয়েছেন তিনি। সেখানে এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, গুরুতর অসুস্থ পুতিন। তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে। তবে রুশ শীর্ষনেতার অসুস্থতার কারণ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি জেলেনস্কি। তাঁর কথায়, ‘এটা সত্যি যে উনি খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবেন।’ বেশ কিছুদিন ধরে পুতিনের শারীরিক অবস্থা নিয়ে পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমে জল্পনা চলছে। পুতিনের টিউমার বা ক্যানসার হয়েছে বলে নানা সময়ে দাবি করা হয়েছে। কখনও বলা হয়েছে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত। কখনও আবার দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, কিডনির সমস্যায় ভুগছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। পুতিন পার্কিনসন্সে আক্রান্ত এমন কথাও শোনা গিয়েছে। যাবতীয় দাবিকে অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দিয়েছে ক্রেমলিন।

যোগীকে কটাক্ষে ভরালেন স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২৭ মার্চ : ভাষা বিতর্কে এবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে তীব্র ভাষায় নিশানা করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে যোগী অভিযোগ করেছিলেন, নিজের ভোটব্যাংক বিপন্ন বলেই অঞ্চল ও ভাষার ভিত্তিতে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছেন স্ট্যালিন। এর জবাবে আগেও একাধিকবার সংসদের ভিতরে ও বাইরে ত্রিভাষা নীতির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে ডিএমকে। ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দেশের একাধিক বিরোধীশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়েছেন স্ট্যালিন। কিন্তু তাঁর ওই নীতি যে বিজেপি মানতে নারাজ, সেটা যোগীর কথাতেই স্পষ্ট। তিনি

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে তীব্র রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক হাস্যকৌতুক বলে কটাক্ষ করেছেন স্ট্যালিন। ডিএমকে সভাপতি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আমাদের দল মোটেই কোনও ভাষার বিরোধী নয়। শুধুমাত্র ভাষাগত আগ্রাসন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে। এটা মোটেই ভোট রাজনীতির জন্য হিংসা নয়। বরং এটা মর্যাদা এবং ন্যায়বিচারের লড়াই।’ তাঁদের প্রতিবাদ যে দেশব্যাপী সাড়া ফেলেছে, সেই দাবি জানিয়ে স্ট্যালিন বলেন, ‘আমাদের দুই ভাষা নীতির পক্ষে এবং ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে আমাদের অবিচল অবস্থান দেশে সাড়া ফেলায় বিজেপি দৃশ্যতই অস্বস্তিতে পড়েছে। আর যোগী আদিত্যনাথ আমাদের হিংসা নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন? আমাদের দয়া করুন। এটা শুধু নিছক উপহাস নয়, তীব্র রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক হাস্যকৌতুকও বটে।’

> যোগী আদিত্যনাথ আমাদের হিংসা নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছেন? আমাদের দয়া করুন। এটা শুধু নিছক উপহাস নয়, তীব্র রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক হাস্যকৌতুকও বটে।
>
> **এমকে স্ট্যালিন**

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এর বলেছেন, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার বদলে ওঁরা ভাষা এবং অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরি করছেন। এই ধরনের রাজনীতি দেশকে দুর্বল করে। যোগী বলেন, ‘তামিল ভারতের সবথেকে পুরোনো ভাষাগুলির মধ্যে একটি। তার ইতিহাস সংস্কৃতর মতোই প্রাচীন। সমস্ত ভারতীয় তামিল ভাষাকে সম্মান করেন। ডিএমকে যে অবস্থান নিয়ে চলছে তা সংকীর্ণ মানসিকতা।’

দাম বাড়ছে সুগার-ক্যানসার ওষুধের

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : ফের কপালে ভাঁজ সাধারণ মানুষের। কারণ, আবার দাম বাড়ছে ক্যানসার থেকে শুরু করে ডায়াবিটিস ও হার্টের অসুখের চিকিৎসায় ব্যবহৃত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত বহু ওষুধের দাম বাড়ানো হবে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, এই ওষুধগুলির দাম ১.৭ শতাংশ বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই দাম বাড়ার বিষয়ে অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস (এআইওসিডি)-র সাধারণ সম্পাদক রাজীব সিংঘল বলেন, এই পদক্ষেপ ওষুধ শিল্পে স্বস্তি নিয়ে আসবে। কারণ, কাঁচামালের দাম ও অন্যান্য খরচ প্রচুর বেড়েছে। তাঁর কথায়, ‘বাজারে নতুন দামের ওষুধ দেখতে আরও দুই-তিন মাস লাগবে। কারণ, বাজারে সব সময় প্রায় ৯০ দিনের বিক্রয়যোগ্য ওষুধ থাকে।’ সংসদের রাসায়নিক ও সার বিষয়ক স্থায়ী কমিটির একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ফার্মা কোম্পানিগুলি বারবার ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের নিয়মভঙ্গ করছে। তারা অনুমোদিত দামবৃদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এআই ড্রোনের সফল পরীক্ষা

পিয়ংইয়ং, ২৭ মার্চ : সামরিক শক্তি বাড়াতে কৃত্রিম মেধাযুক্ত আত্মঘাতী ড্রোনের সফল পরীক্ষা করল উত্তর কোরিয়া। বৃহস্পতিবার এদেশের সরকারি সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, গুপ্তচর ড্রোনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখেছেন দেশের সর্বাধিনায়ক কিম। তিনি ড্রোনে ব্যবহৃত উন্নত ইলেক্ট্রনিক জ্যামিং ব্যবস্থাও পরখ করেছেন। নিজেদের অস্ত্রাগার সম্প্রসারিত করছে। পরীক্ষা চলছে উন্নত যুদ্ধাস্ত্রের। অস্ত্র তৈরির কারখানাগুলি পরিদর্শন করেন কিম।

কারা এরা? চিতার বাচ্চা। বয়স মাত্র দু’মাস। কুনো ন্যাশনাল পার্কে। -পিটিআই

চিন সফরে জনসংযোগে জোর ইউনূসের

‘চাপে’ মুখ ঢাকল মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরাল

ঢাকা, ২৭ মার্চ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে লঘু করে ২০২৪-এর জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), জামাত ই ইসলামির মতো দল। ২৬ মার্চ দেশের নানা জায়গায় সেই চেষ্টা টের পাওয়া গিয়েছে। তালিকায় নবতম সংযোজন লালমণিরহাটে বিডিআর রোডের ধারে মুক্তিযুদ্ধের একটি ম্যুরাল ঢেকে ফেলা। বুধবার স্থানীয় প্রশাসন নীল-সাদা কাপড় দিয়ে ম্যুরালটি ঢেকে দেয়। কারণ হিসাবে জানানো হয়েছে, ২০২৪-এর জুলাই বিপ্লবের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় ছাত্র-জনতার দাবি মেনে ম্যুরালটি ঢেকে রাখা হয়েছে। ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ম্যুরালে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুজিবনগর সরকার গঠন, ’৭১-এর গণহত্যা, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উৎসব, সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ, ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হাতে

> ম্যুরালে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উৎসব, ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হাতে উচ্ছ্বসিত সাধারণ মানুষের নানা খণ্ডদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

উচ্ছ্বসিত সাধারণ মানুষের নানা খণ্ডদৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। এমন একটি ম্যুরাল কীভাবে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনকে খাটো করেছে সমাজমাধ্যমে অনেকেই সেই প্রশ্ন তুলেছেন।

ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে মুক্তিযুদ্ধ ও ২৬ মার্চের গৌরব বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করেছেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান। বুধবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, ‘আজ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। আমাদের জাতীয় জীবনে দিনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।’ দেশে মুক্তিযুদ্ধকে যখন বিতর্কিত করার চেষ্টা চলছে তখন চিন সফরে ব্যস্ত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। সফরের প্রথম দু’দিনে চিনের সঙ্গে কোনও চুক্তি বা মউ স্বাক্ষর করেননি তিনি। তাঁর সফরসূচি জুড়ে রয়েছে চিন সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়া। বৃহস্পতিবার চিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিং জুয়েশিয়াংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। শুক্রবার তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকের কথা রয়েছে।

রেল মানচিত্রে কাশ্মীর উপত্যকা

শ্রীনগর, ২৭ মার্চ : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারতীয় রেলের মানচিত্রে জুড়ল কাশ্মীর উপত্যকার নাম। ১৯ এপ্রিল কাটরা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত প্রথম ট্রেনের যাত্রার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, কাশ্মীর উপত্যকায় প্রথম ট্রেন হিসেবে ছুটতে পারে বন্দে ভারত। একইসঙ্গে ওইদিন বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলসেতু চন্দ্রভাগা সেতুরও দ্বারোদ্ঘাটন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠানে হাজির থাকার কথা জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের। জানা গিয়েছে, গোড়ায় কাটরা থেকে চললেও অগাস্টে জম্মু থেকে শ্রীনগর/বারামুলা পর্যন্ত চলবে ট্রেন। তবে দিল্লি-শ্রীনগর রুটে এখনও পর্যন্ত কোনও ট্রেন চালু হয়নি।

কুণাল বনাম টি সিরিজ

মুম্বই, ২৭ মার্চ : স্ট্যান্ড আপ কমিডি শো ‘নয়া ভারত’-এর এক হিন্দি গানের প্যারোডিতে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে গদ্দার বলে কটাক্ষ করেছিলেন কৌতুক অভিনেতা কুণাল কামরা। সেই প্যারোডি ভিডিওয় ‘কপিরাইট স্ট্রাইক’ পাঠিয়েছে মিউজিক কোম্পানি টি সিরিজ। বৃহস্পতিবার সেই টি সিরিজকে নিশানা করেন কুণাল। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘হ্যালো টি সিরিজ, দালাল হওয়া বন্ধ করো। প্যারোডি এবং স্যাটায়ার আইনত ন্যায্য ব্যবহারের আওতায় আসে। আমি গানের কথা বা মূল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিনি। আপনি যদি এই ভিডিওটি সরিয়ে ফেলেন তাহলে তো প্রতিটি গান বা নৃত্যের ভিডিও সরিয়ে ফেলতে হবে। নির্মাতারা দয়া করে এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন।’ ‘ভারতের প্রতিটি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান মাফিয়াদের থেকে কম নয়’ বলেও পোস্টে মন্তব্য করেন তিনি।

২৩ মার্চ ৪৫ মিনিটের বিতর্কিত ভিডিওটি আপলোড করেছিলেন কুণাল। টি সিরিজের কপিরাইট স্ট্রাইকের কারণে সেটি ব্লক করা হয়েছে। ফলে ভিডিও-র ভিউ ও লাইক বাবদ তাঁর অর্থপ্রাপ্তির পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিকে পুলিশের কাছেহাজিরার দেওয়ার সময় চাওয়া হলে খারিজ করে দিয়েছে মুম্বই পুলিশ।

ওলা-উবরের বিকল্প এবার ‘সহকার ট্যাক্সি’

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : ওলা-উবরের সঙ্গে টক্কর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘যাত্রী সাথী’ প্রকল্প ইতিমধ্যে কেবল জনপ্রিয়ই নয়, বেশ সাফল্যও পেয়েছে। গত দেড় বছরে এই অ্যাপের মাধ্যমে বলার মতো লাভ হয়েছে সরকারের। এবার তারই অনুসরণে কেন্দ্রীয় সরকারও একটি পরিবহণ পরিষেবা চালু করতে চলেছে। কেন্দ্রের এই পরিষেবা ছড়িয়ে পড়লে ওলা-উবরের ব্যবসা ধাক্কা খাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংসদে জানিয়েছেন, ‘সহকার ট্যাক্সি’ নামে একটি নতুন যাত্রী পরিবহণ পরিষেবা খুব শীঘ্রই চালু করতে যাচ্ছে কেন্দ্র। ওই অ্যাপ বা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে গাড়ি, ট্যাক্সি বা অন্যান্য যানবাহন বুক করতে পারবেন যাত্রীরা। এটি একটি সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থা, যা চালকদের সরাসরি লাভের সুযোগ দেবে। ওলা ও উবরের মতো অ্যাপ-ভিত্তিক পরিষেবার আদলে তৈরি এই উদ্যোগে তুলনামূলক কম

খরচে দুই চাকা, ট্যাক্সি, রিকশা এবং চার চাকার গাড়ি বুক করে কাছে-দূরে যেতে পারবেন যাত্রীরা। এই পরিষেবায় কোনও ‘তৃতীয় পক্ষ’ লাভের ভাগ নিতে পারবে না।

লোকসভায় শা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘সহকার সে সমৃদ্ধি’ (সমবায়ের মাধ্যমে উন্নতি) নীতি রূপায়ণের কথা মাথায় রেখেই এই পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, ‘এটি নিছক একটি স্লোগান নয়। গত সাড়ে তিন বছর ধরে সমবায় মন্ত্রক একে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যেই একটি বড় সমবায় ভিত্তিক ট্যাক্সি পরিষেবা চালু হবে, যা চালকদের সরাসরি লাভের অংশীদার করবে।’

গাড়ি আমদানিতে ২৫ শতাংশ শুল্ক

ট্রাম্পের ঘোষণায় ‘সিঁদুরে মেঘ’ আমেরিকার পরিবহণশিল্পে

ওয়াশিংটন, ২৭ মার্চ : ভারত, চিন, কানাডা, মেক্সিকো...। সামনের সারির বাণিজ্য সহযোগীদের মধ্যে প্রায় সবার সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট দেশগুলি আমেরিকা থেকে আমদানি করা পণ্যে চড়া হারে শুল্ক বসায়। আর আমেরিকার কম আমদানি শুল্কের সুযোগ নিয়ে সেখানে পণ্য ও পরিষেবা বিক্রি করে লাভবান হয়। বৃহস্পতিবার সেই ট্রাম্পই একতরফাভাবে আমেরিকায় আমদানি করা সব ধরনের গাড়ির ওপর ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছেন। শুধু গাড়ি নয়, বিদেশ থেকে গাড়ির যেসব যন্ত্রাংশ আমদানি করা হয়, তার ওপরও এই বর্ধিত শুল্ক কার্যকর হবে।

বিশ্বের অন্যতম বড় গাড়ির বাজার আমেরিকা। মার্কিন সংস্থাগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ থেকে সেখানে গাড়ি রপ্তানি করা হয়। আবার আমেরিকার গাড়ি উৎপাদকরা বিদেশ থেকে যন্ত্রাংশ আমদানি করে। ফলে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের প্রভাব দেশি-বিদেশি সব গাড়ি উৎপাদকের ওপর প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন সেই আশঙ্কা প্রবলতর হয়েছে প্রায় সবকটি মার্কিন গাড়ি উৎপাদকের শেয়ারদর পড়ে যাওয়ায়। জেনারেল মোটরসের শেয়ারের দাম প্রায় ৩ শতাংশ কমেছে। জিপ এবং ক্রিসলারের মালিক স্টেলান্টিসের শেয়ারদর পড়েছে ৩.৬ শতাংশ। তবে সামান্য বেড়েছে ফোর্ডের শেয়ার।

ট্রাম্প অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ‘আমরা কার্যকরভাবে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব। এর ফলে রাজস্ব খাতে সরকারের আয় বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার বাড়বে। এই সিদ্ধান্ত আমেরিকার আর্থিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে।’ শুল্ক বাড়ায় আমেরিকায় গাড়ির বাজার কি ধাক্কা খাবে? উৎপাদন কমাতে বাধ্য হবে দেশীয় সংস্থাগুলি?

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সেই সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, শুল্কের চাপে বিদেশ থেকে গাড়ি আমদানি কমবে। আমেরিকার বাজারে দেশীয় সংস্থাগুলির অংশীদারি বাড়বে। ভবিষ্যতে আমেরিকায় কারখানা তৈরি করতে বাধ্য হবে বিদেশি গাড়ি প্রস্তুতকারকরা।

আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া গাড়ির বড় অংশ যায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কানাডা থেকে। ট্রাম্পের ঘোষণার পরেই মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক ডেকেছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নে। আমেরিকার শুল্ক বৃদ্ধির জবাব দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। একই ইঙ্গিত দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও। তারপরেই দু’পক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প।

সফল প্রজননে সিংহ শাবকের জন্ম বেঙ্গল সাফারিতে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ : রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পর এবার সিংহের সফল প্রজনন। নতুন নজির গড়ল শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ। কয়েকমাস আগে সাফারি পার্কে সিংহ শাবকের জন্ম হয় বলে জানা গিয়েছে বন দপ্তর সূত্রে।

কর্তৃপক্ষের দাবি, শাবক দুটি সিংহ দম্পতি সুরজ ও তনয়ার। তবে একটি জন্মের পর থেকে অসুস্থ ছিল। কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যু হয় ওই শাবকের। আরেকটিকে সাফারির চিকিৎসাকেন্দ্রে কড়া নজরদারিতে রাখা হয়। আপাতত সুস্থ সে। বনমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) বীরবাহা হাঁসদার কথায়, 'সাফারি পার্কে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পর সিংহের সফল প্রজনন আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। সম্প্রতি হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের জন্ম হয়েছে। বিশেষ যত্নে রাখা হচ্ছে শাবকদের।'

সিংহ শাবকের জন্ম নিয়ে গর্ব করলেও বিতর্কে জড়িয়েছে বন দপ্তর। প্রথমে তনয়ার গর্ভাবস্থাকে ফলস প্রেগন্যান্সি বলে প্রচার চালিয়েছিল। কেন সেটা করা হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে কি শেষপর্যন্ত দুটি শাবকের মৃত্যু হলে, ফলস প্রেগন্যান্সি বলেই চালিয়ে দেওয়া হত? এই ইস্যুতে মুখ খুলতে নারাজ বনকর্তারা।

বৃহস্পতিবার বীরবাহা শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক পরিদর্শনে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরী সহ অন্য বনকর্তারা। সেখানে হলং বনবাংলো সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সেই দিকটি দেখছেন। তিনি যেমনভাবে বলবেন, সেভাবে কাজ হবে।'

গত কয়েকমাসে সাফারি পার্কে একটি এশিয়াটিক হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার, তিনটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও চারটি সাংহাই হরিণের জন্ম হয়েছে।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ত্রিপুরার সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা থেকে আনা হয় একজোড়া সিংহ। শিলিগুড়িতে আনার পরেই তাদের নাম নিয়ে বিতর্ক বাধে। এমনকি

সিংহের জলপান। শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে।

রয়েল বেঙ্গল, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার

বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। শেষপর্যন্ত রাজ্য সিংহ জুটির নাম বদলে সুরজ ও তনয়া রাখে। এরপর বেঙ্গল সাফারি পার্কে দুজনের মধ্যে সখ্য তৈরি হয় এবং অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে তনয়া। মাসপাঁচেক আগে দুই শাবকের জন্ম দেয় সে। জন্মের পর থেকে দুই সদ্যোজাতের শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসকদের নজরদারিতে ছিল ওরা। যাবতীয় সতর্কতার পরেও এক শাবকের মৃত্যু হয়। অপরটি বর্তমানে সুস্থ। পুরুষ শাবকটি এখন এনক্লোজারে মায়ের সঙ্গে স্বাভাবিক ছন্দে খেলাধুলো আর খাওয়াদাওয়া করছে।

সাফারি থেকে অন্য চিড়িয়াখানায় পাঠানো হয়েছে আটটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বেঙ্গল সাফারিতে এই মুহূর্তে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ১১। গত অর্থ বছরের তুলনায় চলতি বছর পার্ক রেকর্ড সংখ্যক আয় করেছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। এখনও পর্যন্ত আয়ের পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি টাকা। গত আর্থিক বর্ষে আয় ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা। জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় জলহস্তী এবং আরও চশমা মুখো বাঁদর, সাংহাই হরিণ আনার পরিকল্পনা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

উত্তপ্ত মোথাবাড়ি

মালদা, ২৭ মার্চ : গোষ্ঠী সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। আর তার জেরে পথ অবরোধকে ঘিরে বৃহস্পতিবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মালদার মোথাবাড়ি থানা এলাকা। পুলিশের সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধ। দফায় দফায় উত্তেজিত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুড়তে থাকে। পুলিশের গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। কিন্তু তাতে পরিস্থিতি আরও বেগতিক হয়ে ওঠে। মোথাবাড়ি সদরের চার প্রান্তে রাজ্য সড়কের উপর ক্ষিপ্ত জনতা ভাঙচুর, আগুন ধরিয়ে দেয়। এমনই অভিযোগ ওঠে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে মালদা সদর থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী পাঠানো হয়। নামানো হয় র‍্যাফ। কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট চালিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালায় পুলিশ। পরে কাঁদানে গ্যাস ছাড়ায় পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। জনতার ছোড়া ইট পাটকেলে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন বলে জেলা পুলিশসূত্রে জানানো হয়েছে। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ২০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

জমি বিবাদ

বেলাকোবা, ২৭ মার্চ : আদালতে মামলা চলা সত্ত্বেও জমি বিবাদ দিয়ে দুই ভাইয়ের ঝামেলায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। স্থানীয়দের দাবি, রাঙাবাড়ি এলাকায় চার বিঘা জমির মালিকানা নিয়ে দুই ভাই শিবেন রায় এবং নৃপেন রায়ের মধ্যে অশান্তি চলছে। দুজনে একে অপরের বিরুদ্ধে মামলাও করেছেন।

শিবেনের ছেলে বজিন্দ্রর রায়ের অভিযোগ, 'নৃপেন রায় ও তাঁর দুই জামাই অনিল সিং এবং পরিমল রায় জমি দখল করতে চাইছেন। ধারালো অস্ত্র সহ লোকজন নিয়ে এসে আমাদের রীতিমতো হুমকি দেওয়া হচ্ছে।' নৃপেনের জামাই অনিল ওই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে জানিয়ে বলেন, 'শ্বশুরমশাই ৪০ বছর ধরে ওই জমি ভোগ করছেন। ছয় মাস আগে আদালতও আমাদের পক্ষে রায় দেয়। তাই দখলের কোনও প্রশ্ন নেই।' খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উভয়পক্ষকে জমির নথিপত্র নিয়ে থানায় দেখা করতে বলে। কোনও অশান্তি না করার জন্য পুলিশ দুই পক্ষকেই হুঁশিয়ারি দেয়।

বৈঠক

ধূপগুড়ি, ২৭ মার্চ : সভাপতি ঘোষণা হলেও মণ্ডল কমিটি এখনও তৈরি হয়নি। কিন্তু বিজেপির টাউন মণ্ডলের ওয়ার্ডভিত্তিক বৈঠকে কোনও খামতি নেই। পদ্ম শিবির সূত্রে খবর, প্রায় ১৪ মাস পদে রাখার পর ধূপগুড়ি টাউন মণ্ডলের সভাপতি কৃষ্ণদেব রায়কে সরিয়ে দিয়ে দল নতুন সভাপতি পদে পাপাই বসাককে আনে। তারপর নতুন কমিটি গঠিত হয়নি। তবু দলীয় নেতৃত্বরা ভোট প্রস্তুতিতে খামতি রাখতে চাইছে না। নতুন সভাপতি পাপাই বসাক বলেন, 'কমিটি দ্রুত গঠন করা হবে। তার আগে ওয়ার্ডভিত্তিক বৈঠক হচ্ছে। পুরভোট ঘোষণা না হলেও দলীয়ভাবে খামতি রাখা হচ্ছে না। ধারাবাহিকভাবে বৈঠক করে দলকে চাঙ্গা রাখা হচ্ছে।' বিজেপি নেতৃত্বদের কথায়, ওয়ার্ডভিত্তিক সক্রিয় কর্মীদের খোঁজ করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে থেকে সক্রিয় কর্মী নিয়ে মণ্ডল কমিটি গঠিত হবে।

ছাপ্পা ভোটে জিতেছেন রবি, তোপ ভূষণের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৭ মার্চ : ছাপ্পা ভোটে জিতে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কোনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা নয়, খোদ শাসকদলেরই কাউন্সিলার তথা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভূষণ সিং এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি দুর্নীতিগ্রস্ত বলে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভূষণ। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। বর্তমান কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানকে 'চোর' বলে তাঁর পদত্যাগও দাবি করেছেন। বৃহস্পতিবার ভূষণের করা ওই অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় হয়েছে জেলার রাজনীতি। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্য ইতিমধ্যেই এই নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধতে শুরু করেছে। ভূষণের অভিযোগকে অবশ্য গুরুত্ব দিতে নারাজ রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেন, 'কে কী বলেছেন তা আমি জানি না। আমি বলতেও পারব না। যিনি বলেছেন, তিনিই এ বিষয়ে বলতে পারবেন।'

দীর্ঘদিন পর বুধবার পুরসভায় বোর্ড মিটিং ডেকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু ওই বোর্ড মিটিংয়ে ১১ জন কাউন্সিলার যাননি। চেয়ারম্যান মাত্র ছয়জন কাউন্সিলারকে নিয়ে বোর্ড মিটিং করেছেন। যা নিয়ে পুরসভার অন্দরে ব্যাপক হইচই হয়। এদিন পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলার ভূষণ বলেন, 'চেয়ারম্যান কোনও কাউন্সিলারের কথা শোনেন না। তিনি যেটা মনে করেন সেটাই করেন।' ভূষণের অভিযোগ, বোর্ডের মিটিং ছাড়া, অনুমতি ছাড়া বিভিন্ন ভেটিং করেছেন চেয়ারম্যান। বিল পাশ করিয়েছেন, কোটি কোটি টাকার অনুমোদন করে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। তখন বোর্ডের দরকার পড়েনি। কাউন্সিলারের দাবি, 'সদস্যরা ভেবেছেন তখন যখন দরকার পড়েনি। তাহলে এখন গিয়ে কী লাভ! সেই জন্য দলের অধিকাংশ কাউন্সিলার বোর্ড মিটিংয়ে যাননি।' ভূষণ বলেন, 'আমার শরীর খারাপের জন্য আমি বোর্ড মিটিংয়ে যাইনি। কিন্তু আমি শুনলাম কিছু কাউন্সিলারকে বাড়ি থেকে গাড়ি করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাউন্সিলারদের বাড়ি থেকে এভাবে যখন তুলে নিয়ে গিয়ে চেয়ারম্যানকে পুরসভার বোর্ড মিটিং করতে হয়, সেক্ষেত্রে ওঁর পুরসভার চেয়ারম্যান থেকে কী লাভ? ওঁর উচিত পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে আসা।'

গত পুরসভার ভোট নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন ভূষণ। তিনি বলেন, 'গত পুরসভা নির্বাচনে যে ভোট হয়েছে, কোচবিহারে তা নজিরবিহীন। হাজার হাজার ভোট ছাপ্পা মারাতে অল্প কিছু ভোটে তিনি জিতেছেন। ওয়ার্ডের লোক ওঁকে ভোট দেয় না। অথচ আজকে চেয়ারম্যান।' ভূষণের দাবি, চেয়ারম্যানের এতটাই দাম্ভিকতা যে দলের জেলা সভাপতিকে মানবেন না, দলকে মানবেন না, বোর্ড চালাবেন নিজে। এটা তো হতে পারে না। যাঁরা গিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন, চোরের সঙ্গে সহযোগিতা করলে সেও চোর হয়।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক এ নিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'ওগুলো ভূষণের ব্যক্তিগত মতামত। এই নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।' দলের কোর কমিটির সদস্য তথা প্রবীণ নেতা আবদুল জলিল আহমেদ বলেন, 'কারও যদি কিছু বলার থাকে তা নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু দলের মধ্যে থেকে বাইরে কারও এসব কথা বলা ঠিক নয়।'

বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'আমরা বরাবরই বলে আসছি তৃণমূল ছাপ্পা ভোট করে নির্বাচনে জেতে। আমাদের সেই দাবি যে পুরোপুরি সত্য তা এখন তৃণমূলের কাউন্সিলারের কথাতেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।'

ট্রেলার দেখিয়েছে বাংলাদেশ, মন্তব্য মিঠুনের

কলকাতা, ২৭ মার্চ : বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করলেন। বৃহস্পতিবার বিজেপির তরফে নিউ ব্যারাকপুরে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে দলের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য মিঠুন চক্রবর্তীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিঠুন বলেন, 'আমাদের জিততে হবেই। বাংলাদেশ আমাদের ট্রেলার দেখিয়ে দিয়েছে। জিততে না পারলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বাঙালি বলে আর কিছু থাকবে না। অন্য দলের হিন্দুদের কথা জানি না। তবে বিজেপির হিন্দুদের ওরা নিশানা করে নিয়েছে।' '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল আবার জিতে ক্ষমতায় এলে বিজেপির হিন্দুদের নির্বংশ করে ছাড়বে বলে তাঁর দাবি।

রাজ্য দলীয় সভাপতি নির্বাচন ও দলের সাংগঠনিক নির্বাচন সম্পূর্ণ না হওয়ায় বিজেপিতে জট বেড়েছে। দলের কর্মীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও এক সমস্যা তৈরি করেছে। এই আবহে এদিন মিঠুন বলেন, 'পছন্দ-অপছন্দ চিরকালই থাকবে। কিন্তু সেটা ভুলে আগে জিততে হবে।'

পুলিশের মারে মৃত্যুতে রিপোর্ট

কলকাতা, ২৭ মার্চ : কোচবিহারের হরিণচওড়া এলাকায় পুলিশের প্রহারে মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে রাজ্যের আইনজীবী রিপোর্ট জমা দেন। তাতে উল্লেখ করা হয়, এই ঘটনায় কোতওয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। আগের শুনানিতে বিচারপতি এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরুর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী শামীম আহমেদ আদালতে অভিযোগ করেন, কোতওয়ালি থানার পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অথচ তারা তদন্ত করলে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। তাই তদন্ত হস্তান্তরের দাবি করা হয়। তিনি আরও বক্তব্য রাখার জন্য পরবর্তী শুনানির দিনও ধার্য করার আর্জি করেন। তবে বিচারপতি মামলাটি জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিচারপতির বক্তব্য, তদন্ত সবে শুরু হয়েছে। তাই তদন্ত এগোনোর পর সেই ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা যেত। জানুয়ারি মাসে হরিণচওড়া বাঁধের এলাকায় পুলিশের গাড়ির চালকের সঙ্গে মৃতার বড় ছেলে আমজাদ আলির বচসা বাধে। সেই ঘটনার জেরেই ১৮ জানুয়ারি রাত ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ কোতওয়ালি থানার ২০-২২ জনের পুলিশ বাহিনী আমজাদের বাড়িতে হানা দেয়। অভিযোগ, ওই সময় পুলিশের মারধর, অত্যাচারে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তাই তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই পরিবার।

নির্দেশ বনমন্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

বিষয়টি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথাও হয়েছে। আমরা জঙ্গল লাগোয়া এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা নেব। তাঁদের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করব।'

শিলিগুড়ি সংলগ্ন মহানন্দা অভয়ারণ্য এবং বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে রিসর্ট তৈরি করা হয়েছে। একাধিক এলাকায় জঙ্গলের ভেতরেই তৈরি হয়েছে রিসর্ট। বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের সারুগাড়া রেঞ্জ এবং ডাবগ্রাম রেঞ্জ এলাকায় জঙ্গলের মধ্যে বেশ কিছু রিসর্ট তৈরি হয়েছে। ফাঁপড়ি, নেপালিবস্তি এলাকায় ওই রিসর্টগুলির ছড়াছড়ি। জঙ্গলের পরিবেশের আনন্দ নিন বলে এই রিসর্টগুলি আবার ঘটা করে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছে। সরকারি আধিকারিক থেকে পুলিশ আধিকারিক ওই রিসর্টগুলিতে গিয়ে ফুর্তি করেন বলে অভিযোগ। বড় বড় নেতারাও গিয়ে ফুর্তি করছেন ওই রিসর্টগুলিতে। অভিযোগ, হাতি সহ বিভিন্ন জন্তুর করিডরে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। হাতি এবং অন্যান্য প্রাণী এসে ওই আবর্জনাগুলি খাচ্ছে। হাতির হানা আটকাতে কোথাও কোথাও আবার কাঁটাতার দিয়ে বেড়া দিয়ে দিয়েছেন রিসর্ট মালিকেরা। দেখা গিয়েছে, ওই রিসর্টগুলি যে এলাকায় তৈরি করা হয়েছে সেই এলাকার জমির চরিত্র পর্যন্ত বদল করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে একবার জেলা শাসকের দপ্তর থেকে তদন্ত হয়েছিল কিন্তু সেসময় দেখা গিয়েছিল সরকারি কাগজ-কলমে এখনও কিছু জমি জঙ্গলমহল মৌজায় রয়ে গিয়েছে। কিন্তু এরপর আর কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তবে শুধু বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলই নয়, লাটাগুড়িতে জঙ্গলের গা ঘেঁষেই একের পর এক রিসর্ট তৈরি হয়েছে। জঙ্গল থেকে কোনও জন্তু যাতে রিসর্টে ঢুকতে না পারে তার জন্য চারপাশ দিয়ে বড় গর্ত করে দেওয়া হচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায় যে জঙ্গলের গাছ কেটে তবেই রিসর্টগুলি তৈরি করা হয়েছে। গরুমারা জাতীয় উদ্যানে কিছু রিসর্ট তো আবার জঙ্গলের কোর এলাকায় ইকো সেনসেটিভ জোনের মধ্যে রয়েছে। রিসর্টের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে চারদিকে শুধু বড় বড় গাছই নজরে আসবে। আলিপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পেও কোথাও বনের জমিতে গাড়ির শোরুম তৈরি হয়েছে তো কোথাও রিসর্ট। ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ভেতরে অবাধে শাল এবং সেগুন গাছও কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাই উত্তরের জঙ্গল বাঁচাতে তদন্ত হোক বলে দাবি উঠছিল। তাই উত্তরের সর্বত্র জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় তৈরি হওয়া রিসর্ট এবং গাছ কাটা নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জঙ্গলে আগুন লাগা রুখতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা চাওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'মন্ত্রীর এই উদ্যোগ খুবই ভালো। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরই তো বিষয়টির ওপর নজর দিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে।'

অক্সফোর্ডে অস্বস্তি

প্রথম পাতার পর

বেশ কিছুক্ষণ বাদানুবাদ চলার পর প্রশ্ন থেমে যায়। সরে যান প্রশ্নকারীরা।

বিশৃঙ্খলা শুরুর আগে ভাষণের প্রথম অংশে অবশ্য মমতা বিভাজন, বৈষম্যের বিরুদ্ধে বার্তা দেন। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের লক্ষ্য বৈষম্যহীনতা। তবে ঐক্য ধরে রাখা কঠিন। কিন্তু আমার মৃত্যুর আগে ঐক্য দেখে যেতে চাই।' মুখ্যমন্ত্রী যুক্তি দেন, 'বিভাজন করতে এক সেকেন্ড লাগে না। কিন্তু আমি ক্ষমতায় থেকে বিভাজন করতে পারি না। তাছাড়া মানবিকতা ছাড়া পৃথিবী এগোবে না।'

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম, জাতির বসবাসের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলতে থাকেন, 'আমি সব ধর্মকে ভালোবাসি। একসঙ্গে থাকতে চাই। কেউ যদি বলে আপনি তো নারী, আমি বলব নিশ্চয়ই নারী, কিন্তু আমার প্রথম পরিচয় আমি মানুষ।' ব্রিটেন-ভারতের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে তিনি নিজের লড়াই ও চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরেন। বিশেষ করে তাঁর বক্তব্য, 'রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শান্তি রক্ষায় নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। বিশেষ করে করোনাকালের পর সমস্যা বেশি। অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে কিছুই ভালো হয় না।'

নয় বছর বয়সে বাবাকে হারানোর পর তাঁর জীবনের লড়াই শুরু হয়েছিল জানিয়ে মমতার বক্তব্য ছিল, 'লড়াই নিয়ে ভাবি না, লড়াই জীবনের অঙ্গ।' পরে দর্শকাসন থেকে আক্রমণ শুরু হওয়ার পর বামফ্রন্ট জমানায় হামলায় নিজের আক্রান্ত হওয়ার ছবিও তুলে ধরেন। তাঁর ভাষণের অনেকটা সময়জুড়ে ছিল পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বিবরণ।

বিশেষ করে কন্যাশ্রী, খাদ্যসাথী, কৃষকবন্ধু, স্বাস্থ্যসাথী, হাসপাতালে বিনা খরচে চিকিৎসা ও ওষুধ, পশ্চাৎপদ, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী পড়ুয়াদের জন্য স্কলারশিপ, বয়স্কদের পেনশন ইত্যাদির উল্লেখ ছিল মমতার ভাষণে। তাঁর কথায়, 'আমাদের ৯৭টি সামাজিক প্রকল্প আছে।' কলকাতাকে কর্মসংস্থানের গন্তব্য বলে দাবি করেন মমতা। বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শিল্পের অগ্রগতি হচ্ছে বলে দাবি করেন। ভাষণ শেষ করার আগে সমালোচকদের উদ্দেশে হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি নিশ্চিত, একসময় ওঁরা আমাকে মিস করবেন।'

স্বাস্থ্যকর্তার উদ্যোগ

নাগরাকাটা, ২৭ মার্চ : উন্নত চিকিৎসার জন্য চা বাগানের দুই দুঃস্থ রোগীকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যেতে নিখরচায় অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে দিলেন নাগরাকাটার বিএমওএইচ ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন। বুধ ও বৃহস্পতিবার পরপর দু'দিন ভগৎপুর চা বাগানের ওই দুই রোগীকে কলকাতায় পাঠানো হয়। দুজনই কঠিন রোগে আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে। বুধবার পাঠানো হয় রক্তের জটিল সমস্যাগ্রস্ত এক রোগীকে। বৃহস্পতিবার পৌঁছানোর পরই তাঁকে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে, লিভারের রোগে আক্রান্ত আরেক রোগীকে এদিন বিকেলে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয়। অন্যদিকে, সুলকাপাড়ার আরেক মনোরোগীর সুচিকিৎসার জন্যও বিনামূল্যে অ্যাম্বুল্যান্স জোগাড় করে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। বিএমওএইচ অবশ্য এসবের মধ্যে মহানুভবতার কিছু দেখছেন না। তাঁর কথায়, 'সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। ১০৮ নম্বরের অ্যাম্বুল্যান্স তিন রোগীর জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।'

এই মানবিক প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করছে এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক মহল। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ এবং ভগৎপুর চা বাগানের বাসিন্দা গণেশ ওরাওঁ বলেন, 'ওই স্বাস্থ্যকর্তাকে সমস্যার কথা জানাতেই তিনি যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তা দৃষ্টান্তমূলক।' সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মঞ্জুরুল হক বলেন, বিএমওইচ এর আগেও দুঃস্থ রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। চোখে বড়শি গেঁথে যাওয়া এক শিশুকে কলকাতা থেকে অস্ত্রোপচার করিয়ে নিয়ে আসার ঘটনাও রয়েছে।'

মারধরে মৃত্যু প্রৌঢ়ার, ধৃত পুত্রবধূ ও নাতি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২৭ মার্চ : সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে পুত্রবধূ ও নাতির বিরুদ্ধে এক প্রৌঢ়াকে মারধর করে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। নীলা বিশ্বাস (৬২) নামে ওই প্রৌঢ়া বৃহস্পতিবার ভোরে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে মারা যান। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটা বড়ইতলার ঘটনা। তাঁর মায়ের উপর অমানবিক শারীরিক নির্যাতন চালানো হত বলে মৃতার মেয়ের অভিযোগ। ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ মৃতদেহ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে মৃতার পুত্রবধূ মালা বিশ্বাস ও নাতি রাজদীপ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

বছর ২০ আগে চামটা বড়ইতলার বাসিন্দা নীলার স্বামী মারা যান। সংসারের দায়িত্ব অনেকটাই নিজে সামলে নীলা পরে দুই মেয়ে ওই এক ছেলের বিয়ে দেন। ছেলের বিয়ের পর সংসারে নাতি আসে। সেই নাতি কিছুটা বড় হওয়ার পর থেকেই সমস্ত অশান্তি শুরু হয়। বৃদ্ধার মেয়ে মিনতি সরকারের অভিযোগ, নীলার নামে থাকা বসতভিটে ও আবাদি জমি

মৃতার বাড়ির সামনে প্রতিবেশীদের জটলা।

তাঁদের নামে লিখে দিতে তাঁর ভাই সঞ্জয়ের স্ত্রী মালা ও নাতি রাজদীপ মিলে প্রৌঢ়াকে মারধর করা শুরু করে। ওই প্রৌঢ়াকে ঠিকমতো খাবার পর্যন্ত দেওয়া হত না। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে একরকম ভিক্ষা করে খাবার খেয়ে ওই প্রৌঢ়া কোনও মতে বেঁচে ছিলেন। ছেলে সঞ্জয় কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই নীলাকে মারধর করা শুরু হত। কাজ থেকে বাড়ি ফেরে সঞ্জয় প্রতিবাদ করলে স্ত্রী ও ছেলের হাতে তাঁকেও মারধর খেতে হত বলে প্রতিবেশীরা জানান।

মাস কয়েক আগে মারধর করে ওই প্রৌঢ়ার হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে সেই সময় গ্রামে সালিশি সভা হয়। পরবর্তীতে অভিযুক্তরা ক্ষমা চেয়ে নিলে কিছুদিন পরিস্থিতি ঠিকঠাক ছিল। তারপর আবার অশান্তি শুরু হয়।

অভিযোগ, পুত্রবধূ ও নাতি মিলে প্রতিদিনের মতো বুধবার রাতেও নীলাকে মারধর করে। তাঁর চুলের মুঠি ধরে টেনেহিঁচড়ে মারধর করা হয়। প্রৌঢ়ার চিৎকার শুনে পড়শিরা ঘটনাস্থলে হাজির হন। তাঁকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন ভোরে তিনি সেখানেই মারা যান। তুফানগঞ্জ কলেজপাড়ায় বৃদ্ধার বড় মেয়ে মিনতির বিয়ে হয়েছে। খবর পেয়ে এদিন তিনি তড়িঘড়ি হাসপাতালে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, 'ভাইয়ের স্ত্রী ও ভাইপো মিলে মাকে পিটিয়ে খুন করেছে।'

চাপা যন্ত্রণা

প্রথম পাতার পর

শিশুটি মনে এতটাই আঘাত পেয়েছে যে তার বাবার সম্পর্কে সেগুলি লিখে মনের ভাব প্রকাশ করেছে। আমি চাই ও যেন পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়। ইতিমধ্যেই ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। বাবার সঙ্গেও কথা বলব।' কোচবিহারের এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরাও। পারিবারিক অশান্তির জেরে শৈশব যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার কথা বলছেন তাঁরা। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ চিরঞ্জীব রায়ের পরামর্শ, 'একটি শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ কতটা হবে তা নির্ভর করে তার পরিবারের উপর। শিশুর সামনেই যদি পারিবারিক অশান্তি, মারধর এসব চলতে থাকে তাহলে শিশুর মনে তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। অভিভাবকদের এবিষয়ে অনেক বেশি সচেতন হওয়া উচিত। শিশুদের স্নেহ দিয়ে বড় করে তুলতে হবে। তাঁদের অনেক বেশি ভালোবাসা প্রয়োজন।'

বাবাকে নিয়ে লেখা ওই ছাত্রের কথাগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরেছেন শিক্ষক। সেখানে কমেন্টও জমা পড়েছে অনেক। প্রত্যেকেই চাইছেন অতীত দূরে সরিয়ে পিতৃস্নেহে বড় হয়ে উঠুক ওই ছাত্র।

মদের বোতল

প্রথম পাতার পর

সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণকারী পরিবেশপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদার মনে করেন, 'বারবার সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পরেও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। এটা মানা যায় না। বন দপ্তরের এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করা উচিত।' জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'এদিন সাফাই অভিযানের পাশাপাশি, পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয় এই বিষয়ে। আগামীদিনে এই ধরনের ঘটনা রুখতে কড়া নজরদারির থাকবে। পাশাপাশি, কাউকে যদি জঙ্গলে আবর্জনা বা মদের বোতল ফেলতে দেখা যায় তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

চকোলেটের আঁতুড়

প্রথম পাতার পর

এখানে যেভাবে কোকো চারার কলম করা হয়েছে সেগুলি 'মাল্টি লোকেশন ওয়েদারে' বড় হয়ে উঠতে পারবে। উন্নত প্রজাতির কোকোর ফলন আগামী তিন বছর পর থেকেই পাওয়া যাবে। হালকা ছায়ায় এই কোকো গাছগুলি খুব সহজে বেড়ে উঠবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের আবহাওয়ায় এর ফলন খুবই ভালো হবে।'

সূত্রের খবর, মন্ডেলেজ ইন্টারন্যাশনাল তাদের কারখানায় উৎপাদন শুরু হলে কোকোর সরবরাহে যেন ঘাটতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে চাইছে। তাই উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে স্থানীয় চাষিদের মধ্যে প্রচার করে কোকো চাষের প্রসার ঘটাতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। কারখানা চালু হলে ওই রাজ্যগুলির চাষিদের থেকেই কোকো কিনে তৈরি হবে ডেয়ারি মিল্ক, ফ্রুট অ্যান্ড নাট বা ডার্ক চকোলেটের মতো নানা ভ্যারাইটি। গবেষণাকেন্দ্রে তাই এখন কোকোর চারা তৈরি চলছে জোরকদমে।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ভারতেও উন্নতমানের কোকো চাষ হয়। একটি চকোলেট প্রস্তুতকারী সংস্থা তাদের উৎপাদনের জন্য কোকো চারা নিয়ে থাকে সেখানকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে। তাদের টেক্কা দিয়ে কোকো চারার বরাত নিয়ে এসেছে মোহিতনগরের গবেষণাকেন্দ্র।

ওই চকোলেট প্রস্তুতকারী সংস্থার স্লোগান- গিফট ফর সামওয়ান ইউ লাভ। এবার দেশে ভালোবাসার সেই উপহার পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম কারিগর হবে উত্তরবঙ্গের এক গবেষণাকেন্দ্র।

নামকীর্তন

ক্রান্তি, ২৭ মার্চ : ক্রান্তি বাজার সর্বজনীন নামযজ্ঞকীর্তন এবার ৩২ বছরে পড়ল। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই কীর্তন আগামী রবিবার পর্যন্ত চলবে। আয়োজক কমিটির উদ্যোক্তা প্রবীরকুমার দাস, সুভাষ দাস, বিজয় প্রসাদরা জানান, দৈনিক দু'বেলা ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিলি করা হচ্ছে।

আহত দুই

ধূপগুড়ি, ২৭ মার্চ : এশিয়ান হাইওয়ে ধরে ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে এক পাথরবোঝাই ট্রলার। বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি বাস টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায় ঘটে। এতে চালক ও তাঁর দুই সহকারী জখম হন। তাঁরা ধূপগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ইতিহাসের সম্মান প্রাপ্য

প্রথম পাতার পর

দার্জিলিং মেল ঢুকলেও বিস্ময়বোধ ঘিরে ধরবে আপনাকে। প্রথমত, দার্জিলিং মেলকে সব সময় এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেওয়া হয় না। তারপর বহু কামরার চেহারা দেখে সঙ্গী হবে মন খারাপ।

দার্জিলিং মেলের যাত্রা ১৪৭ বছর আগে। ১৮৭৮ সালের ১ জানুয়ারি। সেটা কি এনজেপিতে বাড়তি গুরুত্ব পেতে পারে না? পায় না। অথচ ভারতের সবচেয়ে পুরোনো মেল ট্রেনের তালিকায় চোখ বোলানো যাক। মুম্বই-পুনা মেল (১৮৬৩), হাওড়া-দিল্লি কালকা মেল (১৮৬৬)-এর পরেই দার্জিলিং মেল। তাকে কি আমরা অমরত্ব ও আভিজাত্যের মোড়কে অন্য চেহারা দেওয়ার কথা ভেবেছি?

এনজেপি প্ল্যাটফর্মে সমস্যায় পড়লে রেলের অফিসারদের পাওয়া দায়। বাঙালি রেলকর্তা তো এমনিতেই আরও কম। রেল কলোনি একদা বঙ্গসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। এখন বাংলার অধিকাংশ বড় স্টেশন, অধিকাংশ রেল কলোনিতে বাঙালি সংখ্যালঘু। কে বোঝাবে দার্জিলিং মেলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব?

বন্দে ভারত-শতাব্দী এক্সপ্রেসের দৌলতে আড়ালেই দার্জিলিং মেল। বন্দে-শতাব্দীই আজ এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানোর অধিকারী। তিন বছর পরে দার্জিলিং মেলের দেড়শো বছর পূর্তি। মনে রেখেছে কে?

সেদিন দেখলাম, এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান বাসে যাচ্ছেন পরিস্থিতি দেখতে। অনেক দেরি করে ফেলেছেন স্যর। সরকারি বাসের জায়গাটা নিয়ে ফেলেছে বেসরকারি বাস। মেক মাই ট্রিপের মতো ওয়েবসাইটেও বাসের টিকিট মেলে আজকাল। সেখানে কলকাতা-শিলিগুড়ি রুটের বাসের সংখ্যা দেখছিলাম। সিটিসির তিনটে বাস দেখলাম, এনবিএসটিসির চারটি, সাউথ বেঙ্গলের একটি। সেখানে বেসরকারি বাসের সংখ্যা গোটা পঞ্চাশ। ভাড়া ভালোই। এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইলে রকেট বাসের আরও আধুনিকীকরণ দরকার।

একসময় দিনে ৭-৮টা রকেট চলত শিলিগুড়ি টু কলকাতা। গতি বেশি বলেই রকেট। নামকরণ কার, বলতে পারে না কেউ। এখন সংখ্যাটা নেমেছে একে। একটা এসি রকেট চালু হল সবে। কতদিন চলবে, কেউ জানে না। এনবিএসটিসির আর্থিক দশা ভয়ংকর খারাপ। ভেঙে পড়বে যে কোনওদিন।

এবং সরকারি বাসে কনডাক্টরদের অসাধুতা চলছেই। ভাড়া হয়তো ১০০ টাকা। টিকিট না কেটে কুড়ি টাকা হাতে গুঁজে দিতে কিছু যাত্রী অভ্যস্ত। কলকাতার ভলভো এসিতেও রোগ এক। যাত্রী যত বাড়ুক, লাভ আর তাই হয় না। পরিবহণমন্ত্রী ও দপ্তরের অফিসারদের মাথাব্যথা নেই চোর ধরার।

যখন থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তিস্তা-তোর্সা, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস চালু হল, সেদিন থেকে আরও কপাল পুড়ল রকেট বাসের, এনবিএসটিসির। বেসরকারি বাসের সুযোগসুবিধে তো ওখানে নেই। রকেট মাহাত্ম্য প্রচারেও ব্যর্থ কর্তারা।

গুগল, এক্স, হোয়াটসঅ্যাপের এআই অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দেয় মুহূর্তে। অথচ রকেট বাসের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে নিরুত্তর। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির বহু মানুষের মনে গেঁথে রকেট বাসের মাথায় নীল আলো, আরামদায়ক পুশব্যাক চেয়ার। এক এক জায়গায় ডাকাতের ভয় বলে বাস পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত পুলিশের গাড়ি। স্টপেজ বলতে মাঝে শুধু মালদা, বহরমপুর। তখনকার দিনে সেটাই রেলের ফার্স্ট ক্লাসে যাওয়ার মতো ব্যাপার। শুরুটা সম্ভবত আশির দশকের প্রথমদিকে।

এই বছরটা বাসযাত্রার বিচারে উত্তরবঙ্গে ঐতিহাসিক। শহর শিলিগুড়িতে প্রথম বাস চলার একশো বছর হল এবারই। ১৯২৫ সালে শিলিগুড়িতে হুজুর সিং নামে একজন প্রথম বাস চালান। ইসলামপুর, তেঁতুলিয়া হয়ে কিশনগঞ্জে যেত সে বাস। একশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুরসভা, রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ সংস্থা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান করতে পারে না?

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ি সারদা শিশুতীর্থের দ্বিতীয় শ্রেণির সপ্তর্ষি সাহা ২০২৪ সালের বিশ্ব বাংলা যোগ প্রতিযোগিতায় ৬ থেকে ৯ বছর বয়সের বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

রাস্তার মাঝে নির্মল বাংলার গাড়ি।

রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে জঞ্জাল সাফাইয়ের গাড়ি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৭ মার্চ : পুর কর্তৃপক্ষের তরফে শহরজুড়ে নিয়মিত আবর্জনা সাফাই করা হচ্ছে। কিন্তু আবর্জনা সাফাই হয়ে গেলেও অতিরিক্ত সময় ধরে রাস্তার ওপরে সাফাইয়ের কাজে ব্যবহৃত গাড়িটি দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। এতে দুর্ঘটনা হচ্ছে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। তবুও হুঁশ ফেরেনি প্রশাসনের।

ক্ষোভের সুরে তাঁরা বলেন, কাজ শেষ হওয়ার পরেও কেন অতিরিক্ত সময় ধরে গাড়িটি রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী পঙ্কজ মণ্ডলের কথায়, 'রাস্তার ওপর আবর্জনা সাফাইয়ের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় একটি টোটো রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত হন ওই ব্যক্তি। পুর কর্তৃপক্ষের তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করা উচিত।'

মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে সাফাইয়ের কাজে ব্যবহার করার জন্য ধূপগুড়ি পুরসভা একটি গাড়ি পেয়েছিল। অভিযোগ উঠেছে, সাফাইয়ের গাড়ির চালক সড়কের ওপর গাড়িটি দাঁড় করিয়ে টোটো নিয়ে বেরিয়ে যান। এদিকে সাফাইকর্মীরা তাঁদের কাজ শেষ করে সমস্ত আবর্জনা গাড়িতে জমা করলেও চালক না আসায় দীর্ঘক্ষণ রাস্তার ওপরেই গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকে। ওই অবস্থায় সম্প্রতি ওই এলাকায় একটি দুর্ঘটনা হয়।

বিষয়টি নিয়ে অবশ্য খতিয়ে দেখে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'ওই গাড়ির চালককে ডাকা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে।'

একটি গাড়ি রাস্তার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে দুর্ঘটনা হচ্ছে। ভবিষ্যতে বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকছে। স্বাভাবিকভাবে আবর্জনা সাফাইয়ের পর মিশন নির্মল বাংলার গাড়িটি সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়াই ভালো।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	২

■ **মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক**

■ **পিআরবিসি**

এ পজিটিভ	-	১৫
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	১০
ও পজিটিভ	-	২১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	৮
এবি নেগেটিভ	-	০

রকবাজ বাঙালি এখন ঠেক ভেঙে ডিজিটালি টাচে থাকে। তাই পাড়ার রকে নয়, আড্ডার নামে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপে চ্যাটিংয়ে অভ্যস্ত এই প্রজন্ম। কালেভদ্রে ক্যাফে বা রেস্তোরাঁয় বসা হয়। কেউ বা স্কুল ফাঁকি দিয়ে 'অসুস্থ আড্ডা'র খোঁজে থাকে, যেখানে প্রায়ই চলে মাদক সেবন।

সেই আড্ডাটা আজ আর নেই...

জলপাইগুড়িতে কফি হাউসের আড্ডা না হলেও পাড়ার রকে বসে আড্ডার একটা চল ছিল। সেখানে রাজনীতি থেকে শুরু করে খেলা, পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ কী থাকত না! কিন্তু বিগত দু'দশকে জেলা শহরে নতুন প্রজন্মের হাত ধরে বদলেছে আড্ডার ধরন। পাড়ার রকের আড্ডা থেকে দূরে কোথাও বসছে ঠেক। কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছে পাড়ার বন্ধুদের মধ্যেকার আত্মীয়তা। সঙ্গে হারিয়েছে পাড়ার মানুষের জন্য আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, বিজয়া সম্মিলনি সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। কেন হল এরকম? এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি শহরের তিন প্রজন্মের সঙ্গে কথা বললেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি অনীক চৌধুরী।

পাড়ার বন্ধু আর নেই

আগে পাড়ার সমবয়সিদের মধ্যে আড্ডা হত। কারও কারও কথায় পাড়ার সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেদের রকবাজি। কিন্তু সেই রকে বসেই ঠিক হত, পুজোর আয়োজন কীভাবে করা যায়, পাড়ার কেউ অসুস্থ থাকলে রাত কে জাগবে সহ পাড়ার নানা সমস্যা। শুধু তাই নয়, আলোচনার বিষয়ে থাকত রাজনীতি থেকে সরকারের সমালোচনা, খেলা আরও কত কী। কিন্তু এখন আর আড্ডা হয় না। কোনও একটা জায়গায় বাইকে করে এসে ঠেক বসে। আলোচনার আগে চলে খাওয়াদাওয়া। সময়ের সঙ্গে প্রজন্ম যেমন বদলেছে, তেমনই বদলেছে আড্ডার ধরন। কিন্তু 'পাড়ার বন্ধু'- এই চিন্তাধারাটা আজ আর নেই।

- উমেশ শর্মা *প্রাবন্ধিক*

গল্পের সঙ্গে সমস্যার কথাও থাকত

আগে আমাদের মধ্যে আত্মীয়তা ছিল। পাড়ার ক্লাব হোক কিংবা কোনও একটা জায়গায় বসে, আমরা গল্পের পাশাপাশি নিজেদের সমস্যার কথা বলতাম। কারও সমস্যা হলে আমরা ছুটে যেতাম। এখন সেগুলো আর কোথায়! পাশের বাড়িতে কারও কিছু হলে সেটাই জানা যায় না। আড্ডা বিষয়টি কী সেটাও বুঝতে কোথাও হয়তো এই সময়ের ছেলেদের ভুল হচ্ছে। হঠাৎ দেখা করে পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটানো আড্ডা নয়। একদিন কোনও বন্ধু না এলে বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতাম। এখন মোবাইল, দামি বাইক কিংবা হোটেল, রেস্তোরাঁ হওয়ায় আগের মতো আড্ডা হয় না। এখন সময় খুব দামি।

- সুভাষ দে সরকার *অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী*

আর্থিক সামর্থ্য কম থাকলেও টান ছিল

আগে পাড়ার আড্ডার সঙ্গে হত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু সেটাও আজ উধাও। এটা সামাজিক অবক্ষয় ছাড়া কিছুই নয়। এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা থেকে অনেক প্রতিভা উঠে আসত। তারা সেখান থেকে বড় প্ল্যাটফর্মে যেত। আগে ২৫শে বৈশাখ অনুষ্ঠানে যে গান গাইত, তাকে কিছুদিন পর রেডিও স্টেশনে গান গাইতে দেখা যেত। আজ সেগুলো কোথায়! ডিজিটাল যুগ ধীরে ধীরে পাড়ার সংস্কৃতিকে কেড়ে নিচ্ছে। এখন পাড়ায় অনুষ্ঠান, আড্ডা নয়, রিলস চলে। এখন পাড়ায় আমরা ক'টা নাটকের আয়োজন করি? হারিয়ে যাচ্ছে সব। আর্থিক সামর্থ্য কম ছিল আগে, কিন্তু পাড়ার প্রতি টান ছিল। আজ সেটা নেই।

- জয়ন্ত বণিক *চিত্রশিল্পী*

▲ *ছবি : মানসী দেব সরকার*

সোশ্যাল মিডিয়ায় টাচে থাকি

পাড়ার বন্ধু- এই বিষয়টি সত্যি আজ আমার জীবনে নেই। কখনো-কখনো দেখা হলে কথা হয় শুধু। আড্ডা হয় না। কারণ সময় মেলে না কারও। তাই এখন শনি-রবিবার ফাঁকা সময় বের করে শহর লাগোয়া কোনও ধাবা-রেস্তোরাঁয় বসি। সেখানে দু'তিনজন স্কুল কিংবা কলেজের বন্ধুরা মিলে পুরোনো গল্প করে, খাওয়াদাওয়া করে ফিরে আসি। আর দু'মাসে একবার করে দু'দিন ছুটি পেলে আউট স্টেশনে ঘুরতে চলে যাই। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় টাচে থাকা। এটাই আড্ডা।

- নবীন মহাপাত্র *আইটি কর্মী ও ব্যবসায়ী*

দোষ দিয়ে লাভ নেই

এখন পাড়ায় অনুষ্ঠান হয় না সেটা ঠিক, কিন্তু আগে পাড়ার যে ফাঁকা মাঠ ছিল, এখন সেখানে বহুতল। স্টেজটা হবে কোথায়? নতুন প্রজন্মকে শুধু দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরাও দায়ী এই 'পাড়া কালচার' নষ্ট করতে। আমরা ওদের উপর এতটাই চাপ দিই যে, ওরা পাড়ার মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে না। এখন যাও টুকটাক অনুষ্ঠান বা মেলামেশা হয়, আগামীতে সেটাও থাকবে না।

- প্রদীপ সরকার *ডেকোরেটার ব্যবসায়ী*

রেস্তোরাঁয় আলোচনা

কাজ এখন রোজ থাকে। হয় ব্যবসা না হলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান করা। এগুলো করেই সময় পাই না, পাড়ায় আড্ডা দেব কখন! পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে ওই টুকটাক গল্প। সময় পেলে কোনও রেস্তোরাঁয় বসে টুকটাক পার্টি হয়, সেখানে যা আলোচনা হওয়ার হয়। বাকি সময় যে যার কাজে ব্যস্ত। দূরত্বটাও বাড়ছে প্রতিদিন। যত তাড়াতাড়ি এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব তত ভালো।

- শুভজিৎ চৌধুরী *সংগীতশিল্পী*

ক্লাস ফাঁকি দিয়ে স্টেশনে কিছু পড়ুয়া

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৭ মার্চ : স্কুলের পোশাকে প্রায়ই মাল টাউন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় কিছু ছেলেমেয়েকে, যারা স্কুলে না গিয়ে দিনের পর দিন স্টেশনে বসেই আড্ডা দেয়। স্কুল চলাকালীন পড়ুয়াদের একটি অংশ কেন বাইরে থেকে যাচ্ছে, সেই বিষয়ে সচেতন নয় স্কুলগুলোও। যে কোনও সময়ে মাদক, শিশু পাচারচক্রের সফট টার্গেট হতে পারে এই পড়ুয়ারা, এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন সমাজসেবীরা। শুধু দিনে নয়, রাতেও রেললাইনের ধারে দেখা যায় 'অসুস্থ' কিছু আড্ডা। সেখানে চলে মাদকদ্রব্য সেবন ও কারবার।

যে পড়ুয়াদের মাল টাউন স্টেশনে দেখা গিয়েছে তাদের মধ্যে সিংহভাগই বিএল হিন্দি উচ্চবিদ্যালয়, পুষ্পিকা হিন্দি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। এছাড়া অন্য কিছু স্কুলের পড়ুয়াদেরও দেখা যায় সেখানে। স্কুল কামাই করে কেউ সেখানে বসে মোবাইলে গেম খেলে, তো কেউ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। কখনও ছাত্রীদের কেউ তার প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে চলে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে পুষ্পিকা স্কুলের কিছু ছাত্রীর সাফাই, স্কুলে ঢুকতে দেরি হলে শিক্ষিকারা তাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেন। তাই তারা স্কুলের গেট থেকে ঘুরে এসে স্টেশনে বসে থাকে। যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুধা মিঞ্জ। তাঁর কথায়, 'ছাত্রীদের স্কুলে আসতে দেরি হলেও তাদের স্কুলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় না। মেয়েদের বিষয়ে আমাদের স্কুল যথেষ্ট সচেতন।' তবে স্টেশনে বসে থাকা ছাত্রীদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

অসুস্থ আড্ডা

- বিএল হিন্দি উচ্চবিদ্যালয় ও পুষ্পিকা স্কুলের অনেক পড়ুয়াকে মাল টাউন স্টেশনে ঘুরতে দেখা যায়
- এছাড়া অন্য কিছু স্কুলের পড়ুয়ারাও আসে সেখানে
- কেউ সেখানে বসে মোবাইলে গেম খেলে
- কেউ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়
- ছাত্রীদের কেউ তার প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে চলে যায়

একই পরিস্থিতি বিএল হিন্দি উচ্চবিদ্যালয়ের। সেই স্কুলের অনেক পড়ুয়া স্কুলে না এসে এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিদিন এমনই ছবি দেখা যায় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকাতে। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় কিস্তোর কথায়, 'স্কুল চলাকালীন স্কুল থেকে কেউ পালাতে পারে না। তবে অনেকেই স্কুলে আসে না। তাদের অভিভাবকদের এই বিষয়ে জানানো হবে।'

সমাজসেবী শুভম সাহা বলেন, 'স্কুলের ইউনিফর্ম পরা ছেলেমেয়েরা প্রায়ই টাউন স্টেশনে বসে থাকে। কেন তারা স্কুলে যেতে চাইছে না সেটা জানতে হবে শিক্ষকদের। কোনও অঘটন ঘটলে তখন দায় কে নেবে? প্রশাসনের সঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও।' তবে স্কুলের তরফে পুলিশকে জানানো হলে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন মালবাজার থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক।

ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মালবাজার টাউন স্টেশনে স্কুল পড়ুয়াদের আড্ডা।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ফেস্টিভাল

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল টেকনলজি ম্যানেজমেন্ট ফেস্টিভাল সৃষ্টি। এদিন ফেস্টিভালের প্রধান ডঃ সুদীপ মণ্ডল, প্রফেসর দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ ধীবর প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে ফেস্টিভালের সূচনা করেন। ফেস্টিভাল চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এই ফেস্টিভালে কলেজের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা কোডিং সহ বিভিন্ন টেকনলজির ওপর প্রেজেন্টেশন দেবেন। সেখান থেকেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নির্বাচিত হবে।

ক্যালেন্ডার প্রকাশ

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : নববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রতি বছর ২৪ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির তরফে ওয়ার্ডের প্রতিটি পরিবারকে বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্যালেন্ডার দেওয়া হয়। এবারও ওয়ার্ড কমিটির তরফে সেই উদ্যোগ নেওয়া হল। বৃহস্পতিবার সেই ক্যালেন্ডারের উদ্বোধন করলেন কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি। শুক্রবার থেকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে সেই ক্যালেন্ডার। বিগত ৩০ বছর ধরে এই ওয়ার্ডে এরূপ কর্মসূচি হয়ে আসছে বলে জানিয়েছেন কাউন্সিলার।

বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপন

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : নাটক মঞ্চস্থের মধ্যে দিয়ে বৃহস্পতিবার উদযাপিত হল বিশ্ব নাট্য দিবস। এদিন জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র ভবনে শহরের ১১টি নাট্যদলের তরফে প্রায় ১২০ জন শিল্পীকে নিয়ে ১১টি নাটক উপস্থাপিত হয়। অনামী, অনুভব, আর্য্য নাট্য, উজান, কলাকুশলী, গণনাট্য, চিত্তপট, দর্পণ, ভ্রমর, মুক্তাঙ্গন ও রূপায়ণ নাট্যগোষ্ঠীর নাটক মন জয় করে নেয় দর্শকদের। শিল্পীদের কথায়, 'নাটকের প্রতি ভালোবাসা আজও বেঁচে আছে সাধারণ মানুষের, যা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।'

গণ উপনয়ন

ময়নাগুড়ি, ২৭ মার্চ : ময়নাগুড়ি ব্লক পুরোহিত কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ৮ এপ্রিল বিনা খরচে গণ উপনয়নের আয়োজন করা হয়েছে। ময়নাগুড়ি ময়নামাতা কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানটি হবে। এছাড়া ওইদিন মানবকল্যাণে বিষ্ণুপুজো ও তুলসীদান করা হবে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

পাড়ায় পাড়ায়

মালবাজার

জঞ্জালের স্তূপ মালের রাস্তায়

মালবাজার, ২৭ মার্চ : পুর এলাকার রাস্তা, অথচ আবর্জনার পাহাড়। মালবাজারে যে পথে সিপিএম ও সিপিআইয়ের কার্যালয়, তার শেষ মোড়ের হাল এরকমই। শহরের ভেতরের রাস্তা হলেও সেখান দিয়ে বিএল হাইস্কুল এবং পুষ্পিকা স্কুলে যাতায়াত। আবর্জনা পচা গন্ধ তো ছড়াচ্ছেই, বাড়ছে মশা-মাছির উপদ্রব। এতে অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে এলাকায়। ওয়ার্ডটির প্রাক্তন কাউন্সিলার সঞ্জয় প্রসাদ বলেন, 'দীর্ঘদিন থেকে এই আবর্জনা জমে। দ্রুত সাফাই না হলে বর্ষায় সমস্যায় পড়তে হবে।' স্থানীয় বাসিন্দা

দীপ তিওয়ারি বলেন, 'পুরসভার উদাসীনতায় এই হাল। স্থানীয় মন্দিরের সামনেও আবর্জনা জমা হয়ে আছে।' মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির সাফাই, 'আবর্জনা সংগ্রহের জন্য পুরসভার গাড়িগুলিতে যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে। সেগুলি সারানোর জন্য পাঠানো হয়েছে। তাই আবর্জনা সময়ে সংগ্রহ হচ্ছে না।' কয়েকদিনের মধ্যে এই সমস্যা মিটবে বলে তাঁর আশ্বাস।

তথ্য : সুশান্ত ঘোষ

হাসপাতালে রোগীর পরিজনের রাত কাটানোর ঘর নেই

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৭ মার্চ : ছোট্ট একখণ্ড চতুর্দিক খোলা প্রতীক্ষালয়। পাশেই শৌচাগার। এখানেই খাওয়াদাওয়া, রাতে আশঙ্কিত মনে ক্ষণিক বিশ্রাম। রাতভর মশার উপদ্রব। তবুও এভাবে থাকতে বাধ্য হন হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর পরিজনরা। রাতে বৃষ্টি বা ঝোড়ো হাওয়ায় বিপদ বাড়ে। এমনই পরিস্থিতি ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের। এখানে রোগীর পরিজনদের রাত্রিবাসের জন্য কোনও ঘর নেই। প্রতীক্ষালয় ছাড়াও বিভিন্ন ঘরের খোলা একচিলতে বারান্দায় বসেও অনেকে মশার কামড় খেয়ে রাত কাটান। প্রায় রাতেই এমন ছবির দেখা মেলে। যদিও হাসপাতাল প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

সাপ্টিবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমাতি কালীবাড়ির বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ্ব ফাল্গুনী রায় গত ১৬ মার্চ দুপুরে সন্তানসম্ভবা মেয়ে তনুশ্রীকে এখানে ভর্তি করিয়েছেন। জামাই সুরজিৎ রায় সহ পরিবারের কয়েকজন দিনরাত এখানেই রয়েছেন। রাতে শৌচাগারের দুর্গন্ধ আর মশার উপদ্রবে তিষ্ঠানো দায় বলে জানালেন ফাল্গুনী রায়। তাঁর কথায়, 'বৃহস্পতিবার ভোররাতে নাতনি জন্মেছে। দুজনেই সুস্থ আছে। আরও ৭২ ঘণ্টা থাকতে হবে। রাতে ঘর হলে ভালো হত।' পেশায় রাজমিস্ত্রি সুরজিৎ বলেন, 'খোলা জায়গায় রাতে বসেই কাটাতে হয়। রাত কাটাতে ঘর থাকা জরুরি।'

রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কালামাটি গ্রামের বাসিন্দা সনকা রায়ের সন্তানসম্ভবা মেয়ে কৃষ্ণা ১৭ মার্চ দুপুর থেকে এখানে ভর্তি। সেদিন থেকেই এখানে রয়েছেন সনকাদেবী, জামাই চন্দন রায় সহ পরিবারের কয়েকজন। কৃষ্ণা এখনও হাসপাতালে ভর্তি। সনকার কথায়, 'কতদিন এভাবে খোলা জায়গায় রাত কাটাতে হবে জানি না। না থাকলেও চলে না। সব সময় বাড়ির লোকেদের থাকতে হয়।'

চন্দনের কথায়, 'প্রশাসন ছোট কয়েকটি রাত কাটানোর ঘর করে দিলে পরিজনদের সমস্যায় পড়তে হয় না। বিনিময়ে সামান্য কিছু অর্থ দিতে হলেও সমস্যা নেই। কারণ, বহু রোগীর পরিজনকে রাতে হাসপাতালে থাকতে হয়।'

স্বাভাবিক শিশু প্রসবে ১৯৫২ সালে তৈরি এই হাসপাতালের সুনাম সুবিদিত। এখনও পর্যন্ত গড়ে দৈনিক ৮-১০টি শিশুর জন্ম হয়। ২০১১ সালে একে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করা

এখানে রোগীর পরিজনকে রাত কাটাতে হয়। ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে।

হয়। ভৌগোলিক কারণে এখানে ময়নাগুড়ি ছাড়াও লাগোয়া কোচবিহার, ধূপগুড়ি, মালবাজার ব্লকের বহু রোগী নিয়মিত আসেন। কোচবিহারের রানিরহাটের বাসিন্দা নরেশ রায় বলেন, 'পরিবারের চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। রাতে রোগীর বাড়ির লোকদের থাকার একটু ভালো ব্যবস্থা খুবই জরুরি।' ময়নাগুড়ি পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে এই গ্রামীণ হাসপাতালটি। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বরুণ ঘোষ বলেন, 'রোগীদের পরিজনদের রাত কাটানোর ঘর অত্যন্ত জরুরি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' ময়নাগুড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সীতেশ বরের কথায়, 'সত্যিই আমরা এই পরিষেবা দিতে পারছি না। তবে বিষয়টি নিয়ে নিশ্চয়ই চিন্তাভাবনা করা হবে।'

সমস্যা যেখানে

- ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীর পরিজনের জন্য কোনও ঘর নেই
- যাও বা ছোট্ট প্রতীক্ষালয় রয়েছে কিন্তু তার চারদিক খোলা
- রাতে শৌচাগারের দুর্গন্ধ আর মশার উপদ্রবে তিষ্ঠানো দায়
- রাতে বৃষ্টি বা ঝোড়ো হাওয়ায় বিপদ বাড়ে

২০১২-'১৩ সালে তৎকালীন ময়নাগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীর এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বর্তমান প্রতীক্ষালয়টি তৈরি হয়েছিল। তাতে কিছুটা হলেও রক্ষা। এটি না থাকলে রোগীর পরিজনদের খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হত। ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'এটা খুব ভালো প্রস্তাব। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে রাতে বহু মানুষ থাকতে বাধ্য হন। বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।'

নারায়ণের বিকল্প হওয়া কঠিন : মইন

বাদশার শুভেচ্ছাবার্তা, মুম্বইয়ে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : সুযোগটা এসেছিল আচমকাই। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে চমক দেওয়ার পাশে টিম ম্যানেজমেন্টকেও স্বস্তি দিয়েছেন তিনি।

সুনীল নারায়ণ অসুস্থ। গতকাল সকালে কলকাতা নাইট রাইডার্স টিম ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি জানার পরই দলে থাকা ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার মইন আলিকে তৈরি হতে বলে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা মইন মানসিকভাবে তৈরিই ছিলেন। বল হাতে বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে নাইটদের ভরসা দিয়েছেন। ব্যাট হাতে বর্ষাপাড়ার কঠিন পিচে বড় রান না পেলেও চেষ্টা করেছিলেন মইন। বরুণের সঙ্গে তাঁর বোলিং পার্টনারশিপ রাজস্থান রয়্যালস ব্যাটিংয়ে যে চাপ তৈরি করেছিল, সঞ্জু স্যামসনরা পরবর্তী সময়ে সেই চাপ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি। কেকেআর স্পিনারদের তৈরি করে দেওয়া মঞ্চে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন কুইন্টন ডি কক। অনায়াসে ম্যাচ জিতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই গুয়াহাটি থেকে মুম্বই পৌঁছে গিয়েছেন নাইটরা।

চলতি আইপিএলের প্রথম জয় পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই মইনকে নিয়ে আবেগে ভাসছে নাইট শিবির। ব্যাটার ডি কক যেমন ফিল সল্টের অভাব ঢেকে দিয়েছেন। তেমনই আগামীর লক্ষ্যে নারায়ণের বিকল্পও তৈরি বলে মনে করছে কেকেআর। সাফল্যের প্রথম রাতের পরই নাইটদের অন্দরমহলে এসে পৌঁছেছে দলের কর্ণধার শাহরুখ খানের শুভেচ্ছাবার্তা। বাজিগরের শহরেই নাইটদের পরের ম্যাচ ৩১ মার্চ। সেই ম্যাচে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে শাহরুখ থাকতে পারেন বলে খবর।

এদিকে, গতকাল রাতে রাজস্থানে রক্তপাত ঘটিয়ে গুয়াহাটির হোটেলে ফেরার পর কেক কেটে সাফল্যের সেলিব্রেশন হয়েছে। সামনে থেকে যার নেতৃত্ব দিয়েছেন ম্যাচের সেরা কুইন্টন। তিনি তাঁর সতীর্থদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। চলতি আইপিএলের প্রথম জয় পাওয়ার পর তিনি বলেছেন, 'দল হিসেবে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছি আমরা। আগামী ম্যাচেও এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে আমাদের।' কুইন্টন যেখানে থেমেছেন, সেখান থেকেই গতকাল রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে নাইটদের হয়ে আসরে নেমেছেন মইন। নারায়ণের বিকল্প হওয়াটা যে সহজ নয়, সেই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। মইনের কথায়, 'সুনীলের পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামার কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম, ক্রিকেটের বেসিক ঠিক রাখতে পারলে সফল হওয়া সম্ভব। সেটাই করেছি আমি।' বরুণের সঙ্গে তাঁর জুটি রাজস্থান ব্যাটিংয়ের উপর তৈরি করেছিল প্রবল চাপ। বরুণের সঙ্গে তাঁর বোলিং প্রসঙ্গে মইন বলছেন, 'বরুণ দুর্দান্ত স্পিনার। শেষ দুই-তিন বছরে প্রচুর উন্নতি করেছে ও। ওর মতো বোলারের সঙ্গে জুটিতে বল করাটা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। আমি শুধু চেয়েছিলাম, সঠিক লাইনে বল করে বিপক্ষ শিবিরে চাপ তৈরি করতে। সেটা করতে পেরে ভালো লাগছে।'

নারায়ণ সুস্থ হয়ে গেলে ফের মইন সুযোগ পাবেন কি না, কারও জানা নেই। কিন্তু আগামীদিনে ফের সুযোগ এলে

মুম্বইয়ের পথে ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও বরুণ চক্রবর্তী।

চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি মইন। ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডারের কথায়, 'একজন স্পিনার হিসেবে আমি দুর্দান্ত, এমন নয়। একজন ব্যাটারের মতো করে বল করার সময় ভাবার চেষ্টা করি আমি। বুঝতে চাই, উলটোদিকে থাকা ব্যাটার কী ভাবছেন। এভাবেই এত বছর ক্রিকেট খেলছি আমি। ফের কেকেআরের প্রথম একাদশে সুযোগ এলে আমি তৈরি।'

আর্চারের 'ক্রিকেট স্পিরিট' নিয়ে প্রশ্ন

ক্রাচ নিয়ে দ্রাবিড়ের 'কুর্নিশ' ডি ককে

গুয়াহাটি, ২৭ মার্চ : টানা দুই ম্যাচে হার।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পর বুধবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে একপেশে পরাজয়। জোড়া ধাক্কায় শুরুতেই প্রবল চাপে রাজস্থান রয়্যালস। একঝাঁক প্রশ্নের মুখে রাহুল দ্রাবিড়ের দল। অনেকে অবাক থিংকট্যাংককে রাহুল দ্রাবিড়, কুমার সাঙ্গাকারার মতো লোক থাকার পরও পরিকল্পনায় এত ফাঁকফোকর থাকে কী করে!

রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে পরবর্তী দ্বৈরথের আগে হাজারো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। দ্রুত সবাইকে নিয়ে বসে স্ট্র্যাটেজি, টিম কম্বিনেশন নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে হেডস্যর দ্রাবিড়কে। হুইলচেয়ার নিয়েও হায়দরাবাদ, গুয়াহাটি করছেন দলের সঙ্গে। কিন্তু চাপ আরও বাড়িয়েছে দলের পারফরমেন্স।

দল নিয়ে চিন্তায় থাকলেও প্রতিপক্ষ ওপেনার কুইন্টন ডি ককে কৃতিত্ব দিতে ভুলছেন না। ৬১ বলে ৯৭ রানে অপরাজিত থেকে ফেরা ডি ককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন যশস্বী-রিয়ানদের কোচ। ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই পিঠ চাপড়ে দিলেন নাইট ওপেনারের।

কিংবদন্তি দ্রাবিড়ের যে আচরণে মন্ত্রমুগ্ধ ডি ককও। গতবছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। আপাতত টি২০ লিগ খেলে বেড়ান। কেরিয়ারে প্রচুর পুরস্কার, প্রশংসা পেয়েছেন। কিন্তু দ্রাবিড় যেভাবে হুইলচেয়ার ছেড়ে ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শুভেচ্ছা জানালেন, অবাক ডি কক।

দ্রাবিড়ের আচরণ যেখানে নজর কেড়েছে, সেখানে প্রশ্নের মুখে জোফ্রা আর্চারের ক্রিকেট স্পিরিট। দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াইড করেছেন ডি ককের শতরান আটকাতে। ১৭ রান দরকার পরিস্থিতিতে প্রথম দুই বলে ১০ রান নেন ডি কক। পরের দুই বল ওয়াইড, কার্যত ওখানেই ইতি পড়ে যায় সেঞ্চুরির সম্ভাবনা। শেষপর্যন্ত উইনিং ছক্কায় ৯৭-তে অপরাজিত থাকেন ডি কক।

রিয়ান পরাগকে নিয়েও হতাশ সমর্থকরা। পুরো ফিট না হওয়া সঞ্জু স্যামসন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হওয়ার ফলে নেতৃত্বে পরাগ। নিজের শহর

ম্যাচ শেষে কুইন্টন ডি ককের সঙ্গে রাজস্থান রয়্যালস কোচ রাহুল দ্রাবিড়।

টানা দুই হারের সঙ্গে রান না পাওয়া চাপে রাখছে রিয়ান পরাগকে।

> ১৭০ ঠিকঠাক স্কোর ছিল। কিন্তু আমরা ২০ রান কম করেছি। কুইনিকে (ডি কক) যত দ্রুত সম্ভব আউট করা দরকার ছিল। কিন্তু তা হয়নি।
>
> **- রিয়ান পরাগ**

গুয়াহাটিতে স্পেশাল কিছু করে দেখানোর ম্যাচ। যদিও ব্যাটিং, বোলিং, নেতৃত্ব- কোনও কিছুতেই ছাপ রাখতে পারেননি। রিয়ানের অবশ্য দাবি, '১৭০ ঠিকঠাক স্কোর ছিল। কিন্তু আমরা ২০ রান কম করেছি। কুইনিকে (ডি কক) যত দ্রুত সম্ভব আউট করা দরকার ছিল। কিন্তু তা হয়নি।' চার নম্বর থেকে তিন নম্বরে নিজের ব্যাটিং পজিশন রদবদল হলেও সুফল মেলেনি। রিয়ানের মতে, চারের বদলে তিন নম্বরে খেলতে অসুবিধা নেই। পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে মানিয়ে নিতেই হয়। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে চেন্নাই ম্যাচে ঝাঁপাবেন।

অনুশীলনের মাঝেই নুর আহমদকে পরামর্শ মহেন্দ্র সিং ধোনির।

মাহি দুর্গে আজ বিরাটদের হানা

চেন্নাই, ২৭ মার্চ : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা।

আইপিএলের উত্তাপ বাড়িয়ে শুক্রবার চেন্নাইয়ে দক্ষিণের ডার্বি। চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। মুখোমুখি দুই 'বন্ধু' মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি। গত হোম ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়েছে চেন্নাই। বিরাটের আরসিবি সেখানে গঙ্গাপাড়ের ইডেন গার্ডেন্সে বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। শুরুর যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে তামিল-রাজধানীতে বিরাট-ধোনি দ্বৈরথ।

মুম্বই ম্যাচে মাত্র দুই বল খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন মাহি। রান করার প্রয়োজন পড়েনি। বিরাট সেখানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের স্পিন ব্রিগেডকে ভোঁতা করে দিয়ে ফেরেন। ফর্ম, ছন্দের নিরিখে বিরাটকে বাড়তি গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে। কিন্তু মাহির উপস্থিতি, তাৎক্ষণিক কিছু পদক্ষেপ, মগজাস্ত্রের ব্যবহার, কেই-বা অবজ্ঞা করতে পেরেছে।

দ্বিতীয় জয়ের খোঁজে থাকা রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের মুখে বিরাট-কথা। সুপার কিংস অধিনায়কের মতে, প্রতিপক্ষ দলে বিরাট থাকা মানে আলাদা চ্যালেঞ্জ। বাড়তি আকর্ষণ। দীর্ঘদিন ধরে আরসিবি এবং দেশের জার্সিতে ব্যাট হাতে দাপট দেখাচ্ছে বিরাট। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হতে চলেছে। মুম্বই-দ্বৈরথের পর যে টক্করের দিকে তাকিয়ে থাকেন তাঁরাও।

মুখিয়ে রয়েছেন 'বন্ধু' রজত পাতিদারের সঙ্গে টস করতে নামার জন্য। রুতুরাজের কথায়, 'রজতের নাম অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা হওয়ার পরই শুভেচ্ছা জানিয়েছি, মেসেজ করেছি। আমরা দুইজনেই পরস্পরকে খুব ভালোভাবে জানি।' আগামীকাল বন্ধুত্ব বাইরে রেখে মাঠের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

ধোনি বনাম বিরাট, পাতিদার বনাম রুতুরাজ, দক্ষিণের ডার্বিকে শুধুমাত্র এই ব্র্যাকেটে আটকে রাখা মুশকিল। দুই শিবিরে তারকা, ম্যাচ উইনারের ভিড়। এক্স ফ্যাক্টর চিপক স্টেডিয়ামের বাইশ গজের চরিত্রও। মুম্বই যে গোলকধাঁধায় খেই হারিয়েছে। স্পিন ত্রয়ী নুর আহমদ, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাকে চিপকের পিচে সামলানো বিরাটদের জন্য মূল পরীক্ষা। দেখার ক্রুণাল পান্ডিয়া, লিয়াম লিভিংস্টোন, সুযশ শর্মা সমৃদ্ধ আরসিবি-র স্পিন ব্রিগেড পালটা জবাব দিতে পারে কি না।

মুম্বই ম্যাচে ওপেনিং স্পেলে পেসার খলিল আহমেদ সফল। তরুণ আফগান স্পিনার নুর চার উইকেট নেন। দুই রবির-ছটা (অশ্বীন, জাদেজা) কাটিয়ে উঠতে ভরসা সেই বিরাট-ফিল সল্টের ওপেনিং জুটি। ইডেনে সল্টের বিস্ফোরক শুরুটা নাইটদের গেমপ্ল্যান তালগোল পাকিয়ে দেয়। সঙ্গে বিরাটের নিয়ন্ত্রিত ইনিংস। যা থামাতে সুপার কিংস থিংকট্যাংকের স্ট্র্যাটেজি কী হয় চোখ থাকবে।

আরসিবি-র নজরে তেমনই রাচিন রবীন্দ্র। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ থেকে স্বপ্নের ফর্মে কিউয়ি ওপেনার। রুতুরাজও ধারাবাহিক। তবে মিডল অর্ডার দুই দলেরই সমস্যার জায়গা। টপ অর্ডার ব্যর্থ হলে কী দাঁড়াবে বলা মুশকিল। সিএসকে-র ভরসা বলতে দীপক হুডা, শিবম দুবে, স্যাম কুরান। সঙ্গে তেতাল্লিশের 'চির যুবক' মাহি।

বিরাটদের ভিড়ে ফ্যাক্টর আরসিবি-র অজি পেসার জোশ হ্যাজেলউড। পাওয়ার প্লে হোক বা ডেথ ওভার- নিয়ন্ত্রিত সুইং বোলিংয়ে ব্যাটারদের হুঁশ উড়িয়ে দিতে ওস্তাদ। ইডেনে নাইট-ম্যাচে যার ট্রেলার দেখিয়েছেন। রুতুরাজ-রাচিনদের বিরুদ্ধেও কি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে? আগামীকাল ভুবনেশ্বর কুমার কি সঙ্গী হবেন জোশের?

এমনই একাধিক সমীকরণ, অঙ্ক মেলানোর টক্কর। 'থালা' যদি মূল আকর্ষণ হয়, পিছিয়ে নেই 'কিং কোহলি'ও। এখন দেখার সিংহের গুহায় ঢুকে আরসিবি সিংহ শিকার করতে পারে, নাকি নিজেরাই শিকার হয়।

আইপিএলে আজ

চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : চেন্নাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের ব্যাটে শান বিরাট কোহলির।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পেসার দীপক চাহারের সঙ্গে আড্ডায় মেতে গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক শুভমান গিল। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে।

হায়দরাবাদ ম্যাচে ঘূর্ণি পিচের ভাবনা নন্দনকাননে

ইডেন ছেড়ে চলে যাক নাইটরা, বলছেন ডুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : বিতর্কটা নতুন নয়। প্রতিবারই হয়। এবারও শুরু হয়েছে। আর সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ বিতর্ক বেড়েই চলেছে।

২২ মার্চ ক্রিকেটের নন্দনকাননে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচে বিরাট কোহলিদের সামনে আত্মসমর্পণ করেছিল কেকেআর। খেলার শেষ মধ্যরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ইডেনে স্পিন সহায়ক পিচের দাবি তোলেন। তখন থেকেই শুরু হয় বিতর্ক। গতরাতে গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া ক্রিকেট মাঠে রাজস্থান রয়্যালসকে নাইটরা হারিয়ে দেওয়ার পর ইডেন পিচ বিতর্ক আরও বেড়েছে। আসরে নেমেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সাইমন ডুল ও ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলেরা। ফ্র্যাঞ্চাইজির অনুরোধ না শুনলে নাইটদের ইডেন ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত, অন্য কোনও শহরে তাদের হোম করা উচিত, এমন আপত্তিকর মন্তব্যও করেছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার ডুল।

বাইরের দুনিয়ায় কে কী বলছেন, সেসব বিষয়কে অবশ্য পাত্তা দিতে নারাজ ইডেনের অভিজ্ঞ কিউরেটর

> কেকেআরের তরফে পিচ নিয়ে এখনও কোনও অনুরোধ পাইনি। আর কেন হঠাৎ বদলাতে হবে পিচ? শেষ মরশুমে যখন কেকেআর ইডেনে ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ জিতছিল, তখনও এমনই পিচ ছিল। সেই সময় কোনও অভিযোগ আসেনি।
>
> **-সুজন মুখোপাধ্যায়**
> *ইডেন গার্ডেনসের পিচ কিউরেটার*

সুজন মুখোপাধ্যায়। বিকেলের দিকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'কেকেআরের তরফে পিচ নিয়ে এখনও কোনও অনুরোধ পাইনি। আর কেন হঠাৎ বদলাতে হবে পিচ? শেষ মরশুমে যখন কেকেআর ইডেনে ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ জিতছিল, তখনও এমনই পিচ ছিল। সেই সময় কোনও অভিযোগ আসেনি। আর এবার প্রথম ম্যাচের পরই ব্যর্থতার অজুহাত হিসেবে পিচকে কাঠগড়ায় তুলে দেওয়ার মানে হয় না। স্পষ্ট বলছি, আচমকা বললেই পিচের চরিত্র বদল হয় না। আর কেনই বা বদলাতে হবে?' রাতের দিকের খবর, ৩ এপ্রিল ইডেনে কেকেআর বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের জন্য ঘূর্ণি পিচ তৈরির পরিকল্পনা শুরু হয়েছে সিএবি-র অন্দরে। যদিও এই ব্যাপারে কারও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গুয়াহাটি থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আজিঙ্কা রাহানেরা মুম্বই পৌঁছে গিয়েছেন। সেখানে সোমবার হার্দিক পান্ডিয়াদের বিরুদ্ধে নাইটদের ম্যাচ রয়েছে। তার আগে ঘরের মাঠের পিচ বিতর্ক কোন পথে মোড় নেয়, সেটাই দেখার।

উনিশের ইলার খেলায় মুগ্ধ নাদাল

ফ্লোরিডা, ২৭ মার্চ : বিশ্বের দুই নম্বর মহিলা টেনিস তারকাকে হারিয়ে মায়ামি ওপেনের সেমিফাইনালে র‍্যাংকিংয়ের ১৪০ নম্বরে থাকা আলেকজান্দ্রা ইলা। কোয়ার্টার ফাইনালে ফিলিপিন্সের ১৯ বছরের তরুণী ইগা সোয়াতেককে হারিয়েছেন স্ট্রেট সেটে। তারপরই ইলাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর খেলার প্রতি মুগ্ধতার কথা জানিয়েছেন রাফায়েল নাদাল।

ইলাই ফিলিপিন্সের প্রথম টেনিস খেলোয়াড় যিনি প্রথম দশে থাকা কাউকে হারালেন। শুক্রবার শেষ চারের ম্যাচে জেসিকা পেগুলার মুখোমুখি হবেন তিনি। জিততে পারলে আরও বড় ইতিহাস রচনা করবেন ফিলিপিন্সের এই টেনিস খেলোয়াড়। এদিকে ইলাকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে নাদাল লিখেছেন, 'আমরা তোমার জন্য গর্বিত। কী অবিশ্বাস্য খেলা দেখছি তোমার থেকে! আরও এগিয়ে চলো। স্বপ্ন দেখতে থাকো।' পোলিশ সোয়াতেককে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট আদায়ের পর আবেগে ভেসে ইলা বলেছেন, 'আমি জানি না কী বলব। এটা আমার কাছেও অবিশ্বাস্য। শুধু জানি, এই মুহূর্তটা চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে।'

অর্শদীপকে কৃতিত্ব ব্যাশকের

শ্রেয়সের ৯৭-এ এখনও মজে প্রীতি

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : জয় দিয়ে শুরু।

১ এপ্রিল দ্বিতীয় ম্যাচ। প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস। যে অ্যাওয়ে ম্যাচের আগে পাঞ্জাব কিংস শিবির রীতিমতো ফুরফুরে মেজাজে। অক্সিজেন হয়ে হাজির নয়া অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের ধামাকাদার শুরু। ৪২ বলে অপরাজিত ৯৭-শ্রেয়স স্পেশালের মুগ্ধতার রেশ এখনও কাটেনি ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কর্ণধার প্রীতি জিন্টার।

প্রীতি জিন্টা দাবি করেছেন, অনেক শতরানের চেয়েও দামি শ্রেয়সের ৯৭। সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'কিছু ৯৭ সেঞ্চুরির চেয়েও অনেক ভালো। আগ্রাসন, নেতৃত্ব, ব্যাটিং বিক্রম, নিজের ক্লাস দেখিয়ে দিল শ্রেয়স আইয়ার।' প্রশংসায় ভরিয়েছেন গুজরাট টাইটান্স-বধের অন্যতম নায়ক শশাঙ্ক সিং, বিজয়কুমার ব্যাশকদেরও।

এদিকে আইপিএল সতীর্থ অর্শদীপ সিংকে সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে গুজরাট ম্যাচে নেমে প্রশংসা কুড়োনো ব্যাশক। দক্ষিণ আফ্রিকায় অর্শদীপের সফরসঙ্গী হলেও খুব বেশি কথাবার্তা হয়নি। এবার পাঞ্জাব কিংসের সাজঘর ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ। যা কাজেও লাগাচ্ছেন কর্ণাটকের পেসার।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে ১৫তম ওভারে প্রথম বোলিংয়ের সুযোগ। তিন ওভারের স্পেল। নিখুঁত ইয়র্কারে জস বাটলার-শেরফানে রাদারফোর্ডের বিগ হিটে ব্রেক লাগিয়ে ম্যাচের রং বদলে দেন। প্রশংসায় ব্যাশককে

পাঞ্জাব কিংসের সাফল্যে মেতে রয়েছেন প্রীতি জিন্টা।

অনেকে নতুন 'ইয়র্কার কিং' আখ্যা দিয়েছেন। এর জন্য অর্শদীপকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন ব্যাশক।

বলেছেন, 'নেটে অর্শদীপের সঙ্গে ইয়র্কার নিয়ে খাটছি। অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এখন। টি২০ ভারতীয় দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলাম। অর্শদীপের সঙ্গে আলাপ। তবে বোলিং নিয়ে খুব বেশি কথা হয়নি সেইসময়। ইচ্ছে থাকলেও ইয়র্কার সহ আরও কিছু বিষয়ে আলোচনার সুযোগ মেলেনি। এখন যা পাচ্ছি তা কাজে লাগছে।'

সিএসকে-র ফ্যানের ইচ্ছেপূরণ বিরাটের

চেন্নাই, ২৭ মার্চ : শুক্রবারের সন্ধেয় চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে মেগা দ্বৈরথ। যে হার্ডল পেরোতে দল তাঁর দিকে তাকিয়ে। যদিও চাপ নয়, বিরাট রয়েছেন বিন্দাস মেজাজে। চিপকে শেষমুহূর্তে প্রস্তুতির ফাঁকে প্রতিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংসের খুদে সমর্থকের আবদারও মেটালেন।

'বিরাট বিরাট' আওয়াজ শুনে নিজেই এগিয়ে যান। খুদের শার্টে অটোগ্রাফ দেন। সঙ্গে সেলফি। হাতের কাছে বিরাটকে পেয়ে সুযোগ হাতছাড়ায় রাজি ছিলেন না কাছাকাছি থাকা অন্যান্য চেন্নাই সমর্থকও। তাঁদের কেউ কেউ ব্যাট, কেউ বা ডায়েরি এগিয়ে দেন অটোগ্রাফের জন্য। প্রস্তুতির ব্যস্ততার মাঝেই সবার আবদার মেটান। ছিল সবার সঙ্গে ছবি তোলাও। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পোস্ট করা যে ভিডিও প্রত্যাশিতভাবেই ভাইরাল। বিরাটের আচরণ জিতে নিয়েছে সবার মন।

শুধু চেন্নাই বা ভারতের অন্যান্য শহর নয়, বিরাট-ম্যানিয়া নাকি তুরস্কতেও! সেখানকার টিভি সিরিয়ালে নাকি ঝড় তুলেছেন কিং কোহলি! তবে আসল বিরাট নন, কোহলির মতো হুবহু দেখতে তুরস্কের অভিনেতা কাভিট সেটিন গানার। সেখানকার ড্রামা সিরিজ 'ড্রিলিস : এর্তুগুল'-এর নায়ককে দেখতে একেবারে বিরাটের মতো। হঠাৎ করে দেখলে কোহলি বলে ভুল হবে। যা নিয়ে সমাজমাধ্যমে রীতিমতো মশকরা- ক্রিকেট ছেড়ে এবার কি তাহলে স্ত্রী অনুষ্কার পথে কোহলিও!

তুরস্ক মাতাচ্ছেন কোহলি!

ড্রিলিস : এর্তুগুল ড্রামা সিরিজের নায়ক কাভিট সেটিন গানার।

এদিকে, কোহলির রেস্তোরাঁর নতুন শাখা এবার খুলল গুরগাঁওয়ে। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন শহরে রয়েছে 'ওয়ান৮ কমিউন'। এবার তা পৌঁছে গেল গুরগাঁওয়ে। নিজের রেস্তোরাঁর নতুন শাখা নিয়ে খুশি বিরাট লিখেছেন, 'গুরগাঁওয়ের গলফ কোর্স রোডে নতুন শাখা খোলা আমাদের কাছে গর্বের, আনন্দের। গুরগাঁওয়ের লাইফ অত্যন্ত আধুনিক ও গতিময়। যার সঙ্গে তাল মেলাতে বদ্ধপরিকর।'

চেন্নাইয়ে প্রস্তুতির মাঝে সতীর্থের সঙ্গে আড্ডায় বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার।

পিছিয়ে পড়ল ইন্টার কাশী

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ : ফিরিয়ে নেওয়া হল ইন্টার কাশীর তিন পয়েন্ট। আই লিগে কাশীর দলটির বিরুদ্ধে ম্যাচে অযোগ্য ফুটবলার মাঠে নামিয়েছিল নামধারী এফসি। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের

পয়েন্ট নিয়ে নাটক

পয়েন্ট কেটে ইন্টার কাশীকে ওই ম্যাচের পুরো পয়েন্ট দেওয়া হয়। ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়েছিল নামধারী। বৃহস্পতিবার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির ওই নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে এআইএফএফ-এর আপিল কমিটি। একইসঙ্গে ইন্টার কাশীর তিন পয়েন্ট ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আপিল কমিটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এর ফলে আই লিগের খেতাবি দৌড়ে চার্চিল ব্রাদার্সের থেকে পিছিয়ে পড়ল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল।

বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরছেন শ্রেয়স

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক কাল ● রোহিতের বিলেত সফর নিয়ে ধোঁয়াশা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ মার্চ : চলছে আইপিএল। তার মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে চোরাস্রোত বইছে!

সঙ্গে রয়েছে আগামীর লক্ষ্যে বিস্তর ভাবনা, জল্পনা ও পরিকল্পনাও। আর সেই ভাবনা ও পরিকল্পনার ফল কী হতে চলেছে, হয়তো স্পষ্ট হয়ে যাবে শনিবার। সেদিন গুয়াহাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের হালফিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার নেতৃত্বে। এমন এক বৈঠক, যাকে বলা হচ্ছে, ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের আগামীর মাইলস্টোন বৈঠক। সেই বৈঠক শেষে হয়তো শুরু হবে নানা বিতর্কও।

স্ত্রীর সঙ্গে ফ্রান্সে সময় কাটাচ্ছেন জাতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

মহিলা ক্রিকেটারদের জন্য বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকা দিন কয়েক আগেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ছেলেদের ক্রিকেটের মূল চুক্তির তালিকা কবে প্রকাশ করা হবে? জবাব আপাতত নেই। শনিবারের বৈঠকে তার দিশা মিলতে পারে। ভারত অধিনায়ক হিসেবে আইপিএলের পরই টিম ইন্ডিয়ার পাঁচ টেস্টের বিলেত সফরে কি যাবেন রোহিত শর্মা? যদি তিনি না যেতে পারেন, তাহলে লাল বলের ক্রিকেটে তাঁর ভবিষ্যৎ কী হবে? রোহিত ইংল্যান্ড সফরের পাঁচ টেস্টে না গেলে দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন কে? দলের সহ অধিনায়কের দায়িত্বই বা কে পাবেন? পুরুষদের ক্রিকেটে বোর্ডের মূল চুক্তিতে শ্রেয়স আইয়ারের ফেরা নিশ্চিত। কিন্তু ঈশান কিষানের কী হবে? 'বাধ্য' ছেলের মতো শ্রেয়স-ঈশান দুইজনই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন। শ্রেয়স ইতিমধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার সংসারে ফিরে এসেছেন। কিন্তু ঈশান ফিরতে পারেননি এখনও।

এখানেই শেষ নয়। শনিবারের মহা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের অ্যাজেন্ডা হিসেবে আরও একটি বিষয় রয়েছে। সৌজন্যে ভারতীয় দলের সাপোর্ট স্টাফ। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্রের দাবি সঠিক হলে, টিম ইন্ডিয়ার সাপোর্ট স্টাফের তালিকায় কিছু রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর কোচ গৌতম গম্ভীর নয়া লাইফলাইন পেয়ে গিয়েছেন। তাঁর সহকারী হিসেবে বোলিং কোচ মরনি মরকেলও থাকছেন। সমস্যা তৈরি হয়েছে অভিষেক নায়ার ও সীতাংশু কোটাককে নিয়ে। দুইজনের ভূমিকাই প্রায় এক। তাই কোনও একজনের চাকরি যেতে পারে বলে খবর। পাশাপাশি দলের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপকে নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট খুব একটা সন্তুষ্ট নয় বলেই খবর। দিলীপেরও চাকরি যেতে পারে, এমন সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। রাতের দিকে মুম্বই থেকে বিসিসিআইয়ের এক প্রভাবশালী কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'শনিবার গুয়াহাটির বৈঠকে একঝাঁক সিদ্ধান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার প্রভাব ভারতীয় ক্রিকেটে সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে।'

প্রশ্নের ডালি

- লাল বলের ক্রিকেটে রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ কী হবে ?
- রোহিত ইংল্যান্ডে পাঁচ টেস্টের সিরিজে না গেলে দলের অধিনায়ক হবেন কে?
- সহ অধিনায়কের দায়িত্বই বা কে পাবেন?
- 'বাধ্য' ছেলের মতো ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পর ঈশান কিষানের ভবিষ্যৎ কী হবে?
- জাতীয় দলে সীতাংশু কোটাক ও অভিষেক নায়ারের ভূমিকা এক হওয়ায় কারও কি চাকরি যাবে?
- ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপেরও কি চাকরি যেতে পারে?

দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন অধিনায়ক রোহিত। তিনি ২০ জুন থেকে ইংল্যান্ডের লিডসে শুরু হতে চলা টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরে যাওয়ার ব্যাপারে কতটা আগ্রহী, তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। বোর্ডের একটি সূত্রের খবর, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার হিটম্যানের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। রোহিত এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেননি। হিটম্যান এখনও সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও বিরাট কোহলি নিশ্চিতভাবেই ইংল্যান্ড যাচ্ছেন। জুন-জুলাইয়ে নির্ধারিত থাকা ভারতের ইংল্যান্ড সফর কোহলির শেষ বিলেত সফর হতে চলেছে। কিন্তু সেই সফরে পাঁচ টেস্টের চ্যালেঞ্জ সামলানোর সময় রোহিতকে বিরাট পাশে পাবেন কিনা, সেটাই দেখার।

গুজরাট টাইটান্স ম্যাচের প্রস্তুতিতে হার্দিক পান্ডিয়া। এবারের আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রথম ম্যাচে নির্বাসিত থাকায় খেলা হয়নি তাঁর।

ধোনির মন্ত্রেই সফল গুকেশ

চেন্নাই, ২৭ মার্চ : 'পরিস্থিতি যখন খুব কঠিন, তখন ঠান্ডা মাথায়, খুব সহজভাবে ভাবুন।' কোনও এক সাংবাদিক বৈঠকে কথাগুলো বলেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ সামলানোর সময় ক্যাপ্টেন কুলের এই মন্ত্রটাই মাথায় রাখেন ডোম্মারাজু গুকেশ।

> ধোনি সত্যিই আমাকে অনুপ্রেরণা জোগান। আমি কোনও কিছুতেই খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাই না। বেশ ভালোই চাপ সামাল দিতে পারি। যা ধোনিকে দেখেই শেখা।
>
> -ডোম্মারাজু গুকেশ

একজন প্রকৃত অর্থেই ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক। আরেকজন সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু। ধোনি ও গুকেশ, চেন্নাই নামটা জুড়ে রয়েছে দুইজনের সঙ্গেই। একজন জন্মসূত্রে চেন্নাইয়ের বাসিন্দা। অন্যজন চেন্নাই সুপার কিংসের সফলতম অধিনায়ক। সেই অর্থে দুইজনেই চেন্নাইয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে দুজনের মধ্যে আরও একটা যোগসূত্র রয়েছে। তারকা দাবাড়ু নিজের আদর্শ মনে করেন ধোনিকে।

কঠিন পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয়, চাপের মুখেও কীভাবে শান্ত থাকা যায়, কেমন করে ঠান্ডা মাথায় ম্যাচ বের করতে হয়, এসব ধোনির থেকে কে আর ভালো জানেন। তাই অনেকের মতো গুকেশও এগুলো শেখেন মাহির থেকেই। তারকা দাবাড়ু জানিয়েছেন, এমএসডি তাঁর আদর্শ, তাঁর অনুপ্রেরণা। মাহির মন্ত্রেই সফল তিনি। তারকা দাবাড়ু বলছিলেন, 'ধোনি সত্যিই আমাকে অনুপ্রেরণা জোগান। আমি কোনও কিছুতেই খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাই না। বেশ ভালোই চাপ সামাল দিতে পারি। যা ধোনিকে দেখেই শেখা।' তাঁর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের ক্ষেত্রেও কীভাবে ধোনির অবদান রয়েছে তা জানিয়েছেন গুকেশ। চিপকে সাংবাদিকদের সামনে বসে গুকেশ বলছিলেন, 'যখনই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, ভেবেছি ধোনি হলে এই পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতেন। যেটা আমাকে সত্যিই খুব সাহায্য করেছে।'

স্বামী সমকামী, অভিযোগ সুইটির

চণ্ডীগড়, ২৭ মার্চ : কয়েকদিন আগে ভারতীয় বক্সার সুইটি বোরা তাঁর স্বামী কাবাডি খেলোয়াড় দীপক হুডার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ করেছিলেন। এবার নিজের স্বামীকে সমকামী বলে দাবি করেছেন এই ভারতীয় বক্সার। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিওতে সুইটি বলেছেন, 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার স্বামীর পুরুষদের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। তাঁর সঙ্গে অন্য পুরুষদের ভিডিও দেখে নিজেই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

আমি আদালতে এই বিষয়ে সমস্ত প্রমাণ জমা দেব।' তিনি আরও বলেছেন, 'এখন বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতে বিব্রতবোধ করলেও শেষপর্যন্ত নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছি।'

তবে একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সুইটি বোরা তাঁর স্বামী দীপককে আক্রমণ করেছেন। স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে পুলিশের সামনে কথা বলছিলেন দুই পক্ষ। সেইসময় আচমকা সুইটি তাঁর স্বামী দীপকের গলা চেপে ধরেন। অবশ্য পরিবারের বাকি সদস্যরা দুইজনকে আলাদা করেন।

আপুইয়ার চোট গুরুতর নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : আপুইয়াকে নিয়ে কিছুটা স্বস্তির বাতাস বাগান শিবিরে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে গিয়ে বাঁ পায়ের গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। কলকাতায় ফেরার পর তাঁকে পরীক্ষা করেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মেডিকেল টিম। জানা গিয়েছে, আপুইয়ার চোট গুরুতর নয়। তাঁকে আইএসএল সেমিফাইনালের প্রথম লেগে খেলানোর চেষ্টা করছে মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট। এদিন অনুশীলন শুরুর আগে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

বৃহস্পতিবার জাতীয় দলে থাকা ফুটবলাররা মোহনবাগান অনুশীলনে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে বিশাল কেইথ ছাড়া বাকিরা কেউ মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি। তাঁদেরকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। মনবীর সিং, জেমি ম্যাকলারেন ও আলবার্তো রডরিগেজ প্রথমে দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেও পরের দিকে সাইডলাইনে ফিজিকাল ট্রেনিং করলেন। তবে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রেইস।

টানা দ্বিতীয় জয় বাগানের

মুম্বই, ২৭ মার্চ : ডেভেলপমেন্ট লিগের জাতীয় পর্যায়ে টানা দ্বিতীয় জয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। বৃহস্পতিবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে মুথুট ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ২-১ গোলে হারাল দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান।

এদিন ২০ মিনিটের মাথায় গোল করে সবুজ-মেরুনকে এগিয়ে দেন ভিয়ান মুর্গদ। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই অবশ্য পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরায় মুথুট এফএ। উলটোদিকে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই পেনাল্টি থেকে শিবাজিৎ সিংয়ের করা গোলে জয় নিশ্চিত করে মোহনবাগান।

২৬ বলে ৭০ রান। লখনউয়ের রাস্তা সহজ করে দিলেন নিকোলাস পুরান।

শার্দূলের দাপটে ফিকে কমলা রং

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-১৯০/৯
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৯৩/৫ (১৬.১ ওভারে)

হায়দরাবাদ, ২৭ মার্চ : ম্যাচ শুরুর কিছুক্ষণ আগের দৃশ্য। প্র্যাকটিস জার্সিতে কিপিং গ্লাভস হাতে উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ঋষভ পন্থ। এই ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লখনউ সুপার জায়েন্টসের ক্যাপশন, 'আজ যেন সব আশা পূরণ হয়ে যায়।' লখনউয়ের প্রার্থনা ঈশ্বর শুনেছেন। বৃহস্পতিবার রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে তারা ৫ উইকেটে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে চলতি আইপিএলে প্রথম জয় পেল।

চার উইকেট নিয়ে সানরাইজার্সকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন শার্দূল ঠাকুর।

শার্দূল ঠাকুর, আবেশ খান, রবি বিষ্ণোইদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ফিকে দেখায় কমলা রং। সানরাইজার্সের পাওয়ারহাউস ব্যাটিং থামে ১৯০/৯ স্কোরে। 'হায়দরাবাদ প্রথমে ব্যাটিং পেলে বিপক্ষ শিবিরের ওদের বলে দেওয়া উচিত, তোমাদের ব্যাটিং করার দরকার নেই। আমাদের টার্গেট ২৫০।', 'ইয়ে টিম নাহি, তাবাহি হ্যায়'-হায়দরাবাদকে নিয়ে এমন মিম সামাজিক মাধ্যমে চলছে। গত ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ২৮৬ তুলেছিল অরেঞ্জ ব্রিগেড। এদিন ঋষভ টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার পর সামাজিক মাধ্যম 'থ্রি হানড্রেড ইজ লোডিং ফর হায়দারবাদ'-মার্কা পোস্টে ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অন্যরকম ভেবে রেখেছিলেন 'লর্ড' শার্দূল (৩৪/৪)। এদিন নিজের দ্বিতীয় ওভারের প্রথম দুই বলে অভিষেক শর্মা (৬) ও গত ম্যাচে শতরান করা ঈশান কিষানকে (০) ফিরিয়ে হায়দারবাদের তিনশোর পরিকল্পনায় প্রথম আঘাত শার্দূলেরই।

১৫/২ হয়ে গেলেও ট্রাভিস হেড-কাঁটা তখনও লখনউ শিবিরে খচখচ করছিল। বিষ্ণোইয়ের (৪২/১) প্রথম ওভারে তিনবার জীবন পেয়ে হেডও 'হেডেক' হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু অষ্টম ওভারে হেডকে (২৮ বলে ৪৭) বোল্ড করে লখনউকে স্বস্তি দেন দিল্লির ২৩ বছরের পেসার প্রিন্স যাদব (২৯/১)। হেডের আউট হায়দারবাদ ইনিংসের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। হেনরিচ ক্লাসেনও (২৬) এদিন সুবিধা করতে পারেননি। অনিকেত ভার্মা (১৩ বলে ৩৬) রানের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলেও স্কোরবোর্ডে আড়াইশো তোলা অভ্যাসে পরিণত করা হায়দরাবাদ দুইশোর কমে আটকে যায়।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতে ধাক্কা খেলেও মসৃণ গতিতে এগিয়েছে লখনউ। মহম্মদ সামির বলে দ্বিতীয় ওভারে আইডেন মার্করাম (১) ফিরে গেলেও তার রেশ পড়েনি তাদের ব্যাটিংয়ে। দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের ছন্দেই ব্যাট ঘুরিয়ে যান নিকোলাস পুরান (২৬ বলে ৭০) ও মিচেল মার্শ (৩১ বলে ৫২)। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা ৪৩ বলে ১১৬ রান তুলে ম্যাচের ভাগ্য একরকম গড়ে দেন। তবে এদিনও বড় রান আসেনি ঋষভের (১৫) ব্যাটে। ক্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে স্টান্স নেওয়া ঋষভ ঠকে যান হর্ষল প্যাটেলের ফুলটসে। তবে অঘটন ঘটতে দেননি আব্দুল সামাদ (৮ বলে অপরাজিত ২২) ও ডেভিড মিলার (৭ বলে অপরাজিত ১৩)। তাঁরা ১৬.১ ওভারে ৫ উইকেটে লখনউকে ১৯৩ রানে পৌঁছে দেন।

রাজ্য ক্রীড়ার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : বৃহস্পতিবার উদ্বোধন হয়ে গেল রাজ্য গেমসের। এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে গেমসের উদ্বোধন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি ছাড়াও ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু, বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ) সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ৭ থেকে ১০ এপ্রিল মালদায় হতে চলেছে এবারের রাজ্য গেমস। প্রতীকী মার্চপাস্টে অংশ নিলেন বিভিন্ন জেলার অ্যাথলিটরা। এদিন ন্যাশনাল গেমসে পদকজয়ীদের বিওএ-র তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংগীত পরিবেশন করেন প্রবীণ শিল্পী উষা উত্থুপ।

উদ্বোধনের পর ক্রীড়ামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বাংলার খেলাধুলার উন্নতি সঠিক পথে কেন হচ্ছে না তার জন্য একহাত নিয়ে নিষ্ক্রিয় সংস্থাগুলির কর্তাদের তিনি বলেছেন, 'এবারের জাতীয় গেমসে ১৪টি সংস্থার অ্যাথলিটরা পদক জিতে আসার ফলে বাংলার স্থান ১৮ থেকে ৮ নম্বরে উন্নীত হয়েছে। যার জন্য অভিনন্দন জানাতে হবে। কিন্তু বিওএ অনুমোদিত বাকি ২৪টি সংস্থা কেন পদক দিতে পারেনি, তা নিয়ে এবার আলোচনায় বসা হোক। প্রয়োজনে বিওএ যেন তাদের কাছে কৈফিয়ত দাবি করে।' এবারের রাজ্য গেমসের কিছু খেলা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে।

কঠিন গ্রুপে ভারতের মহিলা দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চ : এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে শক্ত গ্রুপে ভারতের সিনিয়ার মহিলা দল। এদিনই কুয়ালালামপুরে হয়ে গেল যোগ্যতা অর্জন পর্বের ড্র। ভারতের সঙ্গে 'বি' গ্রুপে আছে আয়োজক দেশ থাইল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া, টিমোর লিসে ও ইরাক। ২৩ জুন থেকে ৫ জুলাই এই 'বি' গ্রুপের এই ম্যাচগুলি হবে। মূলপর্ব আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায়।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে স্টার, ইউনিভার্সাল

ক্রান্তি, ২৭ মার্চ : ক্রান্তি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল স্টার ইলেভেন ক্রান্তি ও ইউনিভার্সাল একাদশ। ফাইনাল ৬ এপ্রিল। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে স্টার ৭ উইকেটে যুব শান্তি পুলিশ ফাঁড়িকে হারিয়েছে। প্রথমে শান্তি ১১.১ ওভারে ৯৪ রান তোলে। প্রসেনজিৎ সরকার ৪১ ও বিপ্লব রায় ২৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা নুর আলম ও আরমান হুসেন ৩ উইকেট নেন। জবাবে স্টার ৭.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৫ রান তুলে নেয়। সৌরভ রায় ৪৪ রান করেন।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইউনিভার্সাল ৩৬ রানে বারোঘরিয়া স্ট্রাইকার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ইউনিভার্সাল ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ১০১ রান তোলে। হারু সেন ৫০ রান করেন। জবাবে স্ট্রাইকার্স ৯ ওভারে ৬৫ রানে গুটিয়ে যায়। সুজল ওরাওঁ ৩৭ রান করেন। হাবিব আলম ১১ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আরশিক ইকবালও (১/৩)।

৪ উইকেট হৃদয়মের

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ স্কুল টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার রেলওয়ে হাইস্কুল সুপার ওভারে হারিয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলকে। অরবিন্দনগর মাঠে টসে হেরে রেলওয়ে ১৫.১ ওভারে ৯১ রানে অল আউট হয়। অর্ক সরকার ১৩ রান করে। ম্যাচের সেরা হৃদয় পাল ২১ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে টেকনো ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ৯১ রানে থামে। অভিষেক ভারতী ৩৮ রান করে। অরিজিৎ চক্রবর্তী ১৪ রানে নেয় ২ উইকেট। পরে সুপার ওভারে বাজিমাত করে রেলওয়ে।

ম্যাচের সেরা হৃদয় পাল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অন্য ম্যাচে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল ৭২ রানে ফালাকাটা হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে ম্যাক উইলিয়াম ১৯.৪ ওভারে ১৪৮ রানে অল আউট হয়। জবাবে ফালাকাটা ১৩.৫ ওভারে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। জ্যোতির্ময় ঘোষ ১৫ রান করে।

ফ্রেন্ডসের ক্রিকেট শুরু

জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মিঠু বিশ্বাস ও বিমলেন্দু চন্দ ট্রফি ৮ দলীয় ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে নয়াবস্তি রিক্রিয়েশন ক্লাব ৭ উইকেটে মিলন সংঘকে হারিয়েছে। ক্লাবের মাঠে টসে জিতে মিলন ২০ ওভারে ১২৬ রান তোলে। রামা রঘুবংশী ৪৮ রান করেন। জবাবে নয়াবস্তি ৩ উইকেটে ১২৭ রান তুলে নেয়। শুভদীপ সেনের অবদান ৫০ রান। তুষার গুহ ৩০ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে এফইউসি ৭ উইকেটে জেএসিসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে জেএসিসি ৯২ রানে অল আউট হয়। আদিত্য রজক ১৯ রান করেন। পল্লব ঘোষ নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এফইউসি ১৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা পল্লব ৪৪ রান করেন।

সিএলআরসি ক্রিকেট এপ্রিলে

মালবাজার, ২৭ মার্চ : মাল সিএলআরসি ক্রিকেট ২ এপ্রিল শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে বিক্রান্ত লামা ও নিতেশ উপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় ৬টি দল অংশ নেবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু আজ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কমিটির আলিপুরদুয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেট শুক্রবার শুরু হবে। প্যারেড গ্রাউন্ডে আসরে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে ইটখোলা আলিপুরদুয়ার ও সুপার কিংস জংশন। পরে নামবে শিবকাটা ও এনএন একাদশ আলিপুরদুয়ার।

জয়ী ২০১১ ব্যাচ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ মার্চ : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে ২০১১ ব্যাচ ৬ উইকেটে ২০২৩ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০২৩ প্রথমে ১৫ ওভারে ১২৯ রানে অল আউট হয়। বাবলু দাস ২৬ রানে নেন ২ উইকেট। ২০১১ ব্যাচ ৮.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা বাবলু ৪১ রান করেন।